সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Weekly Bangladesh New York, Vol. 29 ● Issue 11 ● Thursday, 20 August 2026 ● ০৪ ভাদ্র ১৪৩৩, ৩০ সফর ১৪৪৮

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ১০ দেশের ওপর নির্ভরশীল

ঢাকা : বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরশীল। সদ্য শুরু হওয়া *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ব্যাকফুটে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

আইনশৃঙ্খলায় স্বস্তি নেই, গ্যাস, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট

রাষ্ট্র পরিচালনায় চ্যালেঞ্জের মুখে সরকার

ঢাকা : রাষ্ট্র পরিচালনার ছয় মাসের মাথায় গ্যাস, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নিয়ে এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সরকার। নতুন করে যোগ হচ্ছে সম্ভাব্য রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ নিয়ে সরকার কোনও চাপ অনুভব করছে কিনা, রাজনৈতিক মহলে এমন জোর আলোচনা চলছে। যদিও সরকারি দলের দাবি, এরইমধ্যে নির্বাচনি ইশতেহারের ৩১ দফার বেশিরভাগই সম্পন্ন *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

৬ মাসেও আইনশৃঙ্খলায় উন্নতি নেই

ঢাকা : নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাস পরও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত স্বস্তি আসেনি। খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পুলিশের ওপর *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বড় মন্ত্রী পরিষদের বিড়ম্বনা

ডা. ওয়াজেদ খান

বাংলাদেশ সরকারের বিশাল মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে বিপাক, বিতর্ক ও বিড়ম্বনা নতুন কিছু নয়। চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে। *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

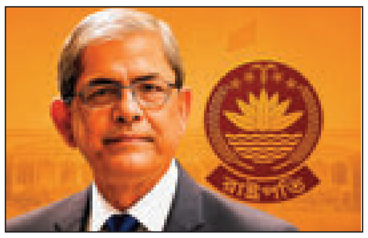

দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম

ঢাকা: দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী আটকের নতুন রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে দেশটিতে রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসীকে আটক করেছে মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)। গত মাসে সংস্থাটি প্রায় ৫১ হাজার মানুষকে আটক করেছে, *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

কলকাতার হোটেলে আগুনে ৯ বাংলাদেশির মর্মান্তিক মৃত্যু

ঢাকা : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় নিউমার্কেটের কাছে মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি আবাসিক *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

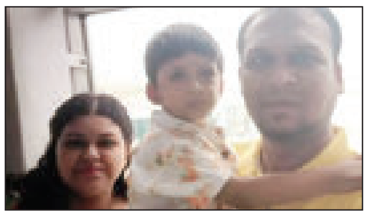

প্রবাসে রুজির সন্ধানে লাখো বাংলাদেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যে মরুর দেশে রুজির সন্ধানে পাড়ি জমায় লাখো বাংলাদেশি, সেই মধ্যপ্রাচ্যের আকাশেই এখন যুদ্ধের কালো মেঘ। গোলাগুলির শব্দ হয়তো সবার কানে পৌঁছাচ্ছে না, কিন্তু তার অভিঘাত পৌঁছে যাচ্ছে প্রবাসীর কর্মস্থল, *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class

Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
OUR GROUP OF COMPANIES
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
- TAX Liens
- Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266

- LHSCA
- PCA Training
- Day Care

- JAMAICA
- JACKSON HEIGHTS
- BROOKLYN
- BRONX
- LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"

We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি
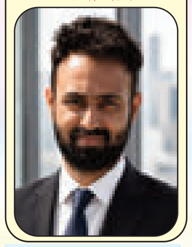
Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442
Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে যত কথা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের গণমাধ্যমগুলোতে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। ভারতীয় গণমাধ্যমে আরও বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর কথা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের আগে ভারতকে যে শর্ত পূরণের জন্য বলা হয়েছে, তা যথার্থ এবং সঙ্গত হয়েছে। অপরদিকে ভারতের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা ভারতের সাবেক কূটনীতিকবৃন্দ, এমনকি বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এমন কিছু সংখ্যক কূটনীতিক, যারা ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাদের সাক্ষাৎকার সমৃদ্ধ বক্তব্য ব্যবহার করে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করেছে যে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশের পক্ষে কি করে সাহস হয় ভারতকে যেকোনো ধরনের শর্ত আরোপ করার! অনেকে প্রকারান্তরে এমন কথা বলতে চেষ্ট করেছেন যে, বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, যা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত এবং অবিজ্ঞতাপ্রসূত। এর জন্য বাংলাদেশকে চড়া মূল্য নিতে হতে পারে। যাহোক, এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের জন্য অনুকূল পরিবেশ বলে বিবেচনা করছে না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে যাবেন না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতকে জানানো হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের আগে দ্বিপক্ষীয় প্রত্যাবর্তন চুক্তি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য পলাতক অপরাধীর দ্রুত ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি জুলাই বিপ্লবী শহীদ ওসমান হাদির অভিযুক্ত খুনিদের বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। বাংলাদেশের এই বক্তব্য অতি সহজ, ঋজু, দ্ব্যর্থহীন এবং যৌক্তিক। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনা গত ৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ ও সরকার বিরোধী বক্তব্য দেওয়ার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে বেশি টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। তাতে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তারেক রহমানের ভারত সফরের অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করবেন, এমন তথ্য জানার পর বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল তারা যাতে শেখ হাসিনাকে এধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করে। দুঃখজনক হলো, বাংলাদেশের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি ভারত। এরপর বাংলাদেশ এ ব্যাপারে একটি কঠোর বিবৃতি দিয়েছে, যাতে বাংলাদেশের যথার্থ ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে হাসিনা এবং তার অনুসারীরা বাংলাদেশ ও তার জনগণের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প উদগীরণ করেছেন। যেদিন বাংলাদেশের মানুষ জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করছে, ঠিম সেদিন ভারতের মাটিতে বসে শেখ হাসিনার এই মতবিনময় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত এবং জুলাই বিপ্লবের শাহীদদের প্রতি মারাত্মক অবমাননা। বলা বাহুল্য, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিল্লি সফরের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পূর্বশর্তবিষয়ক বিবৃতি বর্ণিত বিবৃতির ধারবাহিকতা মাত্র। এর আগে দুই দশক ধরে বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্রনীতির নামে দাসসুলভ আচরণ করেছে। দু'দেশের সম্পর্ককে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করেছে। এমন কথাও বলছে, ভারত পক্ষে থাকলে বাংলাদেশের আর কোনো দেশের প্রয়োজন নেই। শুধু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সকল ক্ষেত্রেই নতজানু নীতি অবলম্বন ও অনুসরণ করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের দাস ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় মর্যাদা ফিরে এসেছে। অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস দেখিয়েছে। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির যে পূর্বশর্তগুলো বাংলাদেশের পক্ষে দেয়া হয়েছে, তা প্রতিপালনের দায়িত্ব সর্বাংশে ভারতের। এছাড়া ভারতকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, বিগ ব্রাদারসুলভ আচরণ পরিহার করতে হবে এবং সার্বভৌম সমতা ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ নীতির মান্যতা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করি, এসব শর্ত পূরণের ব্যাপারে ভারত সদিচ্ছা ও যথাযথ আন্তরিকতার পরিচয় দেবে।

নামাজের সময়সূচি

২০-২৬ আগস্ট ২০২৬
০৩ সফর-০৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২০ আগস্ট	৪.৪৯	৬.১১	১২.৫৯	৫.৪৬	৭.৪৭	৯.০৯
২১ আগস্ট	৪.৫০	৬.১২	১২.৫৯	৫.৪৬	৭.৪৫	৯.০৭
২২ আগস্ট	৪.৫১	৬.১৩	১২.৫৯	৫.৪৫	৭.৪৪	৯.০৫
২৩ আগস্ট	৪.৫৩	৬.১৪	১২.৫৮	৫.৪৪	৭.৪২	৯.০৩
২৪ আগস্ট	৪.৫৪	৬.১৫	১২.৫৮	৫.৪৩	৭.৪১	৯.০২
২৫ আগস্ট	৪.৫৫	৬.১৬	১২.৫৮	৫.৪৩	৭.৩৯	৯.০০
২৬ আগস্ট	৪.৫৭	৬.১৭	১২.৫৮	৫.৪২	৭.৩৮	৮.৫৮

উপসম্পাদকীয়

রাজনীতিতে শিষ্টাচারের সংকট

মহিউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে শিষ্টাচারের অভাব গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুতর সংকট, যা রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। একাডেমিক গবেষণা দেখায় যে রাজনৈতিক সহনশীলতার অভাব, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতা গণতান্ত্রিক চর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।শিষ্টাচার লঙ্ঘন শুধু দেশীয় রাজনীতিতেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে, যেখানে নেতাদের কথা, আচরণ বা কর্মকাণ্ড শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় দুই প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের মধ্যে টেলিভিশন বিতর্কে একে অপরকে বারবার বাধা দেওয়া, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অশালীন মন্তব্য ছিল শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণের স্পষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন সময়ে মার্কিন কংগ্রেসে সদস্যদের মধ্যে তর্কবিতর্ক এতটাই উত্তপ্ত হয়েছে যে শালীনতা হারিয়ে গেছে।পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সদস্যদের মধ্যে অনেকবার হাতাহাতি ও চিৎকার-চেঁচামেচি হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইমরান খান ও বিরোধী নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অশালীন মন্তব্য রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করেছে।

ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় সদস্যরা অনেকবার শালীনতা হারিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করেছেন, এমনকি কাগজ ছুড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। বিভিন্ন নির্বাচনে নেতারা প্রতিপক্ষকে হেয় করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে নেতাদের বক্তব্যে অশালীনতা ও শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ দেখা গেছে। এই তিনটি দেশের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অভাব একটি বৈশ্বিক সমস্যা। ক্ষমতার লড়াই, ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দুর্বলতা এর মূল কারণ।বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীনতাযুদ্ধ, সামরিক শাসন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই রাজনীতিকে বহুমাত্রিক করেছে। তবে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অভাব আজ একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংঘাতমুখী চরিত্র এবং প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতা গণতন্ত্রকে ক্রমেই দুর্বল ও ভঙ্গুর করে তুলেছে। শিষ্টাচারের অভাবের প্রকাশ দেখা যায় নানাভাবে। যেমন রাজনীতিবিদদের বক্তৃতার ভাষা: নেতাদের বক্তব্যে অশালীন শব্দ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ সাধারণ ঘটনা। এটি ঘটছে অহরহ। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সংসদের পরিবেশ: সংসদে তথ্যভিত্তিক বিতর্কের পরিবর্তে আক্রমণাত্মক সমালোচনা ও বিষোদ্গার হয় বেশি। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক সহিংসতা: প্রতিপক্ষ দলের সমাবেশে হামলা, মিছিলে ভাঙচুর, এমনকি প্রাণঘাতী সংঘর্ষ ঘটে। এক দলের লোকের হাতে অন্য দলের লোকের খুন হওয়া যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। চতুর্থত, গণমাধ্যমের আচরণ: টক শোতে সৌজন্যপূর্ণ আলোচনার পরিবর্তে চিৎকার-চেঁচামেচি দেখা যায় নিয়মিত। মনে হয়, কয়েকটি টিভি চ্যানেলে ইচ্ছা করেই এমন লোকদের ডেকে আনা হয়, যাঁরা কথা বলতে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠেন। এতে নাকি চ্যানেলের 'ভিউ' বা 'রিচ' বাড়ে।

এবার দেখা যাক, শিষ্টাচারের অভাবের মূল কারণগুলো কী। আমরা তো সবাই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির পর্যবেক্ষক। আমরা গত কয়েক দশকে যা দেখেছি, তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা যাক। গণতান্ত্রিক চর্চার দুর্বলতা: ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরও নির্বাচনী অনিয়ম ও রাজনৈতিক মেরুকরণ গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। সহনশীলতার অভাব: রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে শত্রু মনে করার প্রবণতা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংঘাতমুখী করেছে। প্রশাসনিক দুর্বলতা: আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ, দুর্নীতি ও জবাবদিহির অভাব শিষ্টাচারহীন আচরণকে উৎসাহিত করছে। ক্ষমতার লড়াই: ক্ষমতা দখল ও ধরে রাখার জন্য নেতারা কথায় ও আচরণে শালীনতা বিসর্জন দিচ্ছেন।

এসবের ফল হয়েছে মারাত্মক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা অনেক কমে গেছে। তরুণ প্রজন্ম রাজনীতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। রাজনীতিবিদেরা নিজেরা নিজেদের মধ্যেই অশালীন শব্দের লড়াই জারি রাখছেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নিজ নিজ দলের ঠ্যাংগাড়ে বাহিনী পুষছেন। যা তাঁরা নিজেরা বলেন না বা বলতে পারেন না, তা তাঁরা বলান তাঁদের ছাত্রসংগঠনের লাঠিয়ালদের দিয়ে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত অকার্যকর হয়ে পড়ছে। সমাজে বিভাজন ও সংঘাত বাড়ছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী?

একটা ফুটবল মাঠের কথা ধরা যাক। মাঠে যাঁরা খেলেন, তাঁরা তাঁদের আশপাশের কয়েকজনকে ছাড়া পুরো মাঠকে দেখেন না। যে গতিতে তাঁরা বল নিয়ে বা বলের দখল পেতে দৌড়ান, তাতে পুরো মাঠের ছবিটি তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। অথচ যাঁরা গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো জীবনে পা দিয়ে বল ছুঁয়ে দেখেননি। কিন্তু খেলাটা বোঝেন। তাঁরা দেখেন পুরো মাঠড়কে কোথায় কী ভুল করছেন বা কোন খেলোয়াড় কী করলে খেলাটি আরও উপভোগ্য হতে পারে। তাঁদের কাছে থাকে খেলার নানা রকমের কৌশল। কিন্তু গ্যালারিতে বসে তো মাঠের খেলোয়াড়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না! পত্রিকার প্রতিবেদনে খেলোয়াড়ের খেলা নিয়ে সমালোচনা করলে বা ভুল ধরলে খেলোয়াড় বলে বসেন, আমি দশ বছর ধরে খেলছি, এটাই আমার পেশা, আপনি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝেন?

রাজনীতিবিদেরাও অনেক সময় এ রকম বলেন, বসে বসে সবক দেওয়া খুব সহজ। আসেন, মাঠে রাজনীতি করে দেখান।

সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ, বিশেষ করে নাগরিক সংগঠনগুলো অনেক দিন ধরেই নানাভাবে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাঁদের মতামত দিয়ে আসছেন। গণমাধ্যমে তাঁদের মতামত ছাপা কিংবা প্রচারিত হয়। তাঁরা মোটাদাগে অনেক কথা বলেন। তাঁদের উপলব্ধি, রাজনীতিবিদেরা তাঁদের মতামতকে থোড়াই পাত্তা দেন। রাজনীতিবিদেরা চলেন নিজস্ব নিয়মে, নিজস্ব গতিতে। তারপরও এসব মতামতের একটা সারসংক্ষেপ দিচ্ছি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ও পরে 'জুলাই সনদ' নিয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। সেখানে এসব মতামতের প্রতিফলন দেখা গেছে।

আমরা দেখেছি এবং বুঝেছি, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও আমলাতন্ত্রের পেশাদারত্ব নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। দ্বিতীয়ত, জনগণকে রাজনৈতিক শিষ্টাচার সম্পর্কে সচেতন করা দরকার। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা অশালীন বক্তব্য প্রচার না করে গঠনমূলক আলোচনাকে গুরুত্ব দিতে পারে। দুঃখের বিষয়, অনেক গণমাধ্যম রাজনীতিবিদের মতোই আচরণ করে। *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

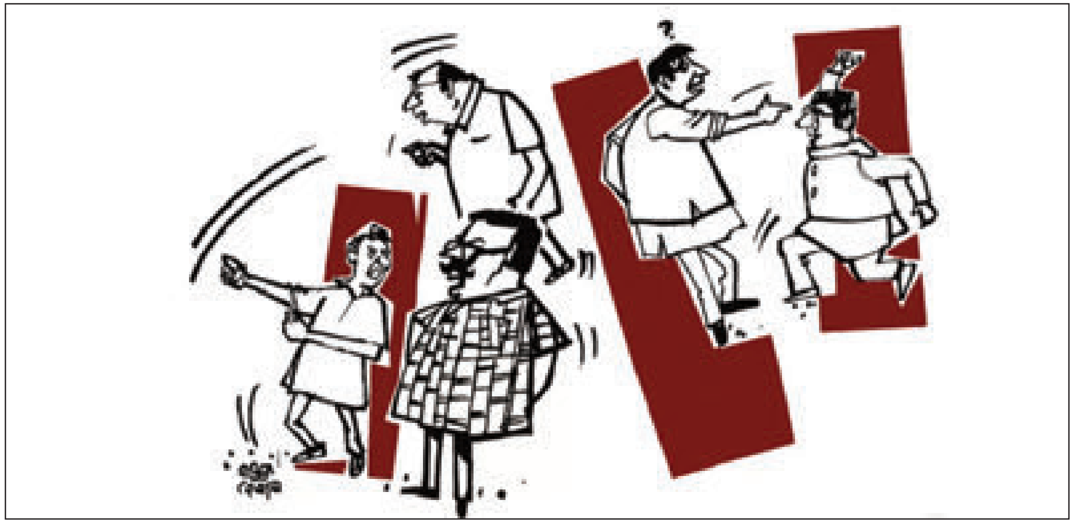

সমাজব্যবস্থাও বদলাতে হবে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের প্রত্যাশা সব সময়েই এ রকমের ছিল। এবং এখনো তা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে, সেটা হলো যে ব্যবস্থাটা বদলাবে এবং মানুষে-মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু সেটা তো ঘটেনি। অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে, সেগুলোকে সাফল্য বলার কোনো সুযোগ নেই; সরকার তো বদলাচ্ছেই, এমনকি রাষ্ট্রও একাধিকবার ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে গেল। কিন্তু কই, ভেতরের ব্যবস্থাটা তো বদলাল না। আর সেটা যদি না বদলায়, তাহলে ওপরের সবকিছুই, তা সেগুলো যে আকারের বা গুরুত্বের হোক না কেন, যতই বদলাব না কেন, তাতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। মূল সমস্যাটা হলো ওইটাই। অনেক কিছুই বদলেছে, আরো বদলাবে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেতরের যে সমাজকাঠামো, সেটা তো বদলাচ্ছে না। সেখানে ভিক্ষাদাতার সংখ্যা যতই হোক, ভিক্ষুকের সংখ্যা অনেক। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাই হচ্ছে নদী, তার স্রোতই নানা খাল, বিল, জলাশয় এবং পুকুরে গিয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের নদী শুকাবে কী, দিন দিন ফুলেফেঁপে উঠেছে।

রাষ্ট্র ও সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটার দায়িত্ব আসলে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের। আমাদের দেশে মানবমুক্তির আন্দোলন সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারেনি; গড়ে উঠলে দেশের অবস্থা অবশ্যই ভিন্ন রকমের হতো। দেশপ্রেমিকদের ভেতর নানা রকমের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি ছিল এবং আছে, সেটা অসত্য নয়। প্রধান দ্বন্দ্বকে তাঁরা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। আবার যাঁরা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন সংগঠন ও আন্দোলনের সৃষ্টিতে। ঘটনা তো আরো একটা ঘটেছে। সেটা হলো মানবমুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ নেতাদের কাউকে কাউকে জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের স্রোতের আবর্তের ভেতর টেনে নিয়ে গেছেন; যার দরুন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিড়এসব দলে সাবেক বামপন্থীদের খোঁজ পাওয়া যায়, তবে বামপন্থী হিসেবে নয়, জাতীয়তাবাদী হিসেবে। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময়ে যখন কয়েকজন অত্যন্ত বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা শুধু যে জাতীয়তাবাদী দক্ষিণ পন্থা জোটে যোগ দিয়েছেন, তা-ই নয়, নিজস্ব প্রতীকও বিসর্জন দিয়েছেন। এককালের সমাজ বিপ্লবীদের পুঁজিবাদ উৎপাটিত করে নিজের বৃত্তের মধ্যে টেনে নেয়। তখন দেখা যায়, বিপ্লবীরা কেউ কেউ রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ হয়ে যান। কেউ বা সেবক হন বহুজাতিক কম্পানির, অনেকেই চলে যান বিদেশে। তাঁদের এই পতনে জাতীয়তাবাদীরা উল্লসিত হয়েছেন, বিমর্ষ হয়েছেন দেশপ্রেমিকরা। বামপন্থী আন্দোলন থেকে যাঁরা বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁদের শুধু ধিক্কার দেওয়াটা সঠিক নয়, তাঁদের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব, ততটুকু তো তাঁরা করেছেন। এর চেয়ে বেশি করতে পারেননি। সে নিয়ে আমরা দুঃখ প্রকাশ করব ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কাজকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না। পুঁজিবাদী সমাজে বামপন্থী হওয়াটা কঠিন, টিকে থাকাটা কঠিনতর।

> **আমাদের শাসকশ্রেণির ভেতর যতই প্রাচুর্য থাকুক, দেশপ্রেমের যে অভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরা নিজেদের স্বার্থই দেখে, দেশ ও জনগণের স্বার্থ দেখে না। এদের ভেতর কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা দেশের ভালো করতে চাইবেন, কিন্তু সেই ইচ্ছাটাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারবেন না, রাখতে গেলে অদক্ষ বলে প্রমাণিত হবেন।**

ভবিষ্যতে প্রত্যাশা তাই আন্দোলন। আন্দোলন যে নেই তা নয়, তবে সেটা বড়ই স্তিমিত। আশা করব, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন বেগবান ও গভীর হবে। ফলে রাষ্ট্রও বদলাবে, সমাজও বদলাবে। এই আন্দোলন মূলত হবে রাজনৈতিক, তবে সাংস্কৃতিকভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর কার্যকারিতা থাকবে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে অবহেলা করা হয়েছে, যে জন্য দেশে দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতার বড়ই অভাব। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন সংস্কৃতিকে অবহেলা করবে না।

আবারও বলি, আগামীর প্রত্যাশাটা হলো আন্দোলনের। এটা সমষ্টিগত প্রত্যাশা বটে। ব্যক্তির প্রত্যাশা মিটবে সমষ্টিগত আন্দোলনের ফলেই, নইলে নয়। বামপন্থীরা নির্বাচন করেন, তা করুন, কিন্তু তাঁদের প্রধান দায়িত্ব নির্বাচনে যোগ দেওয়া নয়। প্রধান দায়িত্ব আন্দোলন করা। করুণা, সুবিচার এসবে কুলাবে না, চাই অধিকার ও সুযোগের সাম্য। এর জন্য পথ একটাই, সেটা হলো সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন।

বলা হচ্ছে, দিনবদলের পক্ষে রায় এসেছে। তা মানুষ যে দিনবদল চেয়েছে, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। বিগত সরকারের এবং পরে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে মানুষ এমনই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে তারা কোনো দ্বিধা করেনি, স্রোতের মতো পোলিং বুথে ঢুকে ছাপ মেরেছে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থা বদলের ভরসাটা আছে কি? মোটেই নেই। কেননা এক দল চলে গেছে, তাদের জায়গায় আরেক দল ক্ষমতায় বসেছে ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতার হাতবদলে তো শুধু শাসকের বদল ঘটল, সমষ্টিগত মানুষের মুক্তি তো এলো না।

আমাদের শাসকশ্রেণির ভেতর যতই প্রাচুর্য থাকুক, দেশপ্রেমের যে অভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরা নিজেদের স্বার্থই দেখে, দেশ ও জনগণের স্বার্থ দেখে না। এদের ভেতর কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা দেশের ভালো করতে চাইবেন, কিন্তু সেই ইচ্ছাটাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারবেন না, রাখতে গেলে অদক্ষ বলে প্রমাণিত হবেন। সংসদের প্রথম সারিতে কারা কারা বসার সুযোগ পাবেন, সেই 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় নিয়ে শুরুতেই যে কলহ শুরু হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তাঁরা কতটা অনমনীয় ও অনড় হয়ে রইবেন। স্বার্থ ছাড়বেন না, আর যা কিছুই ছাড়ুন এবং নিজেদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে দেশের স্বার্থকে যে জলাঞ্জলি দেবেন, তাতে বিস্ময়ের কি থাকবে? যা বদলাবেন, তা সামান্যই; যা বদলাবেন না, তা হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী চরিত্র। সাধারণ মানুষ সেখানেই থাকবে, যেখানে ছিল। বাংলাদেশে সম্পদ সৃষ্টি করা ও সম্পদ আহরণ করা দুটিই কঠিন কাজ। খনিজ সম্পদ আছে, কিন্তু সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার নেই, বরং তৎপরতা রয়েছে পাচার করে দেওয়ার। সমুদ্র আমাদের জন্য একেবারেই অপরিহার্য। কিন্তু সমুদ্রকে আমরা উপেক্ষা করেছি। সমুদ্র চলে গেছে বিদেশি দস্যু ও বণিকদের হাতে। ইংরেজ বণিকরা তো দেশই দখল করে নিয়েছিল। তার পরে কত ঘটনা ঘটল, দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু বাংলার যে সমুদ্র, নাম যার বঙ্গোপসাগর, তার ওপর বাংলার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো না। দস্যুরা মাছ ধরে তো নিয়ে যাচ্ছেই, সমুদ্রের নিচে যে অগাধ সম্পদ রয়েছে, সেগুলোর ওপরেও চোখ রেখেছে। সরকার আসে-যায়, কিন্তু সমুদ্র নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোঝা যায়, আবারও বোঝা যায়, না বুঝে উপায় থাকে না যে তাদের ভেতর দেশপ্রেমের কি বিপুল পরিমাণ ঘাটতি রয়ে গেছে? এসব তো পুরনো কথা। আসল প্রশ্নটাও অবশ্য পুরনোই। সেটা হলো প্রতিকার কী? উদারনীতিকরা আছেন, তাঁরা বলেন উন্নতি তো হচ্ছে, আরো হবে। তাঁরা আশাবাদী। তাঁরা মনে করেন, সরকারের ওপর চাপ দিলে সরকার অনিচ্ছুক হলেও সঠিক পথে চলতে বাধ্য হবে। তাই চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। সেটা ঠিক, কিন্তু চাপটা আসবে কোথা থেকে, সে প্রশ্নটা তো থেকেই যায়। বলা যাবে চাপটা হবে জনমতের। সেটাও ঠিক, কিন্তু জনমতটা আসবে কোথা থেকে? আসবে কি গোলটেবিল, টক শো, মানববন্ধন ইত্যাদি থেকে? আসতে পারে, কিন্তু সে চাপ যৎসামান্য। আসল চাপ হচ্ছে আন্দোলনের। আন্দোলনের কোনো বিকল্প সত্যি সত্যি নেই।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র : ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের ঝুঁকি

এ কে এম আহসান উল্লাহ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রায়ই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে, দেশটি ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, নাকি অন্য কোনো শক্তির দিকে বেশি ঝুঁকবে? প্রশ্নটি আকর্ষণীয়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খুব উপযোগী নয়। কারণ, আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থায়ী আনুগত্যের ওপর নয়, স্বার্থের নির্দিষ্ট বিনিময়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। একই রাষ্ট্র নিরাপত্তায় এক দেশের, প্রযুক্তিতে আরেক দেশের, বাণিজ্যে তৃতীয় দেশের এবং শ্রমবাজারে চতুর্থ দেশের অংশীদার হতে পারে। বাংলাদেশেরও এখন বন্ধু নির্বাচনের পরিবর্তে প্রয়োজনভিত্তিক অংশীদারত্বের মানচিত্র তৈরি করা দরকার।এই প্রয়োজন আরও জরুরি হয়েছে। কারণ, বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ উত্তরণ মর্যাদার, কিন্তু একই সঙ্গে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা, বিশেষ বাজার প্রবেশাধিকার এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার ধরনে পরিবর্তন আনতে পারে।

দেশের রপ্তানি এখনো অল্প কয়েকটি বাজার ও তৈরি পোশাকের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। ২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশ থেকে আমদানির প্রায় ৯৪ শতাংশই ছিল বস্ত্রপণ্য, একই সময়ে পণ্যবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ বাংলাদেশের কূটনীতির পরবর্তী পর্যায়ে বাজার, দক্ষতা, প্রযুক্তি, চলাচল ও জ্ঞান অর্জনের পরিমাপযোগ্য ফল থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ভারত, এটি আবেগের সিদ্ধান্ত নয়, ভূগোলের বাধ্যবাধকতা। বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের প্রায় পুরোটাই ভারতবেষ্টিত; নদী, সীমান্ত, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেল, সমুদ্রবন্দর, উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ এবং নেপাল-ভুটানে বাংলাদেশের প্রবেশড়প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারত অপরিহার্য।

কিন্তু সম্পর্ক মানে একমুখীনির্ভরতা নয়। বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতের সঙ্গে এমন কাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে সহযোগিতার সুফল দৃশ্যমান ও পারস্পরিক হয়। অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো হতে পারে অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনা, সীমান্তে বেসামরিক প্রাণহানি বন্ধ, রেল ও নৌসংযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিবাণিজ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা ভিসা সহজীকরণ এবং ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস।

দক্ষিণ এশিয়ার মোট বাণিজ্যের মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ অঞ্চলটির নিজেদের মধ্যে হয়, অথচ বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বর্তমান ২৩ বিলিয়ন ডলারের আঞ্চলিক বাণিজ্য অন্তত ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশের ভারতমুখী রপ্তানিও বহুগুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু রাজনৈতিক সরকারগুলোর ঘনিষ্ঠতা দিয়ে বিচার না করে বাজার, পানি, সীমান্ত ও যোগাযোগে অর্জিত ফল দিয়ে পরিমাপ করতে হবে।

জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া: উন্নয়ন-অর্থায়ন প্রযুক্তির অংশীদারত্ব

জাপান বাংলাদেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কম বিতর্কিত এবং উচ্চ সম্ভাবনাময় কৌশলগত অংশীদার। দীর্ঘদিন ধরে জাপান অবকাঠামো, উন্নয়ন-অর্থায়ন, পরিবহন, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। ২০২৫ সালে জাপান বাংলাদেশকে বাজেট সহায়তা, রেল আধুনিকায়ন, শিক্ষাবৃত্তিসহ প্রায় ১ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল।

তবে সম্পর্ককে শুধু সেতু, বন্দর বা ঋণের মধ্যে আটকে রাখলে হয় না। জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের পরবর্তী অংশীদারত্ব হওয়া উচিত শিল্পপ্রযুক্তি, মানসম্মত উৎপাদন, প্রকৌশলশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নগর ব্যবস্থাপনা এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পরিচর্যাকারী দক্ষ কর্মী তৈরিতে। জাপানের শ্রমসংকট বাংলাদেশের জন্য সুযোগ, কিন্তু অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর পুরোনো মডেলে নয়। ভাষা, পেশাগত সনদ, আচরণগত প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগের আগে দক্ষতা যাচাইয়ের যৌথ ব্যবস্থা গড়তে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও একই কৌশল প্রয়োজন। কোরিয়া বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ করে, কিন্তু সম্পর্কের সম্ভাবনা শ্রমবাজারের চেয়ে অনেক বড়। ইলেকট্রনিকস, জাহাজ নির্মাণ, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন, ব্যাটারি, তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় যৌথ প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। বড় কোরীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু বাংলাদেশের বাজারে পণ্য বিক্রির জন্য নয়, বাংলাদেশে উৎপাদন, গবেষণা ও সরবরাহব্যবস্থা গড়ার জন্য আকৃষ্ট করতে হবে।

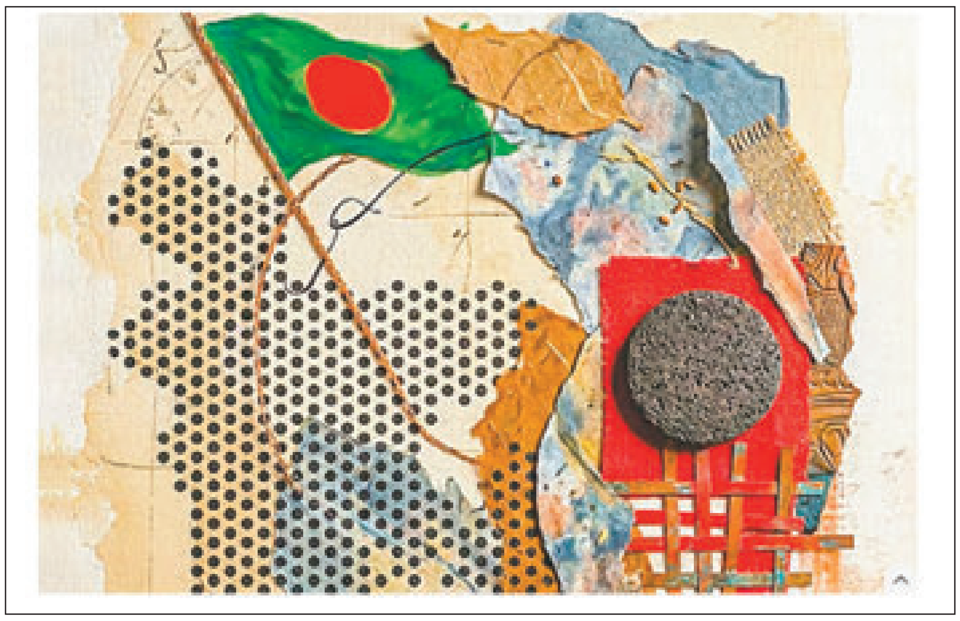

ইউরোপীয় ইউনিয়ন: পোশাকের বাজার ও জ্ঞানের অংশীদার

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিবাজারগুলোর একটি। কিন্তু বাংলাদেশের ইউরোপনীতি দীর্ঘদিন ধরে পোশাকের শুল্কসুবিধাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর এ সম্পর্ককে নতুন ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে।

জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও ডেনমার্কের সঙ্গে আলাদা খাতভিত্তিক অংশীদারত্ব প্রয়োজন। জার্মানির সঙ্গে প্রকৌশল, সবুজ শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ; নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা ও কৃষিপ্রযুক্তি; ফ্রান্সের সঙ্গে বিমান, উপগ্রহ, সামুদ্রিক গবেষণা ও সংস্কৃতি; ইতালির সঙ্গে বৈধ শ্রম চলাচল ও ক্ষুদ্র শিল্প; নর্ডিক দেশগুলোর সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডিজিটাল প্রশাসন ও সামাজিক সুরক্ষায় সহযোগিতা বাড়ানো যায়।

ইউরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি টেকসই বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, যেখানে শ্রম অধিকার, পরিবেশ মান, কার্বন নির্গমন, সরবরাহব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং পণ্যের উৎস শনাক্তকরণে বাংলাদেশ প্রস্তুত থাকবে। ইউরোপকে শুধু ক্রেতা হিসেবে দেখলে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমের ঘরে আটকে থাকবে; প্রযুক্তি, নকশা, গবেষণা ও ব্র্যান্ডিংয়ের অংশীদার করতে পারলে মূল্যশৃঙ্খলের ওপরের দিকে উঠতে পারবে।

শিক্ষার্থী ও গবেষকদের চলাচলও এ সম্পর্কের কেন্দ্রে আনা দরকার। যৌথ ডিগ্রি, গবেষণাগার, জলবায়ু গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অভিবাসন গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদি

(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট কি শুধু ইন্টেরিমের জন্য ছিল?

রওশন হক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু শব্দ আছে, যেগুলো ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে যায়, আবার ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সেগুলো যেন অভিধান থেকেই হারিয়ে যায়। “মব” এবং “কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট” তার অন্যতম উদাহরণ। ইন্টোরিম সরকারের সময়ে এই দুটি শব্দ নিয়ে এমন আলোচনা হয়েছে, যেন বাঙালি এই শব্দ দুটির জন্মই প্রথমবার শুনেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে মূলধারার সংবাদমাধ্যম, অ্যাক্টিভিস্ট থেকে বুদ্ধিজীবী, সবাই তখন প্রশ্ন তুলেছেন, কার সঙ্গে কার স্বার্থের সংঘাত, কে কোন সুবিধা পাচ্ছেন, কে ক্ষমতার প্রভাব ব্যবহার করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই নৈতিক মানদণ্ড এখন কোথায়? ইন্টারিম সরকারের সময়ে আসিফ মাহমুদ স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা থাকাকালে তাঁর বাবার একটি ঠিকাদারি লাইসেন্স নেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে যে তুমুল আলোচনা হয়েছিল, সেটি নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে। লাইসেন্স নেওয়া হয়েছিল, কাজ পাওয়া নয়। তবুও “কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট” প্রশ্নে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উত্তপ্ত হয়েছিল, অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আসিফ মাহমুদ প্রকাশ্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর বাবার লাইসেন্স বাতিলের উদ্যোগ নেন। এখানে আসল বিষয় আসিফ মাহমুদ নন। আসল বিষয় হলো একটি নৈতিক মানদণ্ড। যদি একজন উপদেষ্টার বাবার শুধু ঠিকাদারি লাইসেন্স করাটাই স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন তৈরি করে, তাহলে একজন ক্ষমতাসীন মন্ত্রীর ছেলে যখন সরকারি ঠিকাদারি ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং বড় অঙ্কের সরকারি কাজ পাওয়ার অভিযোগ ওঠে, তখন একই প্রশ্ন উঠবে না কেন? সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদে মন্ত্রীদের স্বজনদের সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারি কাজ পাওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে। এমনকি বড় অঙ্কের প্রকল্পে মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগও আলোচনায় এসেছে। এসব অভিযোগ সত্য হলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে।

প্রক্রিয়াটি কী ছিল?; যোগ্যতা কী ছিল?; অভিজ্ঞতা কী ছিল? ; টেন্ডার প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ছিল?; মন্ত্রী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান কি কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে? ; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এখানে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের প্রশ্নটি কোথায়? এই প্রশ্নগুলো করা মানেই কাউকে অপরাধী ঘোষণা করা নয়। বরং এটাই গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের দায়িত্ব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ইন্টারিম সরকারের সময়ে যে প্রশ্নগুলোকে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখা হয়েছিল, এখন সেগুলো করার ক্ষেত্রে অনেকের অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি নৈতিকতারও দলীয় পরিচয় আছে? ৎআসিফ মাহমুদের বাবার লাইসেন্স হলে যদি “কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট” হয়, অন্য সরকারের মন্ত্রীর ছেলে ব্যবসা করলে সেটি কেন শুধু “ব্যবসা” হয়ে যায়? ইন্টারিমের সময়ে কোনো অনিয়মের সম্ভাবনা দেখা দিলে যদি “মব কালচার” নিয়ে এত আলোচনা হয়, এখন ক্ষমতাসীনদের স্বজনদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠলে সেই একই কণ্ঠগুলো এত নীরব কেন? আর এখানেই সবচেয়ে বড় হতাশা।

জুলাইয়ের আন্দোলনের বড় অংশের শক্তি এসেছিল এমন তরুণদের কাছ থেকে, *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
- যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
- হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সংকটের বাংলাদেশে তারেক রহমানের বড় পরীক্ষা

ড. খালিদুর রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় দলটি দীর্ঘ বিরতির শেষে আবার রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পায়। কিন্তু তার সরকারের সামনে যে বাংলাদেশ, তা জিয়াউর রহমানের সময়ের বাংলাদেশ নয়, খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের সময়ের বাংলাদেশ নয়। আজকের বাংলাদেশ জনসংখ্যা, অর্থনীতি, শিল্প, নগরায়ণ, প্রযুক্তি, রপ্তানি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক থেকে অনেক বড়।

একই সঙ্গে সংকটও বহুমাত্রিক। মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, ব্যাংকিং খাত, বিনিয়োগ, বৈদেশিক মুদ্রা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নিয়ে সরকারের সামনে কঠিন পরীক্ষা।

এই পরীক্ষার সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রকাশ এখন জ্বালানি খাতে। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের গ্যাস সংকট চতুর্থ সপ্তাহে গড়িয়েছে। ১৩ আগস্ট গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাধাগ্রস্ত হয় এবং গ্রামাঞ্চলের দীর্ঘ লোডশেডিংয়ের পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকাতেও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়। ১৪ আগস্ট সামিটের এলএনজি টার্মিনালে সাময়িক সরবরাহ বিঘ্ন পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে। পরে টার্মিনাল থেকে প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ পুনরায় শুরু হওয়ার খবর এলেও সংকটের মৌলিক ঝুঁকি থেকে গেছে।

এই পরিস্থিতি তারেক রহমান সরকারের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন রেখেছে: উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সংকটের দায় কোথায় শেষ এবং বর্তমান সরকারের দায় কোথা থেকে শুরু? রাষ্ট্র পরিচালনায় এই সীমারেখা বোঝা জরুরি। কোনো সরকার ক্ষমতায় এসে শূন্য পাত হাতে পায় না। আগের সরকারের নীতি, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, অবকাঠামো এবং অসমাপ্ত কাজ নতুন সরকারের হাতে আসে। ফলে নতুন সরকারের প্রথম দায়িত্ব হলো উত্তরাধিকারকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা; দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো সেই উত্তরাধিকারকে অজুহাত না বানিয়ে পরিবর্তনের সূচনা করা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিএনপির রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা এই প্রশ্নকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে। জিয়াউর রহমানের সময় বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধোত্তর দুর্বল অর্থনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, উৎপাদন ঘাটতি ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার দেশ। কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে তিনি ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছিলেন। বেসরকারি খাতের ভূমিকা বাড়ানোর প্রবণতাও তখন শক্তিশালী হয়।১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশের সামনে ছিল ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ। সামরিক শাসনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের বিকাশ ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক, প্রবাসী আয়, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নতুন মাত্রা দেয়।

তারেক রহমানের সরকারের বাংলাদেশ সেই সময়ের তুলনায় অনেক জটিল। অর্থনীতি বড় হয়েছে, কিন্তু অর্থনীতির আন্তঃনির্ভরতাও বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস প্রয়োজন, গ্যাসের ঘাটতি পূরণে এলএনজি প্রয়োজন, এলএনজি আমদানিতে ডলার প্রয়োজন, ডলার জোগাতে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের প্রয়োজন, আর শিল্প উৎপাদন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ওপর। ফলে জ্বালানি সংকট এখন অর্থনীতির অন্য সব খাতের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, বাংলাদেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ৪২ শতাংশ বিদ্যুৎ খাতে যায় এবং গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশের স্থাপিত সক্ষমতা ও মোট উৎপাদনে বড় ভূমিকা রাখে। ফলে গ্যাস সরবরাহ কমে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তার প্রভাব দ্রুত পড়ে।

এই কাঠামোগত দুর্বলতা বর্তমান সরকারের তৈরি নয়। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন দীর্ঘদিন ধরে কমেছে। ২০২৬ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৩০টি আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ২০টি বর্তমানে উৎপাদনে রয়েছে এবং দেশীয় উৎপাদন প্রায় ১,৬৩০ মিলিয়ন ঘনফুট। অন্যদিকে দৈনিক চাহিদা প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন ঘনফুট। ফলে ক্ষমতায় আসার দিন থেকেই বর্তমান সরকার বড় সরবরাহ ঘাটতি উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও সরকারকে কঠিন অবস্থায় ফেলেছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে কাতার থেকে বাংলাদেশের নির্ধারিত এলএনজি সরবরাহ ২০২৬ সালে প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশকে স্পট মার্কেট থেকে অতিরিক্ত কার্গো সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিশ্বব্যাংকও বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে মূল্য ও সরবরাহের ঝুঁকি বাড়িয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারি অর্থব্যবস্থার ওপর চাপ তৈরি করছে।

কিন্তু এখানেই বর্তমান সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরীক্ষা। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বন্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, পূর্ববর্তী সরকারের দীর্ঘমেয়াদি ভুলও রাতারাতি সংশোধন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিকল্প এলএনজি উৎস খোঁজা, সরবরাহ চুক্তি বৈচিত্র্যময় করা, টার্মিনাল রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা, বিদ্যুৎকেন্দ্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্যাস দেওয়া এবং জনগণকে নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়া বর্তমান সরকারের দায়িত্ব।

এই ক্ষেত্রে সরকারের কিছু উদ্যোগ ইতিমধ্যে সামনে এসেছে। দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান বাড়াতে ১৫০টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভারের পরিকল্পনা জানানো হয়েছে। নতুন অনশোর ও অফশোর অনুসন্ধান, সিসমিক জরিপ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যও জানিয়েছে।

এই উদ্যোগগুলোর সাফল্য নির্ভর করবে বাস্তবায়নের গতির ওপর। পরিকল্পনা ঘোষণা করলেই জ্বালানি নিরাপত্তা তৈরি হয় না। একটি অনুসন্ধান কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদনে সময় লাগে। অফশোর ব্লক বরাদ্দের পরও অনুসন্ধান, মূল্যায়ন ও উন্নয়ন প্রয়োজন। সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে গ্রিড সক্ষমতা, জমি, অর্থায়ন ও সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি দরকার। ফলে সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হবে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

একই কথা প্রযোজ্য এলএনজি অবকাঠামোর ক্ষেত্রেও। সরকার নতুন এফএসআরইউ *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পুর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহঃ
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মুল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ছয় মাসের হিসাব-নিকাশ

আবদুল লতিফ মাসুম

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি পুরোনো পর্যবেক্ষণ হলো, কোনো শাসনের প্রকৃত চরিত্র তার দীর্ঘ মেয়াদে নয়, ধরা পড়ে যায় প্রথম কয়েকটি মাসের পদক্ষেপেই। অ্যারিস্টটল বলতেন, ‘ডবষষ নবমঁহ রং যধষভ ফড়হব.’ড়সূচনা যথার্থ হলে অর্ধেক কাজ সারা। আধুনিক গণতন্ত্রে তাই ‘প্রথম একশ দিন’ কিংবা ‘প্রথম ছয় মাস’ নিছক পঞ্জিকার হিসাব নয়; এ হলো একটি সরকারের অগ্রাধিকার, সামর্থ্য আর নৈতিক দিকনির্দেশ যাচাইয়ের আয়না। ম্যাকিয়াভেলি তার ‘দ্য প্রিন্স’-এ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, নতুন ক্ষমতাসীনের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় হলো সূচনাপর্বড়যখন পুরোনো ব্যবস্থার সুবিধাভোগীরা তখনো ক্ষুব্ধ, আর নতুন ব্যবস্থার সম্ভাব্য সুফলভোগীরা এখনো সংশয়ী। ঠিক এই দোলাচলের ভেতর দিয়েই আজ পথ হাঁটছে বাংলাদেশ। গণঅভ্যুত্থানের রক্তস্নাত পথ পেরিয়ে গঠিত একটি নির্বাচিত সরকারের প্রথম হিসাব-নিকাশ তাই স্বাভাবিকভাবেই বহন করে বাড়তি ভারড়প্রত্যাশার ভার, ত্যাগের ভার ও ইতিহাসের ভার।

১৬ আগস্ট। এই দিনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হলো। গত ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী হয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্ষমতা গ্রহণের ভাষণেই প্রধানমন্ত্রী নিজের দল ও প্রশাসনের কর্মদক্ষতা মাপার জন্য এই ১৮০ দিনের সীমারেখা নিজ হাতে টেনে দিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগে তার ঘোষণা ছিলড় ধানের শীষের বিজয় হলে ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ থেকে শুরু হবে জনগণের দিন।’ কাজেই আজকের হিসাব-নিকাশ কোনো বিরোধীর আরোপিত পরীক্ষা নয়; এ শাসকের নিজেরই বেঁধে দেওয়া মানদণ্ড। সরকার ইতোমধ্যে নিজস্ব মূল্যায়নে দাবি করছে, অধিকাংশ নির্বাচনি অঙ্গীকার ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ বাস্তবায়িত। এই নিবন্ধকারের বিবেচনায় সেই দাবিতে খানিক আত্মতুষ্টি আছেড়বাস্তবে সরকার সেই মানদণ্ডে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণও নয়, সম্পূর্ণ ব্যর্থও নয়; তবে পাল্লার কাঁটা এখনো আশার দিকেই সামান্য ঝুঁকে আছে।

প্রথমে প্রাপ্তির খতিয়ান। এই ছয় মাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তনটি অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশের ক্ষমতাচর্চা বরাবরই ব্যক্তিবন্দনার রোগে আক্রান্তড়সরকারি অফিস থেকে আদালত, বিদ্যালয়ের দেয়াল থেকে মহাসড়কের তোরণ, সর্বত্র নেতার প্রতিকৃতি। এই সরকার সেই সংস্কৃতিতে কাঁচি চালিয়েছেড়সরকারি স্থাপনায় নেতাদের ছবি টাঙানোর প্রথা বন্ধ, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহারে নিরুৎসাহ, ভিআইপি সংস্কৃতির লাগাম টানা প্রভৃতি। প্রধানমন্ত্রী নিজে সরকারি গাড়ির বদলে ব্যক্তিগত গাড়িতে চড়েন, কনভয়ের বহর কমিয়েছেন, এমনকি নিজ মূল বেতনের এক-দশমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দেন। ট্রাফিক সিগন্যালে সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে অপেক্ষা, শনিবারও দাপ্তরিক কাজ চালু রাখা, দেশে তৈরি যানবাহনে চড়ে তরুণ উদ্ভাবকদের উৎসাহ দেওয়াড়এই খুচরো দৃষ্টান্তগুলোও প্রচলিত ধারার বাইরের এক নেতৃত্বেরই ইঙ্গিতবাহী। কেউ বলবেন, এসব নিছক প্রতীক; কিন্তু রাজনীতিতে প্রতীকের ভাষাও রাষ্ট্রভাষার সমান শক্তিশালী। দল ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন সত্তা ভেবে বসার যে পুরোনো ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এ দেশকে দেড় দশক গ্রাস করে ছিল, ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে এই সচেতন সংযম তারই এক প্রতিষেধক।

নীতির ক্ষেত্রেও কিছু সাহসী পদক্ষেপ চোখে পড়ে। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ও স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা সরাসরি সুবিধাভোগীর হাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা, ক্ষুদ্র কৃষকের কৃষিঋণ মওকুফড়এসব বিচ্ছিন্ন ভাতা-সংস্কৃতিকে একটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষার কাঠামোয় রূপ দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারীশিক্ষার ঘোষণাটি। বেগম খালেদা জিয়া একদা মেয়েদের শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক করেছিলেন; সেই উত্তরাধিকার এগিয়ে নিয়ে বর্তমান সরকার স্নাতক তথা অনার্স পর্যায় পর্যন্ত নারীদের পড়ালেখা বিনা মূল্যে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভালো ফলকারীদের জন্য থাকছে বৃত্তির ব্যবস্থা। জনসংখ্যার অর্ধেক নারীড়তাদের পিছিয়ে রেখে কোনো জাতি সামনে এগোতে পারে না। এই বিনিয়োগের ফল আগামীকালই দৃশ্যমান হবে না, কিন্তু এক প্রজন্ম পরে জাতি তার প্রতিদান গুনে গুনে বুঝে নেবে। দূরদর্শী রাষ্ট্র সেই বীজই বোনে, যার ছায়া সে নিজে দেখে যেতে পারে না। স্বাস্থ্যসেবায় আস্থা ফেরাতে প্রায় এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াড়যাদের সিংহভাগই নারীড়এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য কার্ড চালুর উদ্যোগও এই জনমুখী ধারারই অংশ। খাদ্যশস্যের সরকারি মজুত নিরাপদ সীমার ওপরে রাখা গেছে বলে সরকারের দাবি, যা দুর্যোগপ্রবণ এই দেশে খানিক স্বস্তির বার্তা বহন করে। পররাষ্ট্রাঙ্গনেও সরকার তুলনামূলকভাবে পরিণত হাতের পরিচয় দিয়েছে। ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’ড়এই নীতিকে কেবল স্লোগানে না রেখে বাস্তব ভারসাম্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। জুনে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে কুড়িটির বেশি চুক্তি ও সমঝোতা, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার উন্মোচন ও সিন্ডিকেট ভাঙার উদ্যোগ, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সক্রিয় কূটনৈতিক উপস্থিতিড়বিশ্বমঞ্চে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের এসব ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ। সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক ভারতনীতি। প্রতিবেশী পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে আত্মসমর্পণ নয়ড়পতিত স্বৈরাচারের প্রধান আশ্রয়দাতাকে ফিরিয়ে না দিলে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি সফরে যাবেন না বলে যে অনড় অবস্থান, তা চাপের বিনিময়ে চাপ প্রয়োগের কূটনৈতিক কুশলতারই প্রকাশ। বহু বছর পর ভারতের চোখে চোখ রেখে জাতীয় মর্যাদার এই ভাষা এ দেশের মানুষ স্বস্তির সঙ্গে দেখছে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার প্রশ্নটিও এবার যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। বিরোধী পক্ষের সঙ্গেও সরকার মোটের ওপর সহনশীল আচরণের চেষ্টা করেছে, যদিও সেই ভারসাম্য সর্বত্র অটুট থাকেনি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর একটি সুস্পষ্ট চেষ্টা লক্ষণীয়। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও লুণ্ঠিত ব্যাংক খাতের বোঝা মাথায় নিয়ে সরকার ‘পুনরুদ্ধার-পুনর্গঠন-ত্বরান্বিতকরণ’ড়এই ত্রিমুখী কৌশল ঘোষণা করেছে; ব্যবসা শুরুর দীর্ঘসূত্রতা প্রায় এক বছর থেকে কমিয়ে পক্ষকালের মধ্যে নামিয়ে আনার উদ্যোগ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

জুলাইয়ের পর কী বদলাল, কতটা বদলাল

জাহিদ হোসেন

জুলাই ২০২৪ খুব বেশি আগের কথা নয়। অথচ এর মধ্যেই যেন সেই উত্তাল দিনগুলোর ওপর একটু একটু করে ধুলা জমছে। আজকের বাংলাদেশকে বুঝতে হলে জুলাইয়ে ফিরে যেতে হবে। কারণ, ওই কয়েক সপ্তাহে শুধু একটি সরকারই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি, আরও গভীর কিছু ঘটেছিল। কিছুদিনের জন্য মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, এত দিন যা অসম্ভব মনে হয়েছে, সেটাও সম্ভব। ভয় নরম হয়েছিল। মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এত দিনের চেনা নিয়মগুলোও হঠাৎ আর অতটা অটল মনে হচ্ছিল না।

জুলাইয়ের আন্দোলন শুরু হয়েছিল কোনো রাজনৈতিক দলের ডাকে নয়। শুরুটা ছিল কোটা নিয়ে, কিন্তু খুব দ্রুত তার সঙ্গে মিশে যায় জীবিকার অনিশ্চয়তা, বৈষম্য আর দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ।

কিন্তু জুলাইকে এত শক্তিশালী করে তুলেছিল শুধু আন্দোলনের দাবি নয়, কিছু দৃশ্যও। আবু সাঈদ পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

একজন রিকশাওয়ালা আন্দোলনকারীদের স্যালুট করছেন। কোনো মা কাঁপা হাতে সন্তানের ভিডিও করছেন, সাবধানে থাকতে বলছেন, কিন্তু পিছিয়ে যেতে বলছেন না। আবার কোনো শিক্ষক নিজের ছাত্রদের দেখে গর্ব করছেন।

এই ছোট দৃশ্যগুলোতেই একটা বড় পরিবর্তন ধরা পড়ছিল। এত দিন যে ভয় মানুষকে চুপ করিয়ে রেখেছিল, সেই ভয়ই প্রকাশ্যে ভাঙতে শুরু করেছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই দৃশ্যগুলো ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকায় যা ঘটছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা পৌঁছে যাচ্ছিল দেশের অন্য প্রান্তে। কোথাও পুলিশি বাড়াবাড়ি হলে সেই খবরও আর সহজে আটকে রাখা যাচ্ছিল না। কয়েক সপ্তাহের জন্য মনে হয়েছিল, বাংলাদেশে ভয় আর নীরবতার পুরোনো নিয়মটা সত্যিই ভেঙে গেছে।

জুলাইকে আমরা কীভাবে মনে রাখব

এর মধ্যেই জুলাইকে কীভাবে মনে রাখা হবে, তা নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় একটি অনুষ্ঠানে জুলাই নিয়ে যে ভিডিও দেখানো হয়েছিল, সেখানে জুলাইয়ের অনেক চেনা দৃশ্যই ছিল না। ছিল না আবু সাঈদের সেই পরিচিত দৃশ্য। কোটা আন্দোলনের পটভূমি, শিক্ষার্থীদের দাবি, বেকারত্বের চাপ, রক্তপাতড় এসবও তেমন জায়গা পায়নি।

বিষয়টা শুধু একটি ভিডিওতে কী ছিল আর কী ছিল না, তা নয়। প্রশ্ন হলো, একটি জাতি তার অস্বস্তিকর ইতিহাসকে কীভাবে মনে রাখে।

ইতিহাসকে অন্যভাবে বলতে সব সময় মিথ্যা বলতে হয় না। অনেক সময় শুধু কিছু দৃশ্য বাদ দিলেই চলে। কিছু নাম না বললেই চলে।

কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেই চলে। সত্য তখন পুরোপুরি অস্বীকার করা হয় না। তাকে শুধু একটু একটু করে দৃশ্যপটের বাইরে সরিয়ে দেওয়া হয়। জুলাইকে ঘিরেও এর মধ্যেই তা ঘটতে শুরু করেছে।

দেশের বাইরেও জুলাইকে অন্যভাবে বলা হচ্ছে। দিল্লিতে শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং সজীব ওয়াজেদ জয়ের মন্তব্যে জুলাইয়ের একেবারে ভিন্ন একটি ছবি উঠে আসে। তাঁদের বয়ানে এটি স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলন নয়; বরং পরিকল্পিত রাজনৈতিক ঘটনা।

কোন বক্তব্য ঠিক, কোনটি ভুলড়শুধু সেই তর্কে আটকে গেলে আরেকটি বিষয় চোখ এড়িয়ে যায়। রাষ্ট্র জুলাইকে একভাবে মনে রাখবে, আওয়ামী লীগ আরেকভাবে বলবে, নতুন রাজনৈতিক শক্তিগুলোও তাকে নিজেদের মতো করে দেখবে।

দেশের বাইরেও তৈরি হবে অন্য বয়ান। বিপদ হলো, এসব বয়ানের ভিড়ে যেন সেই সাধারণ মানুষগুলোর অভিজ্ঞতা হারিয়ে না যায়ড়যারা নিজেদের ক্ষোভ, আশা আর সাহস নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল।

জুলাইকে ঘিরে লড়াই তাই শুধু ক্ষমতার নয়। কোন জুলাই আমাদের স্মৃতিতে থাকবে, লড়াইটা তা নিয়েও। জুলাইকে শেষ পর্যন্ত যেভাবেই মনে রাখা হোক, সেই সময়ের একটি আশা অস্বীকার করা কঠিন: পরিবর্তন সম্ভব।

বাংলাদেশে এমন আশা আগেও জেগেছে : সবচেয়ে বড় উদাহরণ অবশ্যই ১৯৭১। স্বাধীনতার জন্য একটি জাতি যুদ্ধ করেছিল, নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নেওয়ার জন্য। সেই বিজয়ের সঙ্গে ছিল একটি নতুন দেশ, নতুন রাজনীতি, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন। কিন্তু স্বাধীনতার পর খুব দ্রুতই সেই স্বপ্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কঠিন বাস্তবতা, রাজনৈতিক বিভাজন আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়। ১৯৯০-এ স্বৈরশাসনের পতন আবারও নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যাশা তৈরি করে। তার পরের বাংলাদেশ আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি।

অর্থনীতি এগিয়েছে, পোশাকশিল্প বড় হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ কাজের জন্য বিদেশে গেছে, প্রবাসী আয় দেশের অর্থনীতি ও অসংখ্য পরিবারের জীবন বদলেছে। দারিদ্র্য কমেছে, শহর বদলেছে, মধ্যবিত্তও বড় হয়েছে।

কিন্তু রাজনীতির গল্পটা অন্য রকম। নির্বাচন ও সংসদ থাকলেও সময়ের সঙ্গে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা কমেছে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ক্রমে অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

১৯৭১, ১৯৯০ আর ২০২৪ এক ঘটনা নয়। কিন্তু একটা জায়গায় মিল আছে। বাংলাদেশের মানুষ বারবার এমন মুহূর্ত তৈরি করেছে, যখন মনে হয়েছে পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আর আগের মতো চলবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তের শক্তিকে নতুন নিয়মে, নতুন রাজনৈতিক আচরণে ধরে রাখার জায়গাতেই আমরা বারবার আটকে গেছি।

নিয়ম আর আচরণ কতটা বদলেছে?

মানুষের আচরণ বদলেছিল। কিন্তু যে সংগঠনগুলো আমাদের প্রতিদিনের রাজনৈতিক জীবনকে চালায়ড় আমলাতন্ত্র, নিরাপত্তা বাহিনী, রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীড়সেগুলো কতটা বদলেছে?

একটি আন্দোলন মানুষের মনে অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্তন টিকিয়ে রাখতে হলে নিয়মের সঙ্গে সংগঠনগুলোকেও বদলাতে হয়।

জুলাইয়ে মানুষের মধ্যে যে সাহস দেখা গিয়েছিল, তা আমাদের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্র কীভাবে চলে, রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে আচরণ করে, ক্ষমতার সঙ্গে মানুষ কীভাবে কথা বলেড়সেখানে সেই পরিবর্তন এখনো তেমন দেখা যায়নি।

জুলাইয়ের পর নতুন মানুষ রাজনীতিতে এসেছে, নতুন দল তৈরি হয়েছে, ক্ষমতার পুরোনো সমীকরণও ভেঙেছে। কিন্তু রাজনীতি কি এখন ভিন্ন নিয়মে চলছে? : কে সিদ্ধান্ত নেয়? কার কথা শোনা হয়? কে নিয়ম ভাঙলে শাস্তি পায়, কে একই কাজ করেও পার পেয়ে যায়? ক্ষমতায় থাকলে যে নিয়ম আমার পছন্দ, ক্ষমতার বাইরে গেলে সেই একই নিয়ম কি আমি মেনে নিই?

জুলাইয়ের সময় মনে হয়েছিল, এই পুরোনো হিসাব আর চলবে না। যারা এত দিন কথা বলতে ভয় পেত, তারা কথা বলেছিল। যারা নিজেদের রাষ্ট্রের সামনে অসহায় মনে করত, তারা দেখেছিল একসঙ্গে দাঁড়ালে রাষ্ট্রকেও থামানো যায়।

কিন্তু ক্ষমতার হাতবদল আর রাজনীতির নিয়ম বদল এক কথা নয়। কোনো সংস্থার *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

খালেদা জিয়া: পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জননী

জনি সিদ্দিক

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেগম খালেদা জিয়া একজন অবিস্মরণীয় সত্তা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন কেবল রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং তা ত্যাগ, দেশপ্রেম এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের গল্প। ১৯৮১ সালে এক মর্মান্তিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হারানোর পর তিনি যখন রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখেন, তখন তাঁর সামনে ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথ। একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে রাজপথের 'দেশনেত্রী' হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি যে দৃঢ়তা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে এ দেশের রাজনীতিতে 'পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জননী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উত্থানের মূল ভিত্তি ছিল নয় বছরের দীর্ঘ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি যেভাবে রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। সেই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ ও গৃহবন্দী করা হয়েছে, টোপ দেওয়া হয়েছে ক্ষমতার। কিন্তু তিনি আপস করেননি। তাঁর এই 'আপসহীন' অবস্থানই বাংলাদেশের মানুষের মনে এক বিশাল আস্থার জায়গা তৈরি করে দেয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁর আপসহীন সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ে এ দেশে স্বৈরাচারের পতন ঘটে এবং রুদ্ধ হওয়া গণতন্ত্রের দ্বার পুনরায় উন্মোচিত হয়।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন করার এক বৈপ্লবিক উদ্যোগ নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা বিলোপ করে সকল ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই একক সিদ্ধান্তটিই তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়, কারণ তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপের চেয়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাঁর এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ ধারার সূচনা করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান যুগান্তকারী। তাঁর শাসনকালেই বাংলাদেশে আধুনিক বাজার অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত হয়। ১৯৯১ সালে প্রথমবারের মতো 'মূল্য সংযোজন কর' বা ভ্যাট প্রবর্তন ছিল একটি সাহসী ও দূরদর্শী অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল অবদান ছিল শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে। মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হারে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেন।

বেগম খালেদা জিয়ার প্রশাসনিক সততা এবং এতিমদের অধিকার রক্ষায় তাঁর কঠোর অবস্থানের একটি উদাহরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তখন সমাজকল্যাণমন্ত্রী হিসেবে এতিমখানাগুলোর তদারকি করতেন। একদিন একটি এতিমখানায় আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে তিনি দেখেন, বাচ্চাদের খাবারের তালিকায় থাকা ইলিশ মাছের বদলে পচা সিলভার কার্প রান্না করা হচ্ছে। মন্ত্রী যখন সেই অসাধু পরিচালককে শোকজ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান, তখন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর। শোকজের কথা শুনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "এতিমের খাবার নিয়ে যে এরকম করে, তাকে আবার শোকজ কী! আপনি রাস্তায় থাকার সময়ই আমি তার বহিষ্কার আদেশ রেডি করিয়েছি।" এতিমের অধিকার রক্ষায় তাঁর এই বজ্রকঠিন অবস্থান প্রমাণ করে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং আমার ভালোবাসা

ড. আব্দুস সাত্তার

তোমার কথা প্রায়ই শুনি– কখনো কারও কথায়, কখনো কোনো ছবিতে, কখনো নিউইয়র্কের আকাশছোঁয়া গল্পে। এমনকি প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও তোমাকে দেখি। অথচ এতদিন তুমি ছিলে আমার কাছে এক অদেখা ভালোবাসা, দূর থেকে দেখা, মনে মনে কাছে পাওয়া, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হয়নি কখনো। অনেকবার দূর থেকে তোমাকে দেখেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে, একদিন তোমার কাছে যাব। তোমার পাশে কিছুটা সময় বসব, অপলক চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকব, হয়তো কাঁপা হাতে একবার ছুঁয়ে দেখব তোমাকে। তোমার সঙ্গে কোনো কথা হবে না, তবুও মনে হবে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। কিন্তু স্বপ্ন তো সবসময় নিজের ইচ্ছেমতো পূর্ণতা পায় না। অনেকদিন ধরে আমার সেই ছোট্ট স্বপ্নটি অধরাই পড়ে ছিল। গুণীজনেরা বলেন, কোনো কিছু যদি মানুষ সত্যিই হৃদয় দিয়ে চায়, তবে কোনো না কোনো দিন তার কাছে পৌঁছানোর পথ তৈরি হয়। হয়তো সময় নেয়, হয়তো পথ বদলায়, হয়তো কোনো প্রিয় মানুষের হাত ধরে সেই স্বপ্ন এসে দাঁড়ায় দরজায়। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো।

আমার মেয়ের নিউইয়র্কে একটি পরীক্ষা ছিল। সে সিদ্ধান্ত নিল, এই সুযোগে সবাইকে নিয়ে নিউইয়র্ক যাবে। হোটেল বুক করল, আমাদের জানালড়আমরা সবাই নিউইয়র্ক যাচ্ছি, আর স্ট্যাচু অব লিবার্টিও দেখব। খবরটি শুনে আমার ভেতরে যেন বহুদিনের ঘুমন্ত কোনো স্বপ্ন হঠাৎ জেগে উঠল। মনে হলো–উপরওয়ালা বুঝি আমার সেই পুরোনো ইচ্ছেটা ভুলে যাননি। মেয়ের উসিলায় আজ বাবার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। হ্যাঁ, বন্ধুরা, আজ সত্যিই আমি আমার ভালোবাসার কাছে পৌঁছেছি। আজ তাকে নয়ন ভরে দেখেছি। দূর থেকে যে ভালোবাসাকে এতদিন হৃদয়ে লালন করেছি, আজ সে আমার সামনে। এত কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেখা যায়! ভালোবাসা বোধহয় এমনই। যাকে ভালোবাসি, তাকে দেখার জন্য মন সবসময় ছটফট করে। কাছে পৌঁছানোর পরও মনে হয়–আর একটু দেখি, আর একটু কাছে থাকি। আজ তোমাকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। কী অপূর্ব তোমার অবয়ব! কী শান্ত অথচ দৃঢ় তোমার উপস্থিতি! মনে হলো, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে নেইড়তুমি অপেক্ষা করছো। কত বছর ধরে রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে এভাবেই দাঁড়িয়ে আছো আমার মতো অগণিত মানুষের অপেক্ষায়–তাই না?

তুমি সেই আগের মতোই আছো। সময় তোমাকে বদলাতে পারেনি। শুধু উত্তপ্ত রোদের দীর্ঘ স্পর্শে তোমার তামাটে গালদুটি যেন কিছুটা ম্লান হয়েছে। হাতে মশাল তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তোমার হাতও বুঝি রোদের উত্তাপে ক্লান্ত হয়েছে। অথচ ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে তোমার কোনো কার্পণ্য নেই। তোমার বাড়িটিও কী অপূর্ব জায়গায়! চারদিকে শুধু জল আর জলড়আর সেই নীল জলের বুকের মাঝখানে তুমি। মনে হয়, সমুদ্র তোমাকে ঘিরে রেখেছে ভালোবাসার মতো, আর তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেই ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে।

প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আসে তোমাকে দেখতে। কেউ আসে ইতিহাস দেখতে, কেউ স্বাধীনতার প্রতীক দেখতে, কেউ ছবি তুলতে–আর কেউ কেউ হয়তো আমার মতো নিজের কোনো পুরোনো স্বপ্নের কাছে ফিরে আসে। সেদিন স্কুলজীবনে পড়েছিলামড়সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না, স্রোতও নয়। জীবনের কত সত্যের মতো এই কথাটিও সেদিন বুঝিনি। আজ বুঝলাম। তোমার সঙ্গে *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine,
Geriatrics, Hospice &
Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday : 2-7 PM
Tuesday : 2-7 PM
Wedbesday : 12-5 PM
Thursday : 2-7 PM
Friday : 2-7 PM
Saturday : 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

রাসুলুল্লাহর সা: এর পক্ষে আল্লাহর জবাব

জাফর আহমাদ

আপনি রাসুল: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি নিসন্দেহে রাসুলদের অন্তরভুক্ত"(সুরা ইয়াসীন:৩) নাউযবিল্লাহ এমন নয় যে নবী সা: তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে সন্দীহান ছিলেন এবং তাঁকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য আল্লাহর একথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, সে সময় কুরাইশ বংশীয় কাফেররা অত্যন্ত জোরেশোরে নবী সা: এর নবুয়ত অস্বীকার করছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই তাঁর ভাষণ শুরু করেছেন এ বাক্য দিয়ে যে, "তুমি নিশ্চয়ই রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ যারা তোমার নবুয়ত অস্বীকার করছে তারা ভুল করছে। তারপর এ কথার ওপর কুরআনের কসম খাওয়া হয়েছে এবং কুরআনের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে "বিজ্ঞানময়" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এ কুরআন যা পুরোপুরি জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এ জিনিসটি নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তি এমন জ্ঞানপূর্ণ বাণী উপস্থাপন করছেন তিনি নিসন্দেহে আল্লাহর রাসুল। কোন মানুষ এ ধরনের বাণী রচনা করার ক্ষমতা রাখে না। আর মুহাম্মদ সা:কে যারা জানতো তাদেও পক্ষে কোনক্রমেই এ বিভ্রান্তির শিকার হওয়া সম্ভব ছিল না যে, এ বাণী তিনি নিজে রচনা করে আনছেন অথবা অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে শিখে এসে শুনাচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন,"(তুমি) সরল-সোজা পথ অবলম্বনকারী।'(সুরা ইয়াসীন:৪)

# তিনি পাগল নন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের সাথী পাগল নয়।"(সুরা তাকবীর :২২) যিনি নবুয়তের দাবী নিয়ে তোমাদের মাঝে আবির্ভুত হয়েছেন, তিনি ভিনদেশী অপরিচিত হঠাৎ আগন্তুক কেউ নন যে আগে থেকেই তার সাথে তোমাদের জানা শোনা নেই। তিনি তোমাদেরই জাতি ও স্বগোত্রীয় একজন। তোমাদের মাঝেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠা, তোমাদের মাঝেই তাঁর বসবাস। অর্থাৎ তিনি উড়ে এসে জোরে বসেন নাই। তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়, কেমন তাঁর স্বভাব চরিত্র, কেমন তাঁর আচার-আচরণ, আজ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে তাঁর জীবন কেমন কেটেছে, তা তোমাদের শহরের প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতা জানে। তিনি কি ধরনের জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সচেতন ব্যক্তি তা তারা ভালোভাবেই জানে। এ ধরনের একজন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে পাগল উপাধি দেয়া তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

# তিনি কোন অভিশপ্ত শয়তানের কথা বলেন না: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।"(সুরা তাকবীর:২৫) কোন শয়তান এসে মুহাম্মদ সা: এর কানে এসব কথা বলে যায়, তোমাদের এ ধারণা ভুল। শয়তান কি মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, কুফরী ও আল্লাহদ্রোহীতা থেকে সরিয়ে আল্লাহপরস্তি ও তাওহীদের শিক্ষা দিবে? এ ধারণা পোষণ করা অবাস্তব ও পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না। কেন সে মানুষের মনে লাগামহীন উটের মতো স্বাধীন জীবন যাপন করার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন ও তাঁর সামনে জবাবদিহে করার অনুভূতি জাগাবে?

জাহেলী রীতিনীতি, জুলুম, দুর্নীত ও দুস্কৃতির পথে চলতে বাধা দিয়ে কেন সে মানুষকে পবিত্র ও নিস্কুলষ জীবন যাপন এবং ন্যায়,ইনসাফ, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে উদ্ধুদ্ব করবে? এ ধরনের কাজ করা শয়তানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

# তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী নন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বি্পদগামীও হয়নি।"(সুরা নজম:২) 'দলালাহ' বলা হয় অজ্ঞতার কারণে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া। আর 'গাওয়া' বলা হয় এমন বক্রতাকে, যা জেনে-বুঝে সত্যকে বর্জন করে অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির কসম খেয়ে বলছেন যে, তোমাদের সাথী যিনি তার জীবনের চল্লিশটি বসন্ত তোমাদের সামনেই অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনের কোথাও অন্ধকারের কোন অধ্যায় ছিল না। তাঁর দিবা রাত্রির কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ দিবালোকের মত তোমাদের সামনেই বিদ্যমান। তাঁর চরিত্র ও নৈতিকতা তোমাদের জানা ও চীর চেনা। সততা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া তাঁর চরিত্রে কি কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে? চল্লিশ বছর পর যখন তিনি নবুয়তের দাবী করছেন, তখন তিনি মিথ্যাবাদী হতে পারেন?

রাতের তারকারাজি অস্তমিত হওয়ার পর যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন প্রতিটি বস্তুর মূল আকার আকৃতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ পায়। সে সময় কোন বস্তুর মুল রূপ ও আকার আকৃতির ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় না। তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ সা: এর ব্যাপারটিও তাই। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব অন্ধকারে ঢাকা নয়। বরং আলোক উদ্ভাসিত ভোরের মত স্পষ্ট। তোমরা জানো তোমাদের এ সাথী বা বন্ধু একজন অতি নম্র স্বভাব, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে এ ভুল ধারণা কি করে সৃষ্টি হতে পারে যে, তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তোমরা এও জানো তিনি অত্যন্ত সদিচ্ছা পরায়ণ এবং সত্যবাদী মানুষ। তোমাদের কেউ তাঁর সম্পর্কে এ মত কি করে পোষণ করতে পারে যে, তিনি জেনে শুনে শুধু যে বাঁকা পথ অবলম্বন করে বসে আছেন তাই নয়, অন্যদেরকেও সে বাঁকা পথের দিকে আহবান জানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

#তিনি নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলেন না: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সে নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলে না, যা তার কাছে নাযিল করা হয় তা অহী ছাড়া আর কিছু নয়।"(সুরা নাজম:৩-৪) দীনের প্রচার ও আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের জন্য তিনি যেসব কথাবার্তা বলতেন অথবা কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তু তার শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধ ও হিদায়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে যা কিছু বলতেন অথবা কুরআনেরই উদ্দেশ্য ও দাবী পূরণ করার জন্য যেসব বক্তৃতা করতেন বা লোকদেও উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন এগুলো এ শ্রেনীর কথা। এসব কথা সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই যে, তিনি মনগড়া বলতেন। তিনি ছিলেন কুরআনের সরকারী ভাষ্যকার বা মুখপত্র এবং আল্লাহর মনোনীত প্রতিণিধি হিসেবে। তবে তাঁর কথা, কাজ ও নিরবতাও অহীর ভিত্তিতেই হতো। এই করিণে কুরআনকে 'অহীয়ে জলী' প্রকাশ্য অহী এবং নবীর সা: অবশিষ্ট এসব কথাবার্তাকে 'অহীয়ে খফী' অপ্রকাশ্য অহী বলা হয়।

নবী সা: দ্বিতীয় আরেক প্রকার কথাবার্তা ছিল যা তিনি আল্লাহর বিধানের তাবলীগ ও প্রচারণার চেষ্টা সাধনায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার তৎপরতার ক্ষেত্রে বলতেন। এ কাজে তাঁকে মুসলমানদের জামায়াতের নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে বিভিন্ন রকমের অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হতো। এসব ব্যাপারে অনেক সময় তিনি তার সংগী সাথীদের পরামর্শও গ্রহণ করেছেন, নিজের মতবাদ দিয়ে তাদেও মতও গ্রহণ করেছেন। তাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে কোন কোন সময় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, একথা আমি আল্লাহর আদেশে নয়, নিজের মত হিসেবেই বলছি।

তৃতীয় আরেক প্রকার কথা ছিল, যা মানুষ হিসেবে নবী সা: সাধারণ কাজকর্মে বলতেন। নবুয়তের দায়-দায়িত্ব পালনের সাথে এসব কথার কোন সম্পর্ক ছিল না। এ ধরনের কথা তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও বলতেন এবং নবী হওয়ার পরেও বলতেন। এ ধরনের কথা সম্পর্কে প্রথমে বুঝে নিতে হবে ঐগুলো নিয়ে কাফেরদের সাথে কোন ঝগড়া বিবদ ছিল না। এসব কথার কারণে তাঁকে পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী বলেনি।

# তিনি কবি নন ও গণক নন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি এ (নবী) কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়।"(সুরা ইয়াসীন:৬৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এটা একজন সম্মানিত রাসুলের বাণী, কোন কবির কাব্য নয়।"(সুরা হাক্কাহ:৪০) আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর এটা কোন গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো।"(সুরা হাক্কাহ:৪২) মক্কার কাফেরগণ নবী সা: কে কবি ও গণক বলতো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের কথার জবাব দিয়েছেন যে,তিনি কবি বা গণক নন। বরং তিনি একজন সম্মানিত রাসুল। সে রাসুল অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তাঁর কথা গ্রহণ করা হয়, তিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব হচ্ছে এই যে, মানুষ সুন্দর, আনন্দদায়ক, কল্যাণকর কোন বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনায় আনন্দিত হয়, আর অসুন্দর, দুঃখজনক ও অকল্যাণকর অবস্থায় ব্যথিত হয়। স্বভাব এমন যে, দুঃখের জীবন থেকে বের হয়ে আসতে সে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যাবে যখনই মানুষ অন্যায়, অসত্য ও জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলারে নিষ্পেষিত হয়েছে তখনই মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাণপণে খুঁজেছে একজন মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা যাকে কেন্দ্র করে এবং যার নেতৃত্বে ঘটাবে সকল দুঃখের অবসান, চিরতরে বিলীন করবে সকল অশুভ শক্তিকে। মানুষ যখনই এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেছে তখনই স্বধর্মীয়, স্বগোত্রীয় লোকদের নিয়ে করেছে আনন্দানুষ্ঠান। এ আনন্দানুষ্ঠানকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ঈদ। অভিধানে ঈদ বলতে বুঝায় : 'কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমবেত হওয়ার দিন বা স্মৃতিচারণের দিবসই ঈদ। কেউ কেউ বলেছেন, ঈদকে এজন্যই ঈদ বলা হয় যে, প্রতিবছর নব আনন্দ নিয়ে তা ফিরে আসে।' (আল-মুন্‌জিদ, পৃ. ৫৩৯)

আর মিলাদ শব্দের অর্থ জন্ম সময়। (আল-মুনজিদ, পৃ. ৯১৮)। পারিভাষিক অর্থে মিলাদ বলতে জন্ম সময়, জন্ম বৃত্তান্ত তথা কারো জন্ম তারিখে তার জীবন চরিত আলোচনা ও তার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের অঙ্গীকার করা। মিলাদ শব্দটি যদিও আরবি, কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রচলন ফারসি ভাষা থেকে হয়েছে। অনেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট না জেনে এ শব্দটি আরবি ভাষার আঙ্গিকে তুলে ধরে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেন।

ফারসিতে মিলাদ অর্থ জন্ম সময়। (ফারহাঙ্গে জবানে ফারসি, পৃ. ১০৬৭)পবিত্র 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বিশ্বের ঈমানি প্রেরনার জয় ধ্বনী নিয়ে প্রতি বছর আমাদের মাঝে আসে রবিউল আওয়াল মাসে। পবিত্র 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম উৎসব।কোন নেয়ামত ও রহমত লাভ করলেই আনন্দোৎসব করা যেরূপ মানুষের স্বভাবজাত কাজ তদ্রুপ আল্লাহ তাআলার নির্দেশও তাই। যেমন কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে : '(হে রাসূল!) বল : আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক।' (সূরা ইউনুছ : ৫৮)

এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইবনে জারির তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : অনুগ্রহ বলতে ইসলাম আর রহমত দ্বারা আল-কুরআনে বুঝানো হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) আদ্দুররুল মানসুর তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : 'এখানে 'আল্লাহর অনুগ্রহ' বলতে ইল্ম বুঝানো হয়েছে। আর 'রহমত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুহাম্মাদ (সা.)-কে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আমিতো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭) অর্থাৎ তোমরা মহামূল্যবান সম্পদ আল-কুরআন ও ইসলাম বা রাসূলে খোদা (সা.)-কে পেয়েছ, এর জন্য আনন্দ করা তোমাদের অন্যতম কাজ। যদি কুরআন মজীদ ও দীন ইসলাম পাওয়ার কারণে আনন্দ করতে হয় তাহলে যার মাধ্যমে কুরআন ও দীন পেয়েছি, যিনি ছিলেন সমগ্র জগতের রহমত, তাঁর আগমন যে কত বড় নেয়ামত ও রহমত তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) তাইতো তাঁর রচিত 'মা সাবাতা মিনাসসুন্নাহ' গ্রন্থে লিখেছেন : 'হাজার মাসের চেয়ে উত্তম লাইলাতুল কাদর, ফজিলতের রাত্রি শবে বরাত, শবে মেরাজ, দুই ঈদের রাত এ সবই রাহমাতুল্লিল আলামীনকে দান করা হয়েছে। যাঁকে দান করা রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, স্বয়ং তাঁর আগমন দিবস যে কত লক্ষ-কোটি দিবস-রজনীর চেয়ে উত্তম তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।'

সামান্য জাগতিক নেয়ামত লাভ করলেও তার জন্য ঈদ উৎসব করার সরাসরি উদাহরণ আমরা আল-কুরআনে দেখতে পাই। যেমন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ কামনা করে হযরত ঈসা (আ.) যে দোয়া করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হয়েছে : ঈসা ইবনে মারইয়াম বলল : হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য ঊর্ধজগৎ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করুন। এ হবে আমাদের ও আমাদের *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সমাধি
মুস্তফা হাবীব

দুচোখে স্বপ্নের জাফরান মেখে এখানে এসেছি
কিভাবে আসলাম তার সবিস্তার বর্ণনা জানেন তিনি।

অবর্ণন কান্নার পর পৃথিবীকে দেখলাম
চেনাজানা পরিবেশের ভেতরে কেটে গেল বালকবেলা
আড়বাঁশি বাজাতে বাজাতে হারিয়ে ফেললাম
কত চৈত্রের দুপুর শেষ নেই তার।

পৃথিবীকে রাঙানোর অমিত বাসনায়
সমুদ্রে জল তুলেছি ডাঙায়,
ডাঙার কষ্টগুলোকে ছুঁড়ে ফেলেছি জলে।
শরীরের ক্লেদ ঝরিয়ে গড়েছি পান্থনগর,
অনুপম প্রাসাদ।

কয়েকটি বছর যেতেই বদলে গেছে শরীরের রঙ
শক্তিশেল দুর্বল,দৃশ্যমান কোষের জন্মমৃত্যুর তারতম্য
শিরদাঁড়া টান করে দৌড়াতে পারিনা
লাঠি ভর করে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াই,
নিজকে দেখি
চোখের লেন্স কমে যাচ্ছে ক্রমাগত,
চশমানির্ভর পথচলায় দেখতে পাইনা নন্দিতার তনু।

বুঝতে পারছি, আর বেশি সময় মজুত নেই পৃথিবীতে
যেতে হবে, যাবোই যখন
স্বপ্নের দিগন্ত ছেড়ে রচনা করে যাচ্ছি আপন সমাধি।

শকুনি
মৌসুমী পুলেন

আমাদের দেশ জাতি ঘুমিয়ে ছিলো বহুকাল
হায়েনার কোলে
এক রাক্ষস রানীর সোনার কাঠি রুপোর কাঠীর
ইশারায় চির নিদ্রায় শায়িত বহু মানুষ
তবু এখনো কারা যেন লাশের গন্ধ শুকতে যায়
লাশ কাটা ঘরে
তাদের চোখে মুখে জ্বলন্ত রক্তের নেশা।

রক্তাক্ত জুলাই রক্ত দিয়ে লিখে এনেছে
আরেকটি সোনালী বিজয়
এখনও ষড়যন্ত্র সুচতুর বেশে উঁকি দেয়
গনতন্ত্রের সামিয়ানায়
যাদের শরীরে বয়ে যায় পৈশাচিক হিমশীতল
গ্লেসিয়ার জুলাই তাদের কাছে বিপ্লব নয়,
রক্ত নিয়ে হোলি খেলার বন্ধ করা সংকেত।

আমরা এখনও মুক্ত নই
চারপাশে বিছানো কাঁটার কার্পেট
স্বদেশ তুমি ঘুমিয়ে পড়ো না
পায়ের কাছে কুমারী নদী
তার অতলে চলছে ভাঙনের খেলা।

তোমার পথের পানে
মজনু মিয়া

নিরাশ হইনি চেয়ে থাকি তোমার পথের পানে
বিবাগী হয়নি বিরহী নই বিরহের কোনো গানে।
সুখের অসুখ হয়নি আমার অতিরিক্ত সুখে
কাতর হয়নি হারিয়ে কাউকে বড় কোনো দুখে।

তোমার পথে চেয়ে থাকি তোমায় ভালোবাসি
থাকতে ভালো লাগে আমার তোমার পাশাপাশি।
একটি গোলাপ ফুল হলেও পর তোমার জন্য রাখি
তাকিয়ে দেখি ফুলের মাঝে তোমার সুন্দর আঁখি।

আলো কিংবা আঁধার হলেও তোমার সাথে চলার
ইচ্ছে মনে না বলা সব কথাগুলো বলার।
হাজার স্বপ্ন রঙিন আশা দীর্ঘ পথের সঙ্গী হতে
ব্যাকুলতা গভীর ভাবে বুকের হিসেব শ'তে।

তোমার মুখটা তোমার চোখটা চুলগুলো উড়ে
খাঁ খাঁ করে মন সাগরে হৃদয় আমার পুড়ে।

গৃহদাহ
মোঃ রহমত আলী

উড়তে চাইছো, উড়ো,
সারা আকাশ জুড়ে ঘোরো,
তবে আসমান ছুঁতে পারবে না।
মন ভাঙতে চাইছো, ভাঙো,
সারা বিশ্ব মাতিয়ে নাচো,

তবে শান্তির নীড় খুঁজে পাবে না।
ঘর জ্বালাতে চাইছো, জ্বালো,
গৃহদাহ শেষে উল্লাসে মাতো,
তবে পরিণামে ছাইও জুটবে না।

উনবাঙাল
উনবাঙাল
উনবাঙাল
শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা
উনবাঙাল
উনবাঙাল

মায়ের আঁচল
মোর্শেদা মৌ

আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু তোমাকে দেখেছি
সমুদ্রের গভীরতা দেখিনি, সীমাহীন ধৈর্য্য দেখেছি
তাইতো পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরের অপর নামটি "মা"।
আমি আকাশের বিশালতা মাপার কথা ভাবিনি
তবে তোমার ভালোবাসার কাছে হেরেছে আকাশ,
আর পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় মায়ের বুক।
আমি পূর্ণিমা চাঁদের আলো ছুঁয়ে দেখিনি কখনো
কিন্তু বারবার তোমার হাসি ছুঁয়েছি মণিদীপায়,
আমার আঁধার রাতের প্রদীপ হয়ে এসেছিলে তুমি।

আমি হয়তো পৃথিবীর সব সুখের নাগাল পাইনি
কিন্তু তোমার ও-ই আঁচলে পেয়েছি প্রশান্তির ছোঁয়া,
আমার কাছে সেটুকুই ছিল বেঁচে থাকার টনিক।
আমি জানি না জান্নাত কত সুন্দর, কতটা মধুর
তবে তোমার পায়ে আমার জান্নাত অনুভব করেছি
মা - শব্দের সীমাবদ্ধতায় নয়, আমার প্রার্থনায় আশ্রয়।

ডাহুক পাখিও জানে
ইকবাল খান

ডাহুক পাখিও জানে আমার যত দুঃখ,
জানে কোন ঋতুতে ভেঙে গিয়েছিল ভেতরের সেতু।
মানুষ দেখেছে শুধু মুখের উপর শুকিয়ে থাকা আলো,
সে দেখেছে অন্ধকারের গোপন শেকড়।

জলাভূমির ধারে আমি যত নীরবতা পুঁতে রেখেছি,
সে সব নীরবতার ঠিকানা জানে ডাহুক।
যেমন সে নলখাগড়ার আড়ালে
লুকিয়ে রাখে তার বাসা,
আমিও তেমনি লুকিয়ে রেখেছি বুকের গভীর ক্ষত।

চারদিকে যত হাসির মুখোশ,
ভেতরে তত ঝড়ের ভাঙা ডানা।
ডাহুক জানেড়সব কান্না উচ্চারণ করা যায় না,
কিছু কান্না শুধু নিঃশব্দ জলের মতো বয়ে যায়।

বিপদের আশঙ্কায় যেমন
সে আগলে রাখে তার ভবিষ্যৎ,
আমিও আগলে রাখি ভেঙে না-পড়া শেষ স্বপ্নটুকু।
এই পৃথিবীতে
কেউ যদি আমার দুঃখের মানচিত্র পড়ে থাকে,
তবে সে মানুষ নয়ড়
জলাভূমির ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক ডাহুক পাখি।

শরৎ এলো
শাহীন খান

শরৎ এলো শান্ত দিঘির জলে
এলো সে যে কবির হিয়া তলে।
নদী কূলে কাশ ফুটে রয় কি যে
তাই দেখে গো উদাস হলাম নিজে।

ঝিরিঝিরি বইতে থাকে বাতাস
সাদা মেঘে ঢাকা পড়ে আকাশ।
ঝিলিক মেরে সূর্য ওঠে হঠাৎ
খানিক বাদে বৃষ্টিতে সব বরবাদ।

তাল পাকারই গরম পড়ে নিতি
পাখির গানে যায় কেটে যায় ভীতি।
শিউলি ফোটে বকুল ফোটে বনটায়
ভালো লাগার পরশ জাগে মনটায়।

দীপান্তর
সৈয়দা আসমা উল হুসনা

মনটা আমার দীপান্তরে,
বহু বছর ধরে;
মণি-কাঞ্চন কত দিলাম,
আসলো না আর ঘরে।

অহর্নিশি একা আমি,
নিথর হয়ে রই;
সারাটা দিন এক নিমেষে,
করব আমি জয়।

যুগের খবর রাখে বা কে,
মনের খবর ছেড়ে;
সন্ধ্যা কলি ফুটবে যখন,
যায় গো জ্বালা বেড়ে।

মল্লিকাদের নাচন দেখে,
যায় হেসে যায় ফুল;
যাব আমি দীপান্তরে,
হয় না তাতে ভুল।

এমন কেহ নাই যে দিবে,
দীপান্তরে বাধা;
অর্থলোভে স্বার্থপরে,
মনে দিল কাদা।

বিষণ্নতায় লগ্ন কাটে,
দগ্ধ করে বুক;
অন্ধকারে আলোর জোনাক,
খুঁজে বেড়ায় সুখ।

অমীমাংসিত সমীকরণ
হাসান মাহমুদ

তোমাকে ভালোবাসার কোনো কারণ নেই
তারপরও তোমাকে ভালোবাসি।
ঘৃণার শত কারণ থাকতে পারে
তারপরও তোমার কাছেই ফিরি।

ভালোবাসা বীজগণিতের কোনো সূত্র না,
হিসাব-বিজ্ঞানের মতো হিসাবও মেলে না;
তারপরও জানি না কেন
পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব কষি।

কোনো সমীকরণে মেলানো যায় না,
কোনো অঙ্কের উত্তরও আসে না;
শুধু তুমি থেকে যাও
অমীমাংসিত এক প্রশ্নের মতো,

রাষ্ট্রের অসুখ
রফিকুল ইসলাম

অন্যায়ের নকশায় আঁকা রাষ্ট্রের মানচিত্র,
জুলুমের কালো কালিতে লেখা প্রতিটি পাতা।
স্বেচ্ছাচারিতার মঞ্চে নাচে ক্ষমতার দম্ভ,
আধিপত্যের থাবায় বন্দী স্বাধীনতার খাতা।

দখলদারির নখে ছেঁড়া হাট-ঘাট, বন্দর, নদী
অসভ্য-জাতি, পেশীতে কাঁপে পাড়া, মহল্লা,
ক্ষমতার লোভে মসনদ হয়েছে জায়গীর -
জনগণ সেখানে শুধুই ভোটের সংখ্যা।

বাজারে আগুন, দ্রব্যের দামে আগুন,
ক্ষুধার্ত মানুষের পেটে জ্বলে না চুলা।
দুর্নীতির বিষবৃক্ষ ফল দেয় রোজ,
ঘাম ঝরে শ্রমিকের,"হিসেব নেই খোলা"।

গণতন্ত্রের নামে চলে নিখুঁত প্রহসন,
মঞ্চে আশ্বাস, আড়ালে বুটের ধ্বনি।
রাতে ওড়ে প্রতিশ্রুতির রঙিন ফানুস,
ভোরে দেখি-সবই ঝাঁঝালো দারুচিনি।

রাষ্ট্রের দেয়ালে দেয়ালে কাঁদে বিবেক,
ভেতরে শূন্য, বাইরে রঙিন ফিনিক্স আলো।
জনতার কণ্ঠে লাগাম, চোখে জল বেদনায়
প্রশ্ন করি আয়নায়–আমার দেশ কি ভালো ?
আয়না উত্তর দেয় না, শুধু ফেটে যায়।

শরৎ মেঘের রেখা
বাবু হক

যতটা সুবোধ হলে
তোমার চিবুকে তিন
আঙুলের পরশ বুলাতে পারতাম
ততটা সুবোধ হতে হতে
আমার সিল্কি ব্ল্যাকশাইন চুলে
শরৎ মেঘের চিকন রেখা ফুটে ওঠে।

বন্ধুরা হাসে
আমার পরিণত একাকিত্ব দেখে!
অনেকেই আমাকে এড়িয়ে চলে
তাদের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করায়।

তোমার তারুণ্য খচিত
শরীরের স্পর্শে মুগ্ধ সুগন্ধি
আজও যত্নে তোলা আছে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে।

এখন আমি ততটাই সুবোধ
যতটা সুবোধ হলে অনায়াসে
পার হয়ে যাওয়া যায় পরিচিত দিগন্তরেখা।

আমি চেয়েছি, কেউ দেয়নি
খুরশীদ ইসলাম রুবেল

চাঁদের কাছে চেয়েছিলাম জোছনা,
তখন অমাবস্যা।

সূর্যের কাছে চেয়েছিলাম
শীতের সকালে উষ্ণতা,
বহে শৈত্যপ্রবাহ।

ফুলের কাছে চেয়েছিলাম সুগন্ধ,
তখন চলছে পাপড়ি ঝরার মৌসুম।

প্রেমিকার কাছে চেয়েছিলাম প্রেম,
দিল বিরহ ব্যথা।

নদীর সঙ্গে বহমান হয়ে
মিশতে চেয়েছিলাম মোহনায়,
দেখি–জেগে উঠেছে চর।

সাগরসৈকতে গিয়েছিলাম
প্রবল স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে,
তখন পড়েছে ভাটা।

স্ত্রীর নিকট চেয়েছিলাম
এতটুকু জৈবিক সুখ,
বলল–ধরেছে ভীমরতি।

জীবনের কাছে চেয়েছিলাম সময়,
হিসেব করে বুঝলাম–
বড্ড অবেলা।

সন্তানের ভালোবাসার প্রতিদানে
শেষবেলায় চেয়েছিলাম একটু আশ্রয়,
জায়গা হলো–বৃদ্ধাশ্রমে।

যে কারণে ছেলের স্ত্রীর রাজকীয় উপাধি কেড়ে নিলেন ব্রুনেইয়ের সুলতান

বাংলাদেশ ডেস্ক : ব্রুনেইয়ের সুলতান তাঁর এক পুত্রবধূর সব রাজকীয় উপাধি কেড়ে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁর আচরণ 'অশোভন'। চলতি মাসের শুরুতে ব্রুনেই দারুসসালামের গ্র্যান্ড চেম্বারলেইনের কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, সুলতান হাসানাল বলকিয়াহর এক আদেশের পর তা 'অবিলম্বে কার্যকর' করা হয় এবং তাঁর (পুত্রবধূ) রাজকীয় উপাধিগুলো বাতিল করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়াহর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং রাজপরিবারের একজন সদস্যের স্ত্রী হিসেবে অনুপযুক্ত আচরণের কারণে পেঙ্গিরান রাবিয়াতুল আদাউইয়াহর উপাধি প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর কর্মকাণ্ড রাজপরিবারের সুনামও ক্ষুণ্ন করেছে।' ৩৩ বছর বয়সী পেঙ্গিরান রাবিয়াতুল আদাউইয়াহ ব্রুনাইয়ের প্রিন্স আবদুল মালিকের (৪৩) স্ত্রী। আবদুল মালিক সিংহাসনের উত্তরাধিকার ক্রমে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচারমাধ্যম আরটিবি নিউজ বলেছে, রাবিয়াতুল আদাউইয়াহর কর্মকাণ্ডে সুলতানের প্রতি অসম্মান প্রকাশ পেয়েছে এবং রাজতন্ত্রের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে রাবিয়াতুল ঠিক কী করেছেন, সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। গ্র্যান্ড চেম্বারলেইনের দপ্তর থেকেও পেঙ্গিরান রাবিয়াতুল আদাউইয়াহ ঠিক কী 'অনুপযুক্ত আচরণ' করেছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। রাবিয়াতুল আদাউইয়াহ তাঁর 'ইয়াং আমাত মুলিয়া পেঙ্গিরান আনাক ইস্তেরি' উপাধি হারিয়েছেন। পর্যবেক্ষকেরা বলেছেন, সুলতান এর আগেও রাজপরিবারের সদস্যদের রাজকীয় উপাধি কেড়ে নিয়েছেন। ২০০৩ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মারিয়াম আবদুল আজিজের রাজকীয় সব উপাধি প্রত্যাহার করেছিলেন।

এরপর ২০১০ সালে তাঁর তৃতীয় স্ত্রী আজরিনাজ মাজহার হাকিমের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরও তিনি একইভাবে তাঁর রাজকীয় উপাধি কেড়ে নিয়েছিলেন। তবে রাবিয়াতুল আদাউইয়াহর বিষয়টি ভিন্ন। তিনি এখনো সুলতানের ছেলের স্ত্রী এবং সেই হিসেবে এখনো রাজপরিবারের একজন সদস্য। তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে কি না, সে নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। প্রিন্স আবদুল মালিক ২০১৫ সালে রাজধানী বন্দর সেরি বেগাওয়ানের রাজপ্রাসাদে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাবিয়াতুল আদাউইয়াহকে বিয়ে করেন। ১০ দিন ধরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা উদ্যাপন করা হয়, যেখানে হাজারো অতিথি অংশ নেন। এই দম্পতির চার সন্তান রয়েছে-১০ বছর বয়সী প্রিন্সেস মুথিয়া, ৮ বছর বয়সী প্রিন্সেস ফাতিয়্যাহ, ৬ বছর বয়সী প্রিন্সেস খালিশাহ এবং ১৬ মাস বয়সী প্রিন্সেস নাবিলাহ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মায়ের রাজকীয় উপাধি কেড়ে নেওয়া হলেও তাদের রাজকীয় উপাধিতে কোনো প্রভাব পড়েনি। প্রিন্স আবদুল মালিক হলেন সুলতান হাসানাল বলকিয়াহর প্রথম স্ত্রী রানি সালেহার সন্তান। তিন স্ত্রীর ঔরসজাত সুলতানের মোট ১২ জন সন্তান রয়েছে। ৮০ বছর বয়সী সুলতান হাসানাল বলকিয়াহ ব্রুনেইয়ের রাজতন্ত্রের একক শাসক। তেলসমৃদ্ধ ছোট্ট দেশ ব্রুনেই বোর্নিও দ্বীপে অবস্থিত এবং চারদিক থেকে মালয়েশিয়ার ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। ১৯৬৮ সালে ব্রুনেইয়ের ২৯তম সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন সুলতান হাসানাল বলকিয়াহ। বর্তমানে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সিংহাসনে থাকা রাজা বা শাসক। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবাসিক প্রাসাদ ইস্তানা নুরুল ইমানে বসবাস করেন, যেখানে রয়েছে ১ হাজার ৭৮৮টি কক্ষ। বলকিয়াহের শাসনামলে ব্রুনেই বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ি কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ি কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন প্রেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারের কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ফাস্ট ক্লোজি
- ইনভেস্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

RED COW MILK IS BETTER
COW GUARAN
200%
GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال
START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH
NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE
RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate
RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE
RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE
RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH
RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED
RED COW MILK IS THE BEST.
Why is RED COW milk the BEST?
1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.
PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.
100% PURE & NATURAL BUTTER
100% PURE & NATURAL MILK
SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE
100% PURE & NATURAL COW GHEE
RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882
WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.
CANE SUGAR
100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

PCA & HHA

FREE TRAINING

আমরা বাংলায় কথা বলি

ফ্রি

Bestcare
Home care, your care

প্রশিক্ষন এর বিস্তারিত জানতে কল করুন..

516-666-5802, 516-731-3770

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

Queens	Nassau	Bronx	Corporate	Brooklyn	Highbridge	Manhattan	Staten Island	Westchester	Suffolk	Eastern Suffolk
70-50 Austin Street, Suite 130 Forest Hills, NY 11375	50 Clinton Street, Suite 201 Hempstead, NY 11550	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	3000 Hempstead Turnpike, Suite 205 Levittown, NY 11756	1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210	1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452	250 West 26th Street, Suite 400 New York, NY 10018	60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301	35 East Grassy Sprain Road, Suite 203B Yonkers, NY 10710	97 West Main Street Bay Shore, NY 11706	630 Middle Country Road Selden, NY 11784

নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

ডা. রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obstetrics & Gynecology) Board Certified

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)

- Flushing Hospital Medical Center
- North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
- Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Caring for Women, Nurturing Life

Scan me

Amyeo A. Jereen, MD.

Obstetrics & Gynecology

Attending Physician (OBS & GYN Dept.)

Long Island Jewish Medical Center Northwell Health®
FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER

Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.

Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687

Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agraPalace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইন্‌ক, নিউইয়র্ক

JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC. NEW YORK

Empowering Communities Through Unity

PRESENTS

IN PARTNERSHIP WITH:

BHALO
BRIDGING THE GAP

POWERED BY:

DHCARE

Back to School GIVEAWAY

PROUD PARTNER:
GAUHAR S JAMIL, CIP

COMMUNITY PARTNERS:

JAMAICA HILLL COMMUNITY ASSOCIATION

SAVE THE PEOPLE

21ST AUGUST
FRIDAY, 5.00 PM

CAPTAIN TILLY PARK
165 ST HIGHLAND AVE, JAMAICA NY-11432

- FREE SCHOOL SUPPLIES FOR STUDENTS
- PARENTS/GUARDIANS SHOULD ACCOMPANY WITH CHILDREN.
- FUN/GAMES & ACTIVITIES FOR KIDS
- REFRESHMENTS & SOCIAL TIME

উদযাপন কমিটি

ইকবাল আহমেদ	**ইসমাইল হোসেন স্বপন**	**রাশেদুজ্জামান মিয়া হিমু**
আহবায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব
জিল্লুর রাহিম, সেবুল মিয়া শরীফ হোসেন, এস এম সোলায়মান, সুমন খান	সালেহ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, প্রফেসর শাহাদাত হুসান প্রফেসর আব্দুল বাছির, জুলকার হায়দার	ইফফাত ইয়াসমিন রিমি, সাইফ আলম সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, মহিন উদ্দিন পাটোয়ারী, তামান্না আইরিন, নোমান ভূঁইয়া রাসেল
যুগ্ম আহবায়ক	সমন্বয়কারী	যুগ্ম সদস্য সচিব

সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ:

ডা. ওয়াজেদ এ খান, হুমরুন নুর, রেজাউল করীম চৌধুরী, হাজী শামসুল ইসলাম, এম ডি কামরুজ্জামান, ডা. টমাস দুলু রায়
এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, মোঃ সাদেক, মনির হোসেন, সাহাব উদ্দিন সাগর ও মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে:

বিলাল আহমেদ চৌধুরী, মোঃ সাইফুল ইসলাম, এ এফ মিজাউজ্জামান, কামরুল ইসলাম সনি, রাসেক মালিক, মোহাম্মদ জে মোল্লা, ইফজাল চৌধুরী, রিজু মোহাম্মদ,
আক্তার বাবুল, নওশাদ হায়দার, আলম সরকার, লিটন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, রেজাউল আলম অপু

FOR MORE INFO:

MOHAMMED ISLAM DELWAR	**ABM OSMAN GHANI**	**ANAYET HOSSAIN MONSI**
FOUNDER & PRESIDENT	CHIEF ADVISOR	GENERAL SECRETARY
917-494-5163		917-780-6988

OUR PROUD SPONSORS:

FATEMA BROTHERS GROUP
Fakrul Islam Delwar

Reliable Home Care
PHONE: 917-780-6988

646-920-4799

STAR CARE PHARMACY
PH: 718-262-8789
175-20 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SPECIALTY PHARMACY • FREE DELIVERY

BILAL CHOWDHURY
718-749-4045

KAZI HUSSAIN
347-475-9418
RE/MAX

REAL ESTATE
917-444-9444
RASHEDUZZAMAN MIAN

JFK US-BD LLC
MD. IQBAL AHMED

CK FROZEN FOOD

IFJAL CHOWDHURY
917-607-1243
RE/MAX

MOHAMMAD SAIFUL ISLAM
917-607-5288

Aupon Hossain Imam
HB GROUP

ফ্যাটি লিভার : সকালে যে লক্ষণ দেখলে সাবধান থাকবেন

ডা. সাবরিনা গিয়াস : ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় বর্তমানে অনেকেই ভুগছেন। এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত অ্যালকোহলিক ও নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হওয়ার মূল কারণ মদ্যপান। তবে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অ্যালকোহল সেবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। যে কোনো ব্যক্তিরই এ সমস্যা হতে পারে। জীবনযাত্রার অনিয়মের ফলে এ রোগ বেশি দেখা দেয়।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ কী? : এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে লিভারে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি জমা হয়। এই চর্বি জমা অবশ্যই অ্যালকোহল ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এনএএফএলডি দুই ধরনের হতে পারে সাধারণ ফ্যাটি লিভার (এনএএফএল) ও নন-অ্যালকোহলিক স্টেটোহেপাটাইটিস (এনএএসএইচ)। সাধারণ ফ্যাটি লিভার বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে লিভারে চর্বি জমা হয়। তবে প্রদাহ ও লিভারের ক্ষতির কোনো লক্ষণ থাকে না।

অন্যদিকে নন-অ্যালকোহলিক স্টেটোহেপাটাইটিস (এনএএসএইচ) হলো এনএএফএলডির একটি গুরুতর রূপ। কারণ এটি শুধু চর্বিই জমা করে না, এর সঙ্গে লিভারের কোষগুলোর প্রদাহও বেড়ে যায়; যা ফাইব্রোসিস বা লিভারে দাগের সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে এটি আরও জটিলতা সৃষ্টি করে, যা লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারের দিকে পরিচালিত করে।

সকালে যে লক্ষণ দেখলে সাবধান থাকবেন : ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় শরীরে নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'ক্লান্তি'। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করেন, তাহলে সতর্ক থাকতে হবে। ক্লান্তি বোধ করার বিষয়টি কখনও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যখন এটি ঘন ঘন হয়।

ক্লান্তি ছাড়াও যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে

পেটের ওপরের ডানদিকে অস্বস্তি বা ব্যথা

পেট ফুলে যাওয়া

জন্ডিস

ত্বকের পৃষ্ঠের ঠিক নিচে বর্ধিত রক্তনালি

অব্যক্ত বা অনিচ্ছাকৃত ওজন কমা ইত্যাদি।

প্রতিরোধে করণীয়

অ্যালকোহল গ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

ঘন দুধের তৈরি খাবার বা ফুল ক্রিম মিল্ক খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

খাদ্যতালিকায় অবশ্যই ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে।

বিভিন্ন রঙের শাকসবজি খাদ্যতালিকায় রাখুন। যেমনবিটরুট, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, বরবটি, ব্রকলি ইত্যাদি।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় একটি সেদ্ধ ডিম রাখতে পারেন।

ডেয়ারি প্রোডাক্টের মধ্যে খেতে পারেন টক দই, নন-ফ্যাট মিল্ক।

দেশীয় মৌসুমি বিভিন্ন ফল খাদ্যতালিকায় যোগ করতে পারেন।

খাবার তৈরিতে তেলের ব্যবহার কমাতে হবে। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও মসলাজাতীয় খাবার কম খেতে হবে।

হাত-পা অতিরিক্ত ঘামে কেন, যা করবেন

ডা. আবদুল্লাহ শাহরিয়ার : অতিরিক্ত হাত-পা ঘামা একটি সাধারণ সমস্যা। এটি মূলত হাতের তালু, পায়ের পাতা ও বগলে বেশি হয়। এ সমস্যার কারণে মানুষ অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। যেমন কারও সঙ্গে হাত মেলানোর সময় বা পা ঘেমে দুর্গন্ধ হলে।

অতিরিক্ত ঘামার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে এটি বংশগত হতে পারে বা অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তার কারণেও হতে পারে। এ ছাড়া কিছু শারীরিক সমস্যা, যেমনপারকিনসন্স ডিজিজ, থাইরয়েড সমস্যা, ডায়াবেটিস, জ্বর, শরীরে গ্লুকোজের স্বল্পতা বা মেনোপজের পর এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় শরীরে ভিটামিনের অভাব থাকলেও অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে।

চিকিৎসা : সঠিক কারণ নির্ণয় ছাড়া চিকিৎসা করা উচিত নয়। তাই প্রথমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কারণ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এর পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো

লোশন ব্যবহার: অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডযুক্ত বিশেষ লোশন ব্যবহার করলে হাত-পায়ে ঘামা কমে যায়।

আয়োনটোফোরিসিস: এটি একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে হাত-পা সেঁকে নেওয়ার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ঘামা কমানো যায়। প্রয়োজনে সমস্যা দেখা দিলে আবার একইভাবে চিকিৎসা নিতে হবে।

অস্ত্রোপচার: কিছু ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের স্নায়ুর অস্ত্রোপচার করে অতিরিক্ত ঘামা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মনে রাখা জরুরি, হাত-পায়ের ঘাম রোধে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

লেখক : অধ্যাপক, এনআইসিভিডি।

ডিমের পুষ্টিগুণ বাড়াতে সঙ্গে খান এই ৫ খাবার

বাংলাদেশ ডেস্ক : পুষ্টির ভাণ্ডার ডিম। প্রতিদিন একটা করে ডিম খেলেই শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস এই ডিম মস্তিষ্ক, পেশি, চুল ও চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

একটি মাঝারি সাইজের ডিমের মধ্যে প্রায় ৬-৭ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

এতে হেলদি ফ্যাটও রয়েছে। তবে আপনি চাইলে ডিমের পুষ্টিগুণ আরো বাড়াতে পারে। এর জন্য ডিমের সঙ্গে খেতে পারেন এই ৫ পুষ্টিকর খাবারও। কী সেসব খাবার, জেনে নিন প্রতিবেদনে।

পালংশাক : ডিম ভাজা খেলে তাতে পালংশাকও দিতে পারেন। পালং শাকের মধ্যে আয়রন রয়েছে। ডিমের মধ্যে থাকা অ্যামিনো এসিড এই আয়রন শোষণে সাহায্য করবে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও কোষ গঠনের জন্য পালংশাক ও ডিম একসঙ্গে খেতে পারেন।

টমেটো : ডিমের সঙ্গে টমেটো খেতে পারেন। টমেটোর মধ্যে লাইকোপেন রয়েছে, যা এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। কুসুমে থাকা ফ্যাট ওই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শোষণে সাহায্য করে। আবার এই লাইকোপেন ডিমের মধ্যে থাকা ভিটামিন ই শোষণে সাহায্য করে। তাই ডিম ও টমেটো একসঙ্গে খেলে ভালো উপকার মেলে।

ওটস : ওটসের সঙ্গে ডিম রাখতে পারেন। ওটসের মধ্যে স্লো কার্বস ও ফাইবার রয়েছে। আর ডিমে রয়েছে প্রোটিন ও ফ্যাট। ব্রেকফাস্টে ওটস ও ডিম খেয়ে নিলেই পেট ভরে যাবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওটস ও ডিম একসঙ্গে খেতে পারেন। এই কম্বো ডায়াবেটিক রোগীদের জন্যও উপকারী।

বেল পেপার : ডিমের মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু ভিটামিন সি নেই। ডিম ভাজার সঙ্গে ক্যাপসিকাম বা বেল পেপার মিশিয়ে খেলে এই পুষ্টির ঘাটতিও পূরণ হয়ে যাবে। ডিম ও বেল পেপার একসঙ্গে খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। এই ফুড কম্বোর মধ্যে বিটা-ক্যারোটিন, লুটেন, হেলদি ফ্যাট রয়েছে, যা নানা উপায়ে শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

অ্যাভোকাডো : অনেকে ওয়েলনেস ইনফ্লুয়েন্সরদের দেখে অ্যাভোকাডো টোস্ট খাওয়া শুরু করেছেন। আপনিও যদি খেতে চান তবে তার ওপর ডিমের পোচ বা অমলেট রাখতে ভুলবেন না। ডিম সিদ্ধও খেতে পারেন। এই কম্বো স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপযোগী।

ডিমের মধ্যে ফ্যাট দ্রবণীয় ভিটামিন রয়েছে এবং অ্যাভোকাডোয় রয়েছে হেলদি ফ্যাট। তাই ডিম ও অ্যাভোকাডো একসঙ্গে খেলে একাধিক পুষ্টির ঘাটতি সহজেই পূরণ হয়ে যায়। পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো রোগের ঝুঁকিও এড়ানো যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ে যেসব ধারণা ঠিক নয়

ডা. শাহজাদা সেলিম : ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। অথচ ডায়াবেটিস বিষয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তিসহ অজ্ঞতার কারণে কুসংস্কার বিরাজ করছে।

ষকেউ কেউ ভাবেন, ডায়াবেটিস একটি ছোঁয়াচে রোগ। এটি ঠিক নয়। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়।

ষকেউবা মনে করেন, মিষ্টি খেলে বা টেনশন করলে ডায়াবেটিস হয়। এ ধারণাও সঠিক নয়। তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর মিষ্টি বা গ্লুকোজসমৃদ্ধ খাবার খেলে ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

ষঅনেক সময় চিকিৎসক বলতে পারেন 'আপনার হালকা ডায়াবেটিস হয়েছে।' অথচ 'হালকা বা মাইল্ড' ডায়াবেটিস বলে কোনো কথা নেই। বলতে হবে ডায়াবেটিস আছে কি নেই।

ষকেউ কেউ ডায়াবেটিস রোগীদের খেলাধুলা করতে বা গাড়ি চালাতে নিষেধ করেন। এটিও ভুল ধারণা; বরং ডায়াবেটিসে খেলাধুলা করাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এতে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা প্রতিরোধে সহায়ক হয়। দায়িত্বশীল হলে ও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকলে গাড়ি চালাতেও কোনো বাধা নেই। তবে বিশেষ কিছু সতর্কতা নেওয়া জরুরি।

ষঅনেকে ভাবেন, ডায়াবেটিসে আস্তে আস্তে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের পর খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম মানলে, নিয়মিত হাঁটলে ও ডায়াবেটিসের প্রয়োজনীয় ওষুধ খেলে কিংবা ইনসুলিন নিলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে শুধু চোখ কেন; হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু বা নার্ভ, ত্বকসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন হতে পারে।

ষকেউ কেউ বলেন করলা, উচ্ছে, মেথি বা নিমপাতা খেলে ডায়াবেটিস সারে। এমন ধারণাও ভুল। কারণ, ডায়াবেটিস সারাজীবনের একটা রোগ। একবার হয়ে গেলে কোনোভাবেই এটিকে সারানো যায় না। সঠিক নিয়ম মেনে রোগটি নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় মাত্র। তবে এ কথা সত্যি করলা, উচ্ছে, মেথি বা নিমপাতা ডায়েটারি ফাইবারযুক্ত। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমে সহায়তা করতে, নানা ধরনের চর্মরোগ প্রতিরোধে বিভিন্নভাবে এসব খাবার উপকারী। তবে চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে নয়।

ষকেউ কেউ দাবি করেন, স্পেশাল ডায়াবেটিক ডায়েট ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো। এ কথাও সত্য নয়। বাজারে 'ডায়াবেটিক' সন্দেশ, বিস্কুট, জ্যাম, চকলেট ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। এসব খাবারের গায়ে চমকপ্রদ কিছু লেখা আর চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে স্বাভাবিকভাবেই একজন ডায়াবেটিস রোগীর খেতে মন চায়। অথচ ব্রিটিশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ডায়াবেটিক খাবারে বাড়তি তেমন উপকার কিছু নেই। এমন খাবার পরিহার করা উচিত। **লেখক : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।**

দুধে অ্যালার্জি? ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণে যা খাবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : হাড়ের ক্ষয়রোধ ও শক্তি বাড়ানোর জন্য দুধ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দুধে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম। পেশী সংকোচন ছাড়াও রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ খনিজ। কিন্তু অনেকে দুধ খেতে পারেন না। খেলেই অ্যালার্জি হয়। আবার অনেকেই ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের রোগী। তারাও দুধ খান না। তাহলে উপায়? কী খেলে হাড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্যালসিয়াম পাবেন?

যারা দুধ খেতে পারেন না, তারা ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ কিছু খাবার খেতে পারেন। এগুলোতে দুধের মতো কিংবা দুধের চেয়েও বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে।

কাঠবাদাম : এক কাপ কাঠবাদামে ৩৮৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যেখানে এক কাপ গরুর দুধে আছে ৩১৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। কাঠবাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন ই। কাঠবাদাম ভিজিয়ে খেতে পারেন। আবার বাদাম দুধ বা বাদাম মাখনের আকারেও খাওয়া যেতে পারে।

চিয়া বীজ : যারা দুধ খেতে পারেন না, তারা চিয়া বীজ খেতে পারেন। চার টেবিল চামচ চিয়া বীজে প্রায় ৩৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানিতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন চিয়া বীজ। এরপর স্মুদি, শেক এবং পুডিংয়েও যোগ করতে পারেন এই বীজ।

সজনে পাতা : সজনে পাতায় দুধের চার গুণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম ছাড়াও এ পাতায় আমিষ, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি রয়েছে। এগুলো শরীরের জন্য আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান।

পনির : বেশি ক্যালসিয়াম পেতে পনিরও খেতে পারেন। পনিরে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও জিঙ্ক। ১.৫ আউন্স মোৎজারেল্লা চিজে থাকে ৩৩৩ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তবে চিজ ওজন বাড়ায়, তাই অতিরিক্ত না খাওয়াই ভালো।

রাগি : রাগি ক্যালসিয়ামের অন্যতম সমৃদ্ধ উৎস। মাত্র ১০০ গ্রাম রাগিতে প্রায় ৩৪৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। প্যানকেক বা লাড্ডুতে রাগি আটা যোগ করতে পারেন। খেতে পারেন সিরিয়াল হিসেবেও।

দই : দই ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। এক কাপ দই থেকে ৩০০ থেকে ৩৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। সকাল, দুপুর এমনকি রাতের রাতের খাবারেও দই খাওয়া যেতে পারে।

MAA FOUNDATION USA
Maa

BACK TO SCHOOL

BACKPACK GIVEAWAY

Let's make this school year amazing!

21ST AUGUST
FRIDAY

4:00 PM

Diversity Plaza
73-19 37th Rd
Jackson Heights NY 11372

BACKPACK including school supplies

ICE CREAM FOR KIDS

BRING YOUR KIDS WITH YOU TO GET ALL GIFTS.

ONLY KIDS ARE ALLOWED.

Sponsored by

MAA FOUNDATION USA

Volunteered by

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা বিক্রি কমেছে দশমিক ৬ শতাংশ

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত জুনে খুচরা বিক্রি বেড়েছিল দশমিক ২ শতাংশ। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বাজারে জুলাইয়ে সামান্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেন অর্থনীতিবিদরা। খবর : রয়টার্স। যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের ব্যয়ে বড় ধরনের উল্লম্ফন দেখা যায় এপ্রিল ও মে মাসে। জুনেও বিশ্বকাপ ও অ্যামাজন প্রাইম ডের মতো বড় কেনাকাটার আয়োজনে ভোক্তাদের ব্যয় বেড়েছিল। কিন্তু জুলাইয়ে সে গতি ধরে রাখা যায়নি। খুচরা বিক্রির দুর্বল তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা ব্যয়ের সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও পেট্রলের বাড়তি দামের মধ্যেও এতদিন দেশটির অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল ভোক্তা ব্যয়। জুলাইয়ের তথ্য সে শক্তিতে কিছুটা ভাটা পড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে। এর আগে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের তথ্যও প্রত্যাশার তুলনায় দুর্বল ছিল। খুচরা বিক্রি ও কর্মসংস্থানের এ দুই তথ্য একসঙ্গে অর্থনীতির গতি কমে আসার আশঙ্কা বাড়িয়েছে। চলতি বছরের প্রথমার্ধে (জানুয়ারি-জুন) ভোক্তা ও ব্যবসায়িক ব্যয়ের ওপর ভর করে মার্কিন অর্থনীতি শক্তিশালী ছিল। এখন সে গতি কিছুটা কমতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। অন্যদিকে চলতি মাসে মার্কিন ভোক্তাদের দেশটির অর্থনীতি নিয়ে হতাশাও বেড়েছে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোক্তা আস্থা সূচকের তথ্য অনুযায়ী, আগস্টে অর্থনীতি নিয়ে মানুষের আশাবাদ কমেছে। এর পেছনে দীর্ঘদিন ধরে থাকা উচ্চমূল্য অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

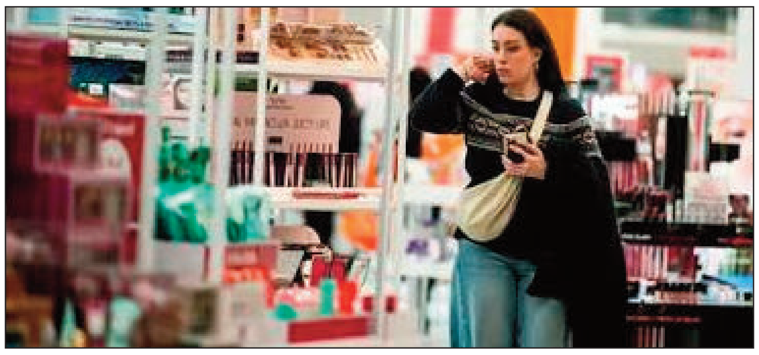

তবে বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদ এখনো মনে করছেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি মোটামুটি ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারে। তার পরও খুচরা বিক্রির দুর্বল তথ্যের পর অনেকেই তাদের পূর্বাভাস কমিয়েছেন। উল্লেখ্য, জুলাইয়ের খুচরা বিক্রির হিসাবে মূল্যস্ফীতির প্রভাব সমন্বয় করা হয়নি। এদিকে জ্বালানির দাম আগস্টেও বেড়েছে। মোটর ক্লাব এএএর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি গ্যালন পেট্রলের দাম রাতারাতি বেড়ে ৪ দশমিক ৮ ডলারে উঠেছে। এক মাস আগে দাম ছিল ৩ ডলার ৮৫ সেন্ট। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এখন প্রতি গ্যালনে ৯২ সেন্ট বেশি দাম দিতে হচ্ছে মার্কিন ভোক্তাদের। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি চালানোর মৌসুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগস্টে জ্বালানির দাম কমতে শুরু করে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। এএএ জানায়, বছরের শেষ সময়ে জ্বালানির দাম এত বেশি থাকা নজিরবিহীন। গ্যাস স্টেশন ও গাড়ির বিক্রি বাদ দিলেও জুলাইয়ে খুচরা বিক্রিতে পতন দেখা গেছে। এ দুই খাত বাদ দিলে খুচরা বিক্রি কমেছে দশমিক ২ শতাংশ। মোটরগাড়ি ও যন্ত্রাংশ বিক্রেতাদের ব্যবসা কমেছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ। এর আগে জুনে এ খাতে ১ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। গাড়ি নির্মাতাদের বিভিন্ন মূল্যছাড়ের কারণে জুনে বিক্রি বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে ইলেকট্রনিকস ও গৃহস্থালি যন্ত্রপাতির বিক্রিও জুলাইয়ে দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। অনলাইন বিক্রিতে পতন ছিল আরো বেশি। জুনের তুলনায় জুলাইয়ে অনলাইন বিক্রি কমেছে ২ দশমিক ২ শতাংশ।

বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী

নাজমুন নাহারের ১৮৫ দেশ ভ্রমণ

ঢাকা : প্রথম বাংলাদেশি ও বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে ১৮৫টি দেশ ভ্রমণের অনন্য ইতিহাস গড়েছেন নাজমুন নাহার। গত ৭ আগস্ট হিমালয়ের দেশ ভুটান সফরের মাধ্যমে তিনি ১৮৫তম দেশ ভ্রমণের মাইলফলক স্পর্শ করেন। বিশ্বভ্রমণের ২৬ বছরের দীর্ঘ অভিযাত্রায় নাজমুন নাহার ১ হাজার ২৯৪টিরও বেশি স্থানে উড়িয়েছেন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। বিশ্বের সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, দুর্গম পাহাড়, মরুভূমি, সমুদ্র, মহাসাগর, দ্বীপাঞ্চল এবং অসংখ্য প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিস্ময়কর স্থানে তিনি বাংলাদেশের পতাকাকে তুলে ধরেছেন।নাজমুন নাহারের ১৮৫ দেশের বিশ্বভ্রমণ অর্জনের পেছনে রয়েছে সংগ্রাম, অনিশ্চয়তা এবং জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে এগিয়ে চলার এক দুঃসাহসিক ইতিহাস। তিনি একজন সলো বিশ্ব ভ্রমণকারী, সড়ক পথেই পৃথিবীর সব ল্যান্ডলক কান্ট্রিগুলো ভ্রমণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম সীমান্ত ও দীর্ঘ স্থলপথ অতিক্রম করেছেন। এই অভিযাত্রায় তিনি বহুবার জীবনের ঝুঁকি ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তবে থেমে যাননি। ২০০০ সালে তিনি ভারতের আন্তর্জাতিক অভিযাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বভ্রমণ শুরু করেন। ২০১৮ সালের ১ জুন জিম্বাবুয়ে সফরের মাধ্যমে তিনি ১০০তম দেশের মাইলফলক অর্জন করেন। এরপর ৬ অক্টোবর ২০২১ সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে সফরের মাধ্যমে ১৫০তম, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভানুয়াতু সফরের মাধ্যমে ১৭৫তম এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বাহামা সফরের মাধ্যমে ১৮৪তম দেশের মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করেন এই পরিব্রাজক।

নাজমুন ভ্রমণের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি স্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের মতো সামাজিক বার্তা– 'নো ওয়ার অনলি পিস, সেভ দ্য প্লানেট, স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ' প্রচারেও কাজ করেন। এ সময় তিনি বিশ্বের শতাধিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্জন তুলে ধরেন। একজন আন্তর্জাতিক মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে তিনি তরুণ প্রজন্মকে সাহস, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ ও স্বপ্নপূরণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং আন্তর্জাতিক টেডএক্স প্ল্যাটফর্মেও বক্তব্য দেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের শুভেচ্ছাদূত হিসেবেও কাজ করছেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ২৬টি চ্যারিটি সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম 'সাফার ফর পিস'-এর শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। গাজাসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের শিশুদের সহায়তা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক কার্যক্রমেও যুক্ত ছিলেন নাজমুন। দীর্ঘ বিশ্বভ্রমণ ও মানবিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশে ৭০টিরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও পুরস্কার অর্জন করেছেন। এর মধ্যে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মর্যাদাপূর্ণ পিস টর্চ বিয়ারার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের কাছ থেকেও নাজমুন নাহার বিভিন্ন উপাধি ও বিশেষ সম্মাননা অর্জন করেছেন। ২০১৮ সালে জাম্বিয়া সরকার তাকে 'ফ্ল্যাগ গার্ল' উপাধিতে ভূষিত করে। ২০২৩ সালে সেন্ট লুসিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফিলিপ জোসেফ পিয়ের তাকে 'ব্রেভ গার্ল' হিসেবে সম্মানিত করেন। তার ব্যতিক্রমী অর্জন ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাকে সম্মাননা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। নাজমুন বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন শেষে? তিনি সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে 'এশিয়ান স্টাডিজ' বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে 'হিউমান রাইটস অ্যান্ড এশিয়া' বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। ভুটান অ্যাডভেঞ্চারের কথা উল্লেখ করে নাজমুন বলেন, ১৮৫তম দেশ ভ্রমণের অ্যাডভেঞ্চারে ভুটানের পাহাড়ি নৈস্বর্গিক দৃশ্য আমাকে নতুন করে বিস্মিত করেছে। ভুটান আমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারাস ভ্রমণ। পারো, থিম্পু, পুনাখা, ডোচুলা, বুমথাং, ফোবজিখা ও হা ভ্যালিতে ঘুরিয়েছি লাল সবুজের পতাকা। ১৮৫টি দেশে বিশ্বভ্রমণের মাধ্যমে নাজমুন একজন বাংলাদেশি নারীর সাহস, অধ্যবসায় ও নারী জাগরণের শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা হাতে তার এই অভিযাত্রা আগামী প্রজন্মের জন্য সাহস, অধ্যবসায় ও স্বপ্নপূরণের অনন্য অনুপ্রেরণা।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

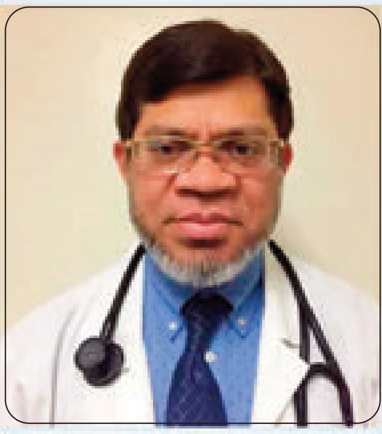

ডাঃ আতাউল ওসমানী

এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

☎ 718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

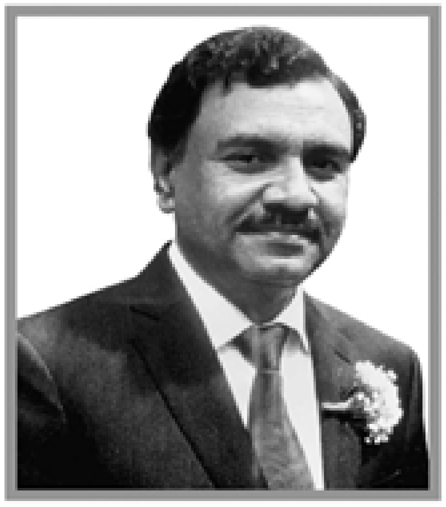

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center**

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

PHARMACY
COUNSELIN

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

রাজনীতিতে শিষ্টাচারের সংকট

(৪ পাতার পর)

তৃতীয়ত, রাজনীতিবিদদের দলীয় সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া খুবই দরকার। তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণের চর্চা থাকতে হবে।

দেশের বয়স সাড়ে পাঁচ দশক। এখন পর্যন্ত গণতন্ত্র দাঁড়াতে পারল না। আমরা নেতাদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শুনিড়্গাণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। কে দেবে? এ ব্যাপারে তো তাদেরই অনুঘটক হওয়া দরকার। মানুষ তাঁদের কাছে সে রকম ভূমিকাই আশা করে।

মুক্তিযুদ্ধের পর শুরুটা ভালো হলেও কয়েক মাস যেতে না যেতে আমরা নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়েছি যে তা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারছি না। বিরোধী দলগুলোর প্রতি সহনশীলতার অভাব এবং যেনতেনভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রবণতা রাজনৈতিক সহিংসতা ও অশালীন আচরণকে উসকে দেয়।

১৯৯৪ সালে শুরু হয় আরেক প্রবণতা। বিরোধী দল সংসদে অংশগ্রহণ না করে দীর্ঘ সময় বয়কট করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আলোচনার পরিবর্তে একে অপরকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করতে থাকে। ২০০৬ সালের রাজনৈতিক সহিংসতা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে দ্বন্দ্বের সময় বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে শালীনতার অভাব ছিল স্পষ্ট, যা জনসমাজে বিভাজন বাড়ায়। ২০০০-এর দশক থেকে টেলিভিশন টক শোতে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সৌজন্যপূর্ণ আলোচনার পরিবর্তে চিৎকার-চেঁচামেচি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ সাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালের নির্বাচনকালীন সহিংসতা, বিরোধী দলের আন্দোলন ও সরকারের কঠোর অবস্থান রাজনৈতিক পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। সমাবেশে হামলা, ভাঙচুর এবং নেতাদের অশালীন বক্তব্য গণতন্ত্রের শিষ্টাচারকে ক্ষুণ্ন করে।

এই উদাহরণগুলো দেখায় যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচারের অভাব একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসেবে দেখা, ক্ষমতার লড়াইকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দুর্বলতা এই প্রবণতাকে আরও তীব্র করেছে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে পরিমিতিবোধ ও পরিশীলিত আচরণের এই উপলব্ধি আসবে কবে?

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

সংকটের বাংলাদেশে তারেক রহমানের বড় পরীক্ষা

(৭ পাতার পর)

এবং স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। কিন্তু জুলাইয়ে এক্সিলারেটের টার্মিনাল অচল হয়ে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ কমে যাওয়া এবং আগস্টে সামিট টার্মিনালে সাময়িক বিঘ্ন প্রমাণ করেছে যে শুধু টার্মিনালের সংখ্যা বাড়ানো যথেষ্ট নয়। বিকল্প সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ, পাইপলাইন এবং জরুরি ব্যবস্থাপনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তারেক রহমান সরকারের জন্য আরেকটি বড় পরীক্ষা হবে অর্থনীতি ও জ্বালানি নীতিকে একই কাঠামোয় দেখা। এলএনজি আমদানিতে ডলার ব্যয় হয়। জ্বালানি ঘাটতিতে শিল্প উৎপাদন কমলে রপ্তানি আয় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বাড়লে সরকারি অর্থের ওপর চাপ বাড়ে। মূল্যস্ফীতি বাড়লে মানুষের প্রকৃত আয় কমে। ফলে জ্বালানি সংকটকে শুধু বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সমস্যা হিসেবে দেখলে ভুল হবে।

ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি, বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়ানোর প্রশ্নও একই সঙ্গে সামনে থাকবে। বিনিয়োগকারীরা নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও গ্যাস চান। শিল্প উদ্যোক্তারা দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি চুক্তির নিশ্চয়তা চান। কৃষক সেচের জ্বালানি চান। তরুণরা কর্মসংস্থান চান। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার সাফল্য শেষ পর্যন্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপ হবে।

এখানে সময়ের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ১৭ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেওয়া সরকারের কাছে কয়েক মাসের মধ্যে বহু দশকের সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা জবাবদিহির বিকল্পও নয়। জনগণ জানতে চাইবে সরকার কী পেয়েছে, কী পরিকল্পনা করেছে, কতটা বাস্তবায়ন করেছে এবং কোথায় ব্যর্থ হয়েছে। সেই তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা সরকারের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য জরুরি।

সরকারের জন্য তাই দায়ের রাজনীতি থেকে ফলাফলের রাজনীতিতে যাওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী সরকার কী রেখে গেছে, সেই হিসাব অবশ্যই থাকবে। কিন্তু পাঁচ বছর পর জনগণের প্রশ্ন হবে না শুধু কে সংকট তৈরি করেছিল। প্রশ্ন হবে, তারেক রহমান সরকার কী পরিবর্তন করেছে। গ্যাস উৎপাদন কতটা বেড়েছে, এলএনজি নির্ভরতার ঝুঁকি কতটা কমেছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ কতটা নির্ভরযোগ্য হয়েছে, শিল্পের উৎপাদন কতটা বেড়েছে এবং মূল্যস্ফীতি কতটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে, এসব ফলাফলই শেষ পর্যন্ত সরকারের মূল্যায়নের ভিত্তি হবে।

বিএনপির অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমান সরকারের জন্য নীতিগত শিক্ষা হতে পারে। জিয়াউর রহমানের সময় উৎপাদন ও গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর জোর, খালেদা জিয়ার সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা এবং গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির রূপান্তর বর্তমান নীতিনির্ধারণে কাজে লাগানো সম্ভব। তবে অতীতের সাফল্য বর্তমানের সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়।

তারেক রহমানের সামনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সুযোগও এখানেই। সংকটকে রাজনৈতিক অভিযোগের স্থায়ী চক্রে না রেখে জাতীয় সংস্কারের ভিত্তিতে রূপ দেওয়া গেলে বর্তমান দুর্ভোগ ভবিষ্যতের শক্তিতে পরিণত হতে পারে। ১৫ থেকে ২০ বছরের জ্বালানি পরিকল্পনা, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান, এলএনজি উৎসের বৈচিত্র্য, নবায়নযোগ্য শক্তি, আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য, কৌশলগত মজুত ও শক্তি দক্ষতা একই জাতীয় পরিকল্পনায় আনতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ইতিহাস কোনো সরকারকে শুধু তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্যার জন্য বিচার করবে না। বিচার করবে সেই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কতটা দক্ষতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করেছিল এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তার কী ফল হয়েছিল।

তারেক রহমান সরকার সংকটের বাংলাদেশ পেয়েছে। এই সংকটের অনেক অংশ তার তৈরি নয়। কিন্তু সংকট থেকে বের হওয়ার পথ তৈরি করার দায়িত্ব এখন তার সরকারের। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, পুরোনো গ্যাসক্ষেত্রের পতন এবং পূর্ববর্তী নীতির সীমাবদ্ধতা বাস্তবতা ব্যাখ্যা করতে পারে; ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত। তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় তারেক রহমানের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নয়, সংকটকে সংস্কারে রূপান্তরের সক্ষমতা।

লেখক : অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট কি শুধু ইন্টেরিমের জন্য ছিল?

(৬ পাতার পর)

যারা কোনো মন্ত্রীর ছেলে ছিল না, কোনো সরকারি সুবিধার প্রত্যাশায় রাস্তায় নামেনি। তারা আন্দোলন করেছে, মামলা খেয়েছে, আহত হয়েছে, জীবন দিয়েছে। তাদের স্বপ্ন ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাবে, ক্ষমতার সংস্কৃতি বদলাবে, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আজ যদি সেই পরিবর্তনের জায়গায় আবার দেখা যায় ক্ষমতাবানদের স্বজনেরা ক্ষমতার সুবিধা নিচ্ছে, আর প্রশ্ন তোলার দায়িত্বে থাকা মানুষগুলো দলীয় আনুগত্যের কারণে চুপ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে প্রশ্ন উঠবেই: তাহলে জুলাই বদলালো কী? আরও একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন আছে। যারা জুলাইয়ের সময় রাজপথে ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ কোথায়? কেউ চাকরি করছেন, কেউ ব্যবসা করছেন, কেউ প্রবাসে বসে নিজের রাজনৈতিক দলের পক্ষে অনলাইনে লড়ছেন। অথচ ক্ষমতার কেন্দ্রের চারপাশে নতুন সুবিধাভোগীদের আবির্ভাব নিয়ে তাদের অনেকেই কথা বলছেন না।কাউকে অভিযুক্ত করার আগে তদন্ত হোক। প্রমাণ প্রকাশ হোক। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হোক। কিন্তু প্রশ্ন করার অধিকারটি যেন হারিয়ে না যায়। কারণ রাষ্ট্রের পরিবর্তন মানে শুধু শাসক পরিবর্তন নয়।

রাষ্ট্রের পরিবর্তন মানে একই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একই রকম প্রশ্ন তোলার সাহস। হাসিনার সময়ে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট নিয়ে প্রশ্ন করলে যদি সেটি নৈতিকতার প্রশ্ন হয়, বিএনপির সময়ে প্রশ্ন করলে সেটি দলবিরোধিতা হতে পারে না। লীগের সময়ে মন্ত্রীদের স্বজনদের সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে যদি সেটি সাংবাদিকতার দায়িত্ব হয়, এখন একই প্রশ্ন করলে সেটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না।আর জুলাইয়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা যদি সত্যিই আমরা ধারণ করে থাকি, তাহলে আমাদের বলতে হবে: ক্ষমতা যারই হোক, প্রশ্ন একই থাকবে। সরকার যারই হোক, জবাবদিহিতা একই থাকবে।স্বজন যারই হোক, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের মানদণ্ডও একই থাকবে। নইলে আমরা শুধু সরকার বদলাব, রাষ্ট্রের সংস্কৃতি বদলাব না। আর তখন ইতিহাস আমাদের কাছে খুব সহজ একটি প্রশ্ন রাখবে:জুলাই কি শুধু ক্ষমতার পালাবদলের জন্য হয়েছিল, নাকি ক্ষমতার সংস্কৃতি বদলানোর জন্য?

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি
We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432
Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

নিউইয়র্কে অভিবাসন নীতি নিয়ে অঙ্গরাজ্য-ফেডারেল সংঘাত

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে অভিবাসন নীতি নিয়ে অঙ্গরাজ্য সরকার ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার সীমা কতটা হবে, তা নিয়েই মূল বিরোধ ।নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের নতুন নীতিতে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগে সহযোগিতা সীমিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কারাগারগুলোর সঙ্গে অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থার বিশেষ সহযোগিতা চুক্তির ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে ।গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রশাসনের বক্তব্য, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগ তাদের মূল দায়িত্বের অংশ নয়।

তবে এই অবস্থানের বিরোধিতা করছেন নিউইয়র্কের কয়েকজন স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা কর্মকর্তা। ক্যাটারগাস কাউন্টির শেরিফ এরিক বাটলার গভর্নর হোকুলের নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন। তার মতে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা প্রয়োজন। এ নিয়ে অঙ্গরাজ্য সরকার ও স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ তৈরি হয়েছে ।এরই মধ্যে নিউইয়র্কে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বাড়ার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাপিটাল অঞ্চলের অভিবাসী অধিকারকর্মীরা গত কয়েক সপ্তাহে আটক ও গ্রেপ্তার বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। তাদের দাবি, কিছু অভিযান হঠাৎ করে এবং প্রকাশ্য স্থানেও পরিচালিত হচ্ছে ।ফলে অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে যেসব পরিবারের সদস্যদের অভিবাসনসংক্রান্ত কাগজপত্রে জটিলতা রয়েছে, তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বেশি।

স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো পরিস্থিতিতে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে, আর কোন ক্ষেত্রে করবে না–তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ।বিষয়টি এখন আদালতেও গড়িয়েছে।

নিউইয়র্কের অভিবাসনসংক্রান্ত কয়েকটি বিধান নিয়ে ফেডারেল আদালতে আইনি লড়াই চলছে। ফলে অঙ্গরাজ্যের আইন এবং ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমারেখা কোথায় থাকবে, তা নিয়ে বিতর্ক আরও বাড়তে পারে ।নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের জন্যও পরিস্থিতিটি গুরুত্বপূর্ণ। ফেডারেল অভিবাসন অভিযান জোরদার হলে গ্রেপ্তার, আটক ও নির্বাসনের আশঙ্কা নিয়ে কমিউনিটিতে উদ্বেগ বাড়তে পারে ।অভিবাসন নীতি নিয়ে এই বিরোধ তাই শুধু অঙ্গরাজ্য ও ফেডারেল সরকারের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়। স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং অভিবাসী জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262

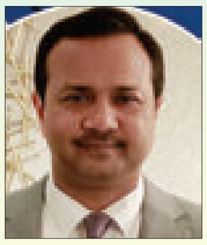

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

GETWELL MEDICARE P.C.
WE ARE NOW OPEN

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর খাবার বিতরণ

(শেষ পাতার পর)

মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট শনিবার জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগে নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে দিনব্যাপী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১টা থেকে শুরু হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। বিকেল ৩টা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিতে প্রায় দেড় হাজার মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। এ ছাড়া উপস্থিত মানুষের মধ্যে তাজা আমের জুসও বিতরণ করা হয়।

দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলাদেশে আগস্ট মাসে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। মুনাজাত শেষে উপস্থিত মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- সংগঠনের সভাপতি শাকিল মিয়া। সার্বিক সঞ্চালনা করেন- সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. আলম নমি। আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন- মীর নিজামুল হক, সদস্য সচিব ছিলেন- মামুন মিয়াজী, যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন- মিয়া মো. দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল খালেক ও আব্দুল হামিদ। যুগ্ম সচিব ছিলেন- ডিউক খান ও মো. মাহবুব রহমান। সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন- শাহ নেওয়াজ। তত্ত্বাবধানে ছিলেন- শাহ জে. চৌধুরী। প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন- মইনুল ইসলাম ও ময়নু জামান চৌধুরী। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এম. আজিজ ও আসেফ বারী টুটুল। জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন হারুন ভূঁইয়া, কো-চেয়ারম্যান ছিলেন সাখাওয়াত বিশ্বাস, ডেজ আর চৌধুরী লিটু ও মফিজুর রহমান। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, আশরাফ চৌধুরী খোকন, মো. কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নূরুল আজিম ও তারেক হাসান খান।

সভাপতি সাকিল মিয়া বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রবাসীদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সবাইকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়।চেয়ারম্যান রেদোয়ানুল হক বলেন, ১৫ আগস্টের মতো একটি শোকাবহ দিনে প্রবাসে থেকেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওই দিনের শহীদদের স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব। একই সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আয়োজকেরা জানান, বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ১৫ আগস্ট নিহতদের স্মরণের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতেও রক্তদান, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

নিউইয়কে ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালন

নিউইয়র্ক: বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধূ শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম মৃত্যুও ঘটনা স্মরণে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। শোক দিবসে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ব্রুকলিনে বক্তব ্য রাখেন শামীম ওসমান । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম শাহাদাতবার্ষিকীতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, ওজন পার্ক, ব্রুকলিন, জ্যামাইকা,ব্রঙ্কসের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে মিলাদ, দোয়া মাহফিল,জায় নামাজ বিতরণ,আপ্যায়ন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় বিশাল মঞ্চ সাজিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। এখানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় নেতাকর্মীদের ভার্চুয়ালি উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। এ ছাড়া ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাবেক চিফ হুইপ নজরুল ইসলাম বাবুসহ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, মহিলা লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগের ছাত্রলীগের নেতারাও বক্তব্য রাখেন। এখানে মশাল জ্বালিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের ও শপথ গ্রহণ করান ড.সিদ্দিকুর রহমান।

দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে জাতীয় শোক দিবস পালন করে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী। সংগঠনের সভাপতি শাকিল মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো: আলম নমির সঞ্চালনায় এখানে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মীর নিজামুল হক, সদস্য সচিব মামুন মিয়াজীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এখানে ১ হাজারের উপরে জায়নামাজ বিতরণ এবং প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষকে খাবার দিয়ে আপ্যায়ক করা হয়েছে বলে জানান শাকিল মিয়া ও মো: আলম নমি। সন্ধায় একই স্থানে যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগ মিলাদ, দোয়া মাহফিল, আপ্যায়ন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।দলের সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো: জুয়েলের সঞ্চালনায় উপস্থিত সুধীজন বক্তব্য রাখেন। ব্রঙ্কসে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদ'র উদ্যোগে 'জাতীয় শোক দিবস' উদযাপন করা হয়। এ ছাড়াও ওজন পার্ক, ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ট, জ্যামাইকা,ব্রঙ্কসের ষ্টার্লি এভিনিউতেও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে খাদ্য বিতরণ, মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যানহাটনে ছুরি হাতে ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা পুলিশের

বাংলাদেশ ডেস্ক : ম্যানহাটনের লোয়ার ইস্ট সাইডে ছুরি হাতে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ। রবিবার বিকেলে লুডলো স্ট্রিটের একটি আবাসিক ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বিকেল ৪টার কিছু পর ভবনটিতে হামলার খবর পেয়ে একাধিক জরুরি ফোন আসে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কর্মকর্তারা ভবনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় রক্তের চিহ্ন দেখতে পান।পুলিশ জানায়, ৫৪ বছর বয়সী ওয়েই চ্যান হাতে কসাইয়ের ছুরি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে আসছিলেন। এ সময় তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কর্মকর্তারা তাকে বারবার ছুরি ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি নির্দেশ মানেননি। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ গুলি চালায়।গুলিতে চ্যান গুরুতর আহত হন। তাকে দ্রুত কাছের হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পুলিশ কতটি গুলি চালিয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি।ঘটনাস্থলে চ্যানের ৭৫ বছর বয়সী বাবাকেও আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মাথায় কেটে যাওয়ার মতো আঘাত ছিল। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। সহকারী পুলিশ প্রধান মেলিসা এগার জানান, ওয়েই চ্যানের আগে কোনো অপরাধের রেকর্ড ছিল না। তবে তার মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে পুলিশের কাছে আগের নথি ছিল। ঘটনায় সাড়া দিতে যাওয়া চার পুলিশ সদস্যও সামান্য আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনার দৃশ্য পুলিশের শরীরে থাকা ক্যামেরায় ধারণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, পারিবারিক বিরোধ থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। তবে বিরোধের কারণ এবং ঠিক কী ঘটেছিল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।ঘটনার সময় আশপাশে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তিনি পুলিশকে একজনকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে দেখেছেন। তখন তার ওপর জরুরি চিকিৎসা চালানো হচ্ছিল।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং আমার ভালোবাসা

(৯ পাতার পর)

দেখা হলো, কিছুক্ষণ তোমার পাশে থাকলাম, দুপুরের খাবার খেলাম, কত ছবি তুললাম। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে তোমাকে ছুঁয়ে দেখলামড়যেন এতদিনের স্বপ্নটাকে সত্যি কিনা যাচাই করে নিলাম।

কিন্তু সময় যে বড় নির্মম! কিছুক্ষণ আগেও যে সন্ধ্যা ছিল দূরের কোনো সম্ভাবনা, কখন যে সে আমাদের চারপাশে নেমে এলো বুঝতেই পারিনি। এবার তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে। এই সামান্য সময়ের ভালোবাসা যে এত গভীর হয়ে যেতে পারে, তা কি তোমাকে বোঝাতে পারব? তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ মনে পড়ল মান্না দের সেই অমর গানের কথা; 'আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো' হয়তো সত্যিই আবার দেখা হবে। হয়তো আবার কোনো একদিন নিউইয়র্কের পথে আসব। আবার দূর থেকে তোমাকে দেখব। আবার তোমার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকব। আর মনে মনে বলবড়দেখো, আমি আবার এসেছি। তবে যাওয়ার আগে মনে হলো, যাকে নিয়ে এত কথা বললাম, তার জন্মকথা না বললে আমার এই ভালোবাসার গল্পটি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমার ভালোবাসার স্ট্যাচু অব লিবার্টি ও নিউইয়র্ক হারবারের বুকে লিবার্টি আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্যাচু অব লিবার্টি যেন সমুদ্রপথের এক অনন্ত আলোকবর্তিকা। হাতে উঁচিয়ে ধরা মশালটি শুধু একটি আলো নয়ড়এটি স্বাধীনতা, আশা, মানবমুক্তি এবং নতুন জীবনের প্রতীক। তার আনুষ্ঠানিক নাম খরনবৎঃু ঊহষরমযঃবহরহম ঃযব ডড়ৎষফড় অর্থাৎ বিশ্বকে আলোকিত করা স্বাধীনতা। এই মহৎ ভাস্কর্যের ধারণার পেছনে ছিলেন ফরাসি চিন্তাবিদ Édouard de Laboulaye। ১৮৬৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার শতবর্ষ এবং ফ্রান্স-আমেরিকার বন্ধুত্বকে স্মরণ করে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে আমেরিকাকে একটি স্বাধীনতার স্মারক উপহার দেওয়ার ভাবনা প্রকাশ করেন। সেই স্বপ্নকে রূপ দেন ফরাসি ভাস্কর ঋৎলক্ষফল্কৎরপ-অঁমঁংঃব ইধৎঃযড়ষফর। ১৮৭১ সালে আমেরিকায় এসে ইধৎঃযড়ষফর নিউইয়র্ক হারবারের ইবফষড়বং ওংষধহফ-কে পছন্দ করেন। কারণ সমুদ্রপথে আমেরিকায় প্রবেশকারী জাহাজগুলোর যাত্রীদের চোখে দ্বীপটি সহজেই পড়বে। কী অপূর্ব ভাবনা! আমেরিকার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এক নারীড়হাতে মশালড়আর দূর সমুদ্র থেকে আসা মানুষকে যেন নীরবে বলবে; 'এসো, তোমার সামনে একটি নতুন পৃথিবী।' ভাস্কর্যটির নির্মাণ শুরু হয় ফ্রান্সে। এর অভ্যন্তরীণ লৌহকাঠামোর প্রকৌশল কাজে যুক্ত ছিলেন এঁংঃধাব ঊরভভবষ, যিনি পরবর্তীতে প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের জন্য বিশ্বখ্যাত হন।

১৮৮৪ সালে প্যারিসে স্ট্যাচুটি সম্পূর্ণ হয়। পরে এটিকে খুলে ৩৫০টিরও বেশি অংশে ভাগ করে ফরাসি জাহাজ ওংৎব-এ করে আমেরিকায় পাঠানো হয়। ১৮৮৫ সালের ১৭ জুন সেটি নিউইয়র্কে পৌঁছে। অবশেষে আসে সেই ঐতিহাসিক দিন ২৮ অক্টোবর ১৮৮৬। প্রেসিডেন্ট গেস্থাভার ক্লিভল্যান্ড এর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় স্ট্যাচু অব লিবার্টির। ফ্রান্সের জনগণের পক্ষ থেকে আমেরিকার জনগণের জন্য এটি হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব, স্বাধীনতা ও মানবিক আশার এক অনন্য উপহার। তার বাম হাতে থাকা ফলকে লেখা; জুলাই ৪, ১৭৭৬ ড়আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ। পায়ের কাছে পড়ে থাকা ভাঙা শিকল ও বেড়ি প্রতীক স্বাধীনতার; আর ডান হাতে উঁচিয়ে ধরা মশাল যেন অন্ধকারের বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন আলোর প্রত্যয়। কিন্তু ইতিহাসের এই তথ্যের বাইরেও আমার কাছে তোমার অন্য একটি পরিচয় আছে। সমুদ্রের নীল বুক চিরে যখন কোনো জাহাজ নিউইয়র্কের দিকে এগিয়ে আসে, দূর দিগন্তে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয় সেই মশালধারী নারী। তখন মনে হয়ড়তিনি শুধু নিউইয়র্ককে স্বাগত জানাচ্ছেন না; তিনি স্বপ্ন নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে আসা প্রতিটি মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

হয়তো এ কারণেই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে। তুমি কোনো রাজপ্রাসাদের রানি নও, অথচ পৃথিবীর কোটি মানুষের হৃদয়ে তোমার রাজত্ব। তুমি কারও ব্যক্তিগত সম্পদ নও, অথচ কত মানুষের ব্যক্তিগত স্বপ্নের অংশ হয়ে আছো। তুমি কথা বলো না, তবু তোমার মশাল পৃথিবীকে কত কথা বলে। তুমি হাঁটো না, তবু তোমার দিকে এগিয়ে আসে পৃথিবীর অগণিত মানুষ। আর তুমি ভালোবাসা চাও না, তবু ভালোবাসা বিলিয়ে যাও নিরন্তর। তাই আমার কাছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি শুধু তামা, লোহা আর পাথরের নির্মিত এক বিশাল ভাস্কর্য নয়। তুমি আমার কাছে সমুদ্রের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা এক চিরন্তন প্রেমের প্রতীক, যার হাতে মশাল, চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন, আর হৃদয়ে পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষের জন্য একটুখানি আশ্রয়ের আলো।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
☐ শারীরিক চেকআপ
☐ টিএলসি টেস্ট
☐ DMV-ভিশন টেস্ট
☐ ডায়াবেটিস পরীক্ষা
☐ উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
☐ হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
☐ হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
☐ স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
☐ স্কুল ফর্ম পূরণ
☐ WIC ফর্ম
☐ PAP Smear পরীক্ষা
☐ প্রেগন্যান্সি টেস্ট
☐ ড্রাগ টেস্ট
☐ ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

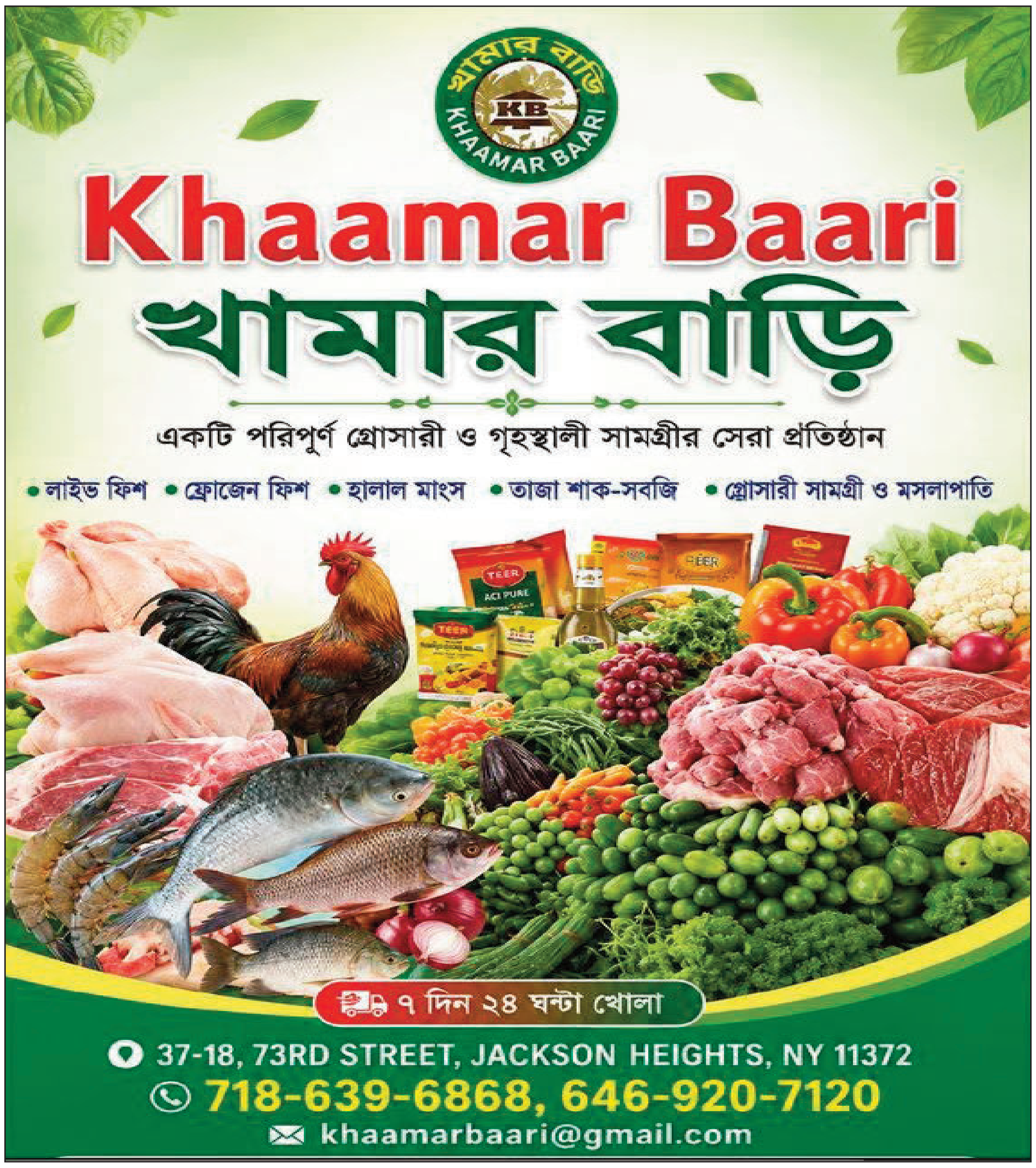

Khaamar Baari
খামার বাড়ি
একটি পরিপুর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
• লাইভ ফিশ • ফ্রোজেন ফিশ • হালাল মাংস • তাজা শাক-সবজি • গ্রোসারী সামগ্রী ও মসলাপাতি
৭ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা
37-18, 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
718-639-6868, 646-920-7120
khaamarbaari@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র : ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের

(৬ পাতার পর)

প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলা উচিত। ভিসা সহজীকরণও শুধু পর্যটকের জন্য নয়; গবেষক, শিক্ষক, শিল্প প্রশিক্ষণার্থী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা চলাচলব্যবস্থা দরকার।

উপসাগরীয় রাষ্ট্র: অর্থনৈতিক সহ-উৎপাদন : সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান ও কুয়েত বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রবাসী আয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি; ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিভিন্ন মাসেও মাসিক প্রবাসী আয় ২৩ বিলিয়ন ডলারের ওপরে ছিল।

কিন্তু উপসাগরীয় সম্পর্ক এখনো প্রধানত শ্রমিক পাঠানো, জ্বালানি কেনা এবং ধর্মীয় যোগাযোগে সীমাবদ্ধ। এই মডেল বদলানো দরকার। উপসাগরীয় দেশগুলো তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নির্মাণপ্রযুক্তি, খাদ্যনিরাপত্তা, বিমান চলাচল ও আর্থিক সেবায় বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশের উচিত তাদের সঙ্গে দক্ষতা অংশীদারত্ব গড়ে তোলাড়কোন পেশায় কত কর্মী প্রয়োজন, সে অনুযায়ী বাংলাদেশে যৌথ প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়নকেন্দ্র স্থাপন করা।

একই সঙ্গে বাংলাদেশে সৌদি, আমিরাত ও কাতারের বিনিয়োগকে বন্দর, পরিবহন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আকৃষ্ট করা যায়। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর খাদ্যনিরাপত্তার প্রয়োজন আছে; বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে। এই দুই প্রয়োজনকে যুক্ত করে চুক্তিভিত্তিক কৃষি নয়; বরং যৌথ মালিকানা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির ব্যবস্থা গড়া যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, নিয়োগ ব্যয়, ক্ষতিপূরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও চাকরি পরিবর্তনের অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রীয় দর-কষাকষি। বেশি কর্মী পাঠানো সফলতা নয়, যদি তারা ঋণগ্রস্ত, অরক্ষিত ও অদক্ষ অবস্থায় যায়।

আসিয়ান: বাংলাদেশের নিকট ভবিষ্যৎ : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হলেও তার অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের একটি বড় অংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ককে তাই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সিঙ্গাপুর হতে পারে আর্থিক সেবা, বন্দর ব্যবস্থাপনা, নগর-পরিকল্পনা, প্রযুক্তি উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সালিসের অংশীদার। মালয়েশিয়ার সঙ্গে শ্রমবাজারের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা, হালাল অর্থনীতি, ইলেকট্রনিকস ও স্বাস্থ্যসেবায় সহযোগিতা সম্ভব। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ওষুধ, কৃষি, মুসলিম ভোক্তাবাজার, প্রতিরক্ষাশিল্প ও সামুদ্রিক সহযোগিতা বাড়ানো যায়। থাইল্যান্ডের সঙ্গে চিকিৎসা, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বঙ্গোপসাগরীয় যোগাযোগ; ভিয়েতনামের সঙ্গে রপ্তানিমুখী শিল্পনীতি, ইলেকট্রনিকস, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও সরবরাহব্যবস্থা নিয়ে শেখার সুযোগ রয়েছে।

আসিয়ান দেখিয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য থাকলেও অর্থনীতি ও যোগাযোগে কার্যকর সহযোগিতা সম্ভব। দক্ষিণ এশিয়ার আন্তআঞ্চলিক বাণিজ্য যেখানে প্রায় ৫ শতাংশ, আসিয়ানে তা প্রায় ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশকে তাই আসিয়ানের সঙ্গে খাতভিত্তিক চুক্তি, ব্যবসায়িক ভিসা, সরাসরি বিমান ও জাহাজ চলাচল এবং বিশ্ববিদ্যালয় নেটওয়ার্ক গড়তে হবে। মিয়ানমারের সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট এই পূর্বমুখী নীতিকে জটিল করবে, কিন্তু পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে একটি দেশের আচরণের কাছে জিম্মি করা উচিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ভারসাম্যের কাজ

চীন বাংলাদেশের বৃহৎ আমদানি উৎস, অবকাঠামো অংশীদার, উৎপাদনযন্ত্রের সরবরাহকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত শক্তি। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, বাংলাদেশি পণ্যের বাজার প্রবেশ, উৎপাদন স্থানান্তর, প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শিল্পের কাঁচামালের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ। ঋণনির্ভর প্রকল্পের বদলে যৌথ বিনিয়োগ ও রপ্তানিমুখী উৎপাদনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানিবাজার এবং উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রবাসী নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য ছিল বলে রপ্তানি তথ্যে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু নির্বাচন, নিষেধাজ্ঞা বা নিরাপত্তা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাজার প্রবেশ, তুলা ও বস্ত্র সরবরাহব্যবস্থা, প্রযুক্তি বিনিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা, ওষুধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জ্ঞান ও পুঁজি স্থানান্তরের দিকে নিতে হবে।

সমস্যা হলো চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতা এবং ভারত-চীন বিরোধে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক অন্যটির কাছে সন্দেহজনক মনে হতে পারে। এর সমাধান গোপন ভারসাম্য নয়, ঘোষিত স্বচ্ছতা। বাংলাদেশকে বলতে হবেড়কোন প্রকল্প কার সঙ্গে, কেন, কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়নে এবং কী শর্তে করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা, বন্দর বা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সংসদীয় পর্যালোচনা, ঋণঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং উন্মুক্ত দরপত্র সন্দেহ কমাতে পারে।

সম্পর্কের ঝুঁকি এবং উত্তরণ

এক দেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অন্য দেশকে উদ্বিগ্ন করতে পারে। ভারতের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত চীনা কৌশলগত উপস্থিতি উদ্বেগের; চীনের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাকাঠামোর দিকে ঝোঁকা সমস্যা; পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর কাছে মানবাধিকার ও শ্রমমান গুরুত্বপূর্ণ; মুসলিম বিশ্ব আবার ফিলিস্তিনসহ কিছু প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান লক্ষ করে।

এই ঝুঁকি এড়ানোর কার্যকর পথ হলো ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব’ কথাটি পুনরাবৃত্তি নয়; বরং সম্পর্ককে বিষয়ভিত্তিক রাখা। যেমন চীনের সঙ্গে শিল্প ও অবকাঠামো, জাপানের সঙ্গে মানসম্মত উন্নয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাজার ও প্রযুক্তি, ভারতের সঙ্গে সংযোগ ও পানি, ইউরোপের সঙ্গে সবুজ রপ্তানি, উপসাগরের সঙ্গে শ্রম ও বিনিয়োগ এবং আসিয়ানের সঙ্গে উৎপাদন ও আঞ্চলিক সংযুক্তি।

দ্বিতীয়ত, কোনো দেশকে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবেশদ্বার হতে দেওয়া যাবে না। জ্বালানি, অস্ত্র, ঋণ, আমদানি, রপ্তানি ও শ্রমবাজারড়প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প রাখতে হবে। তৃতীয়ত, দ্বিপক্ষীয় চুক্তিকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সম্পর্কের বদলে প্রতিষ্ঠাননির্ভর করতে হবে। সরকার বদলালেও যে চুক্তি টিকে থাকে, সেটিই টেকসই কূটনীতি।

বাংলাদেশের প্রয়োজন অনেক বন্ধু নয়; প্রয়োজন এমন অংশীদার, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক নাগরিকের জীবনে ফল দেয়ড়কর্মসংস্থান বাড়ায়, ভিসা সহজ করে, শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে, প্রযুক্তি আনে, রপ্তানি বহুমুখী করে এবং রাষ্ট্রের দর-কষাকষির শক্তি বাড়ায়। পৃথিবী এখন আনুগত্যের শিবিরে বিভক্ত হলেও সফল রাষ্ট্রগুলো একটিমাত্র শিবিরে নিজেদের ভবিষ্যৎ জমা রাখে না।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরবর্তী মূলনীতি তাই হতে পারেড়ভূগোলে প্রতিবেশী, অর্থনীতিতে বহুমুখী, প্রযুক্তিতে উচ্চাভিলাষী এবং কূটনীতিতে স্বচ্ছ। সম্পর্কের গভীরতা ছবি, সফর বা যৌথ বিবৃতিতে নয়, কত নতুন বাজার খুলল, কত দক্ষ কর্মী মর্যাদাপূর্ণ চাকরি পেল, কত গবেষণা সৃষ্টি হলো, কত শিক্ষার্থী চলাচলের সুযোগ পেল এবং সাধারণ নাগরিকের পাসপোর্ট কতটা কার্যকর হলো, সে হিসাবেই মাপতে হবে।

ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক, নিরাপত্তা ও অভিবাসন। ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

BSCA
CHAMPION

বিএসসিএ আয়োজিত ঠিকানা ফুটবল লীগ-২০২৬

সন্দ্বীপ ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন, ব্রঙ্কস ইউনাইটেড রানার্সআপ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা (বিএসসিএ) আয়োজিত ঠিকানা ফুটবল লীগ-২০২৬-এ সন্দ্বীপ ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন এবং ব্রঙ্কস ইউনাইটেড রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। গোলশূন্য ফাইনালের নির্ধারিত সময় শেষে টাইব্রেকারে জয় তুলে নিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করে সন্দ্বীপ ইউনাইটেড ।নিউইয়র্কের র‌্যান্ডালস আইল্যান্ডের আইকান স্টেডিয়ামে রোববার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় ফ্লাডলাইটের আলোয় ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন লীগের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আইসাব ২-১ গোলে ওজনপার্কের ফাইটার্স ক্লাবকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। বিপুলসংখ্যক দর্শক দুটি ম্যাচ উপভোগ করেন। উল্লেখ্য, এবারের লীগে ৯টি দল অংশ নেয়। ফাইনাল খেলা শুরুর আগে অতিথি ও বিএসসিএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে রংবেরঙের একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে ফাইনালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজ। এর আগে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

ফাইনালে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক, আব্দুল কাদের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় আবু যুবায়ের দারা এবং বর্তমান খেলোয়াড় সামিত সৌম্য। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকিব মন্টু, বিএসসিএ'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান ট্রাস্টি সদস্য আব্দুর রহিম বাদশা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান ট্রাস্টি সদস্য আনোয়ার হোসেন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজম চৌধুরী, আব্দুল হাসিম হাসনু ও মখন মিয়া, সাবেক উপদেষ্টা ছদরুন নূর, আমিনুল ইসলাম চুন্নু, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এবং মেডোব্রুক ফাইন্যানশিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার্স করপোরেশনের ম্যানেজার আকিব হোসাইন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বিএসসিএ'র সভাপতি দুলাল মিয়া এনাম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এস ইসলাম আরিফ ফুটবলার সামিত সৌম্যর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন।

জমজমাট ফাইনাল, নিষ্পত্তি টাইব্রেকারে

র‌্যান্ডালস আইল্যান্ডের আইকান স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের আলোয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে সন্দ্বীপ ইউনাইটেড ও ব্রঙ্কস ইউনাইটেডের মধ্যকার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা গোলশূন্য থাকার পর অতিরিক্ত ৬ মিনিটেও কোনো দল গোল করতে পারেনি। ফলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় টাইব্রেকারে। সেখানে ব্রঙ্কস ইউনাইটেডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সন্দ্বীপ ইউনাইটেড ।তবে ম্যাচ চলাকালে একপর্যায়ে সাইডলাইনে উভয় দলের কর্মকর্তাদের অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের কারণে রেফারি তাদের লাল কার্ড দেখান।

তৃতীয় আইসাব

ফাইনালের আগে অনুষ্ঠিত তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আইসাব ২-১ গোলে ওজনপার্কের ফাইটার্স ক্লাবকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। ম্যাচটিও ছিল বেশ আকর্ষণীয় এবং আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমজমাট। খেলার প্রথমার্ধেই তিনটি গোল হয়। আইসাবের ওমর দুটি গোল করেন। বাংলাদেশের জাতীয় দলের খেলোয়াড় বিষ্ণু ফাইটার্স ক্লাবের পক্ষে একটি গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো দল গোল করতে না পারায় ২-১ ব্যবধানেই ম্যাচ শেষ হয়।

ফাইনাল শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন বিশেষ অতিথি বিএসসিএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান ট্রাস্টি সদস্য মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সাবেক উপদেষ্টা ছদরুন নূর, সভাপতি দুলাল মিয়া এনাম, সহসভাপতি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার ও মোহাম্মদ জুয়েল আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এস ইসলাম আরিফ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএসসিএ'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক এ মুকিত রিমন ও আব্দুল কাদের লিপু, কোষাধ্যক্ষ মেহরাজ হোসেন ফাহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল মিয়া, দপ্তর সম্পাদক রাহুল বড়ুয়া এবং কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন জয়নুল, ইকবাল আহমেদ খোকন, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, অনু ইমতিয়াজ কবীর ও মোহাম্মদ শওকত।

লীগে রাইজিং স্টার নির্বাচিত হয়েছেন ১২০ এফসির মশিউর রহমান, ফাইটার্স ক্লাবের তাহসিন, আইসাবের আতাউল এবং সোনার বাংলার আরাফাত। মোস্ট ডিসিপ্লিনড টিম হয়েছে ১২০ এফসি। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছেন সন্দ্বীপ ইউনাইটেডের রাইয়ুস। ফাইনালের এমভিপি হয়েছেন সন্দ্বীপ ইউনাইটেডের তাজওয়ার ।তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচের এমভিপি ও ১৬ গোল করে টপ স্কোরার হয়েছেন আইসাবের ওমর। সেরা ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন গার্ডেন স্টেট (নিউজার্সি)। ফেয়ার প্লে পুরস্কার পেয়েছে সন্দ্বীপ ইউনাইটেড এবং সেমিফাইনালের এমভিপি হয়েছেন ব্রঙ্কস ইউনাইটেডের লুৎফুল করীম।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রশংসার ঝড়

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে বাংলাদেশের নয় উইকেটের ঐতিহাসিক জয় ক্রিকেট বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। ডারউইনে বাংলাদেশের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম বড় অঘটন হিসেবে তুলে ধরেছে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমে এসেছে তীব্র সমালোচনা, আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষকেরা প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বাংলাদেশকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশের কাছে অস্ট্রেলিয়ার হারকে 'গবস্ম্যাকিং শ্যাম্বলস' হিসেবে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি, যা একই সঙ্গে বিস্ময়কর ও চরম বিশৃঙ্খল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরাজয়কে সাধারণ কোনো হার হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসের অন্যতম বড় অঘটন এবং অস্ট্রেলিয়ার জন্য সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বিব্রতকর পরাজয়গুলোর একটি।

রবার্ট ক্র্যাডকের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের কাছে নয় উইকেটের হার অস্ট্রেলিয়ার ১২ মাসে ২০ টেস্ট খেলার দীর্ঘ অভিযানের শুরুতেই বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। ঘরের মাঠে ক্যামেরন গ্রিনের কাঙ্ক্ষিত প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় কিছুটা বিলম্বিত করলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচের গতিপথ বদলাতে পারেনি। মারারা স্টেডিয়ামের উইকেটেরও প্রশংসা করেছে দ্য অস্ট্রেলিয়ান। তাদের মতে, পুরো ম্যাচেই পিচ ছিল দারুণ। অথচ ম্যাচের শুরুতে দুই দলের শক্তির ব্যবধান এতটাই বড় মনে হচ্ছিল যে এটি একতরফা লড়াই হতে পারে বলেই ধারণা করা হয়েছিল। কারণ, একদিকে অস্ট্রেলিয়াড়্যারা সর্বশেষ দুটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছে এবং নিজেদের আগের ২৩ টেস্টের ১৮টিতে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, যারা এশিয়ার বাইরে নিয়মিত সংগ্রাম করেছে এবং নিজেদের সর্বশেষ ২৬ টেস্টের ২২টিতেই হেরেছিল। এমনকি অস্ট্রেলিয়ায় আসার আগেও জিম্বাবুয়ে ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে ইনিংস ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সেই দলই ডারউইনে বদলে দিয়েছে পুরো চিত্র। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট জয় তুলে নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে যোগ করেছে স্মরণীয় এক অধ্যায়। অস্ট্রেলিয়ার আরেক সংবাদমাধ্যম হেরাল্ড সান শিরোনাম করেছে 'ডিজাস্টার ইন ডারউইন'ড়অর্থাৎ ডারউইনে বিপর্যয়। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ও বিশ্লেষকরাও ম্যাচটির ফলকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় হিসেবে দেখেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান আরও কঠোর ভাষায় অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়কে তুলে ধরেছে। তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জয়কে অস্ট্রেলিয়ার জন্য 'হতাশাজনক ও অপমানজনক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্যামেরন গ্রিনের দুর্দান্ত সেঞ্চুরির পরও বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে তাদের টেস্ট ইতিহাসের অন্যতম বড় পরাজয়ের স্বাদ দিয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক : নারী এশিয়া কাপ ও ২০তম এশিয়ান গেমসের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চলতি মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে। দুই টুর্নামেন্টের জন্যই একই দল রাখা হয়েছে। নিগার সুলতানা জ্যোতিকে অধিনায়ক করে শক্তিশালী দল দিয়েছে বাংলাদেশ। দলে আছেন অভিজ্ঞ নাহিদা আক্তার, শারমিন সুলতানা, সোবহানা মোস্তারির মতো ক্রিকেটাররা।

বাংলাদেশ দল: নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), দিলারা আক্তার, জুয়ায়রিয়া ফেরদৌস, শারমিন আক্তার সুপ্তা, শারমিন সুলতানা, সোবহানা মোস্তারী, স্বর্ণা আক্তার, রিতু মনি, ফাহিমা খাতুন, রাবেয়া খান. মারুফা আক্তার, সুলতানা খাতুন, সানজিদা আক্তার মেঘলা, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা।

বাংলাদেশের রাফি থাইল্যান্ডে সোনা জিতলেন

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছর জাতীয় সাঁতারে বাজিমাত করেছিলেন সামিউল ইসলাম রাফি। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই সাঁতারু ১২ ইভেন্টে অংশ নিয়ে স্বর্ণ জিতেছেন ১১টিতেই। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসেও করেছিলেন ব্যক্তিগত সেরা টাইমিং। অংশ নিয়েছিলেন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৫০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে। তবে বাদ পড়তে হয়েছিল হিট থেকে। হতাশাটা কাটল থাইল্যান্ডে ইন্টারন্যাশনাল এজ গ্রুপ সাঁতারে। দারুণ পারফরম্যান্সে পদকও জিতেছেন বাংলাদেশের এই সাঁতারু।

৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে স্বর্ণ জিতেছেন রাফি। তিনি সময় নিয়েছেন ২৪ দশমিক ৩৩ সেকেন্ড। একই দিনে ৫০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে তৃতীয় হন তিনি। গত বছর মালয়েশিয়ায় উন্মুক্ত সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন তিনি। বিদেশের মাটিতে সেটাই ছিল তার প্রথম সোনা।

ব্রাজিল কিংবদন্তি রবার্তো কার্লোসের ইসলাম গ্রহণের গুঞ্জন

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রবার্তো কার্লোস ইসলাম গ্রহণ করেছেনড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এমন খবরে নতুন করে আলোচনায় এসেছে তার নাম। তবে তুরস্কের এক সংসদ সদস্য এ দাবি করলেও এখন পর্যন্ত কার্লোস নিজে তার ধর্মান্তরের বিষয়টি প্রকাশ্যে নিশ্চিত করেননি। ফলে বিষয়টি সত্য, নাকি নিছক গুঞ্জনড়তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। ইসলাম গ্রহণের এই দাবির সূত্রপাত তুরস্কের একে পার্টির গাজিয়ানতেপের সংসদ সদস্য আলি শাহিনের বক্তব্য থেকে। ব্রাজিল সফরের সময় তিনি দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সফরের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বক্তব্যে শাহিন জানান, ব্রাজিলিয়ান ইসলামি ব্যক্তিত্ব শেখ জিহাদ হাম্মাদেহের কাছ থেকেই তিনি রবার্তো কার্লোসের ইসলাম গ্রহণের খবর জানতে পেরেছেন। একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্রাজিলের সাবেক এই তারকাকে অভিনন্দনও জানান তিনি।

আলি শাহিনের ভাষ্য অনুযায়ী, রবার্তো কার্লোসের সঙ্গে শেখ জিহাদ হাম্মাদেহের বেশ কিছুদিন ধরেই যোগাযোগ ছিল। প্রায় চার সপ্তাহ আগে সাও পাওলোতে দুজনের সাক্ষাৎ হয় বলেও দাবি করেন তিনি। শাহিনের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই সাক্ষাতের সময়ই রবার্তো কার্লোস শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এই দাবির পক্ষে এখন পর্যন্ত কার্লোসের নিজের কোনো প্রকাশ্য বক্তব্য বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সামনে আসেনি। আলি শাহিনের বক্তব্যের পর খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তুরস্কের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংবাদমাধ্যম গোলও বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তবে গোলের প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়, রবার্তো কার্লোস নিজে এখনো তার ইসলাম গ্রহণের খবর নিশ্চিত করেননি। এদিকে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রবার্তো কার্লোসের সঙ্গে মরক্কোর বংশোদ্ভূত স্প্যানিশ নারী সুহাইলা এল তাহিরির বিয়ের কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়ে। এসব ছবি নতুন করে তাদের সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আলোচনা তৈরি করেছে। তবে তাদের বিয়ের বিষয়টি সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নয়। চলতি বছরের শুরু থেকেই রবার্তো কার্লোস ও সুহাইলা এল তাহিরির বিয়ে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা রয়েছে। সব মিলিয়ে রবার্তো কার্লোসের ইসলাম গ্রহণের খবরটি বর্তমানে মূলত আলি শাহিনের বক্তব্য ও তার মাধ্যমে পাওয়া দাবির ওপর নির্ভর করছে। কার্লোস নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাই এটিকে নিশ্চিত খবর হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

NY HOME CARE
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
●
আমরা কোনো ফি নেই না।
●
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
●
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

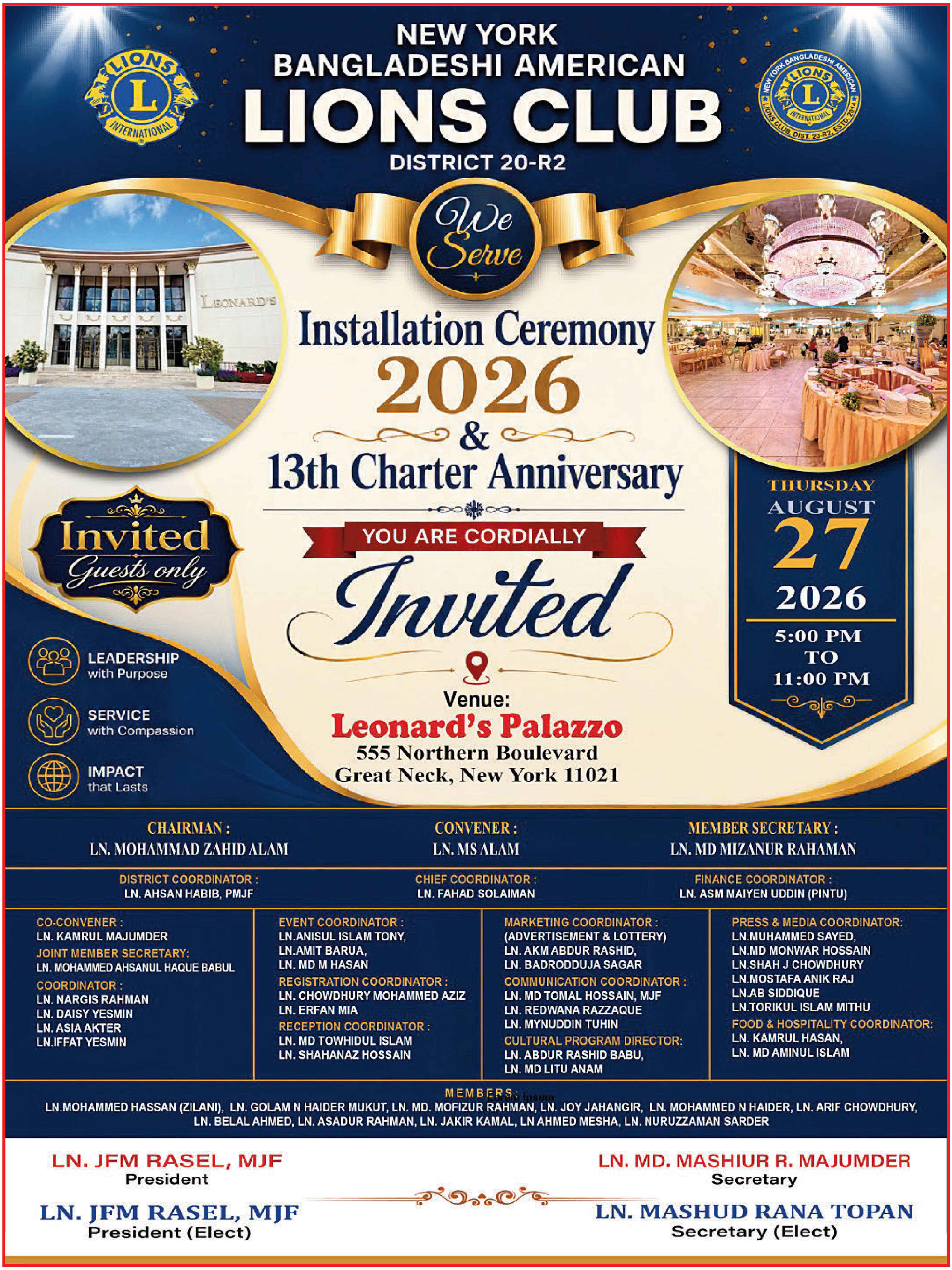

NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN
LIONS CLUB
DISTRICT 20-R2

We Serve

Installation Ceremony 2026 & 13th Charter Anniversary

Invited Guests only

YOU ARE CORDIALLY

Invited

THURSDAY
AUGUST 27
2026
5:00 PM
TO
11:00 PM

Venue:
Leonard's Palazzo
555 Northern Boulevard
Great Neck, New York 11021

LEADERSHIP with Purpose

SERVICE with Compassion

IMPACT that Lasts

CHAIRMAN :	CONVENER :	MEMBER SECRETARY :
LN. MOHAMMAD ZAHID ALAM	LN. MS ALAM	LN. MD MIZANUR RAHAMAN

DISTRICT COORDINATOR :	CHIEF COORDINATOR :	FINANCE COORDINATOR :
LN. AHSAN HABIB, PMJF	LN. FAHAD SOLAIMAN	LN. ASM MAIYEN UDDIN (PINTU)

CO-CONVENER :
LN. KAMRUL MAJUMDER

JOINT MEMBER SECRETARY:
LN. MOHAMMED AHSANUL HAQUE BABUL

COORDINATOR :
LN. NARGIS RAHMAN
LN. DAISY YESMIN
LN. ASIA AKTER
LN.IFFAT YESMIN

EVENT COORDINATOR :
LN.ANISUL ISLAM TONY,
LN.AMIT BARUA,
LN. MD M HASAN

REGISTRATION COORDINATOR :
LN. CHOWDHURY MOHAMMED AZIZ
LN. ERFAN MIA

RECEPTION COORDINATOR :
LN. MD TOWHIDUL ISLAM
LN. SHAHANAZ HOSSAIN

MARKETING COORDINATOR :
(ADVERTISEMENT & LOTTERY)
LN. AKM ABDUR RASHID,
LN. BADRODDUJA SAGAR

COMMUNICATION COORDINATOR :
LN. MD TOMAL HOSSAIN, MJF
LN. REDWANA RAZZAQUE
LN. MYNUDDIN TUHIN

CULTURAL PROGRAM DIRECTOR:
LN. ABDUR RASHID BABU,
LN. MD LITU ANAM

PRESS & MEDIA COORDINATOR:
LN.MUHAMMED SAYED,
LN.MD MONWAR HOSSAIN
LN.SHAH J CHOWDHURY
LN.MOSTAFA ANIK RAJ
LN.AB SIDDIQUE
LN.TORIKUL ISLAM MITHU

FOOD & HOSPITALITY COORDINATOR:
LN. KAMRUL HASAN,
LN. MD AMINUL ISLAM

MEMBERS:
Lorem ipsum
LN.MOHAMMED HASSAN (ZILANI), LN. GOLAM N HAIDER MUKUT, LN. MD. MOFIZUR RAHMAN, LN. JOY JAHANGIR, LN. MOHAMMED N HAIDER, LN. ARIF CHOWDHURY, LN. BELAL AHMED, LN. ASADUR RAHMAN, LN. JAKIR KAMAL, LN AHMED MESHA, LN. NURUZZAMAN SARDER

LN. JFM RASEL, MJF President	**LN. MD. MASHIUR R. MAJUMDER** Secretary
LN. JFM RASEL, MJF President (Elect)	**LN. MASHUD RANA TOPAN** Secretary (Elect)

International United
SEERAH CONVENTION
Muhammad
Sallallahu Alayhi Wa Sallam

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র নীতি-আদর্শ অনুসরণ করার বিকল্প নেই

(শেষ পাতার পর)

সকল মানুষের জন্য আদর্শ। তাঁর পথ ধরে চলতে পারলে শান্তি পাওয়া যাবে, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ ইহকাল ও পরকালে অসীম সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবেন। কেননা, মুহাম্মদ (সা:) এর জীবন চরিত্র একটি আদর্শ। পবিত্র কোরআনের বানী আর তাঁর আদর্শ আমেরিকার ঘরে ঘরে পৌছে দেয়াও সকল মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এজন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। নিউইয়র্কে আয়োজিত ১৯তম 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাত কনভেনশন-২০২৬' এ আলোচনাকালে বক্তারা এসব কথা বলেন। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রোববার (১৬ আগষ্ট) বাদ আসর থেকে শুরু করে রাত ১০টা পর্যন্ত জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলের বিশাল মিলনায়তনে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। পার্শবর্তী ইকরা পার্টি সেন্টার ছিলো মহিলাদের আসনের বিশেষ ব্যবস্থা। খবর ইউএনএ'র।

'মুহাম্মদ (সা:) বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ' শীর্ষক কনভেনশনে দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম-ওলামাগণ বক্তব্য রাখেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সামাজসেবী ও ব্যবসায়ী, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ মিন্টু। কনভেনশনের অন্যতম আয়োজক জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর খতিব ও পেশ ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেশন পরিচালনা করেন আয়োজক কমিটির অপর দুই সদস্য মুফতি মালেক ও হাফেজ রফিকুল ইসলাম।

আসরের নামাজের পর কনভেনশনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ আদিল। বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের মধ্যে প্রথম পর্বের বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম, শায়েখ হামদান আজহারী, শায়েক শফিউর রহমান, মুফতি বুরহান, মাওলানা রফিক উদ্দিন, মুফতি ফয়সাল আব্দুল ওয়াহাব, মুফতি ইউসূফ, ইমাম ড. শামসী আলী, আব্দুর রহমান ও শায়েক আবু শায়েদ মাহফিজ।

মাগরিব-এর নামাজ ও বিরতির পর অনুষ্ঠিত কনভেনশনের মূল পর্বে বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন শেলটার রক মসজিদের ইমাম কারী নজরুল ইসলাম, সামাজিক সংগঠন নাহার-এর সভাপতি ডা. আতাউল ওসমানী, ইঞ্জিনিয়ার সামি মাসুদ, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, শায়েক আব্দুল্লাহ কামাল আজহারী, মফিজুর রহমান, মুফতি ড. আনসারুল করীম, মুফতি মিজানুর রহমান এবং ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ।

কনভেনশনে বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি সীরাহ কনভেনশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মিডিয়ার স্বাধীনতা, চরমান বিশ্ব পরিস্থিতি, সর্বোত্তম পরিবার, দাওয়া'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আল কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, নবীজির সামাজিক কর্মকান্ড, ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মানবাধিকার, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম কমিউনিটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, নবীজির জীবন-আচার, কাদিয়ানীদের ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি বিষয় স্থান পান।

সবশেষে বিশেষ দোয়া মুনাজাতের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘটে। এসময় দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাওলনা মঞ্জুরুল করীম।

কনভেনশনে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মুসলিম নর-নারী অংশ নেন। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য ছিলো হরেক রকমের খাবারের বিশেষ আয়োজন। কনভেনশনে যোগদানকারীদের জন্যও ছিলো রাতের খাবার।

সিটি ডিপার্টমেন্টে এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ

(শেষ পাতার পর)

গত ১৭ আগস্ট নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস-এর কমিশনার আহমেদ তিগানি, ডেপুটি কমিশনার (বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক) রোজা কেলি, ডেপুটি কমিশনার মার্ক সানবারিয়াএবং সোনিয়া গুইওর, চিফ অব স্টাফ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে।

এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে কমিশনার আহমেদ তিগানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে প্রতিনিধিদল গভীর সম্মান ও আনন্দ প্রকাশ করে।

সভায় নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস এবং এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বিশেষ করে প্রকৌশলী ও স্থপতিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, পেশাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিওবিতে কর্মরত এএবিইএ সদস্যদের পেশাগত অগ্রগতি ও পদোন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় করা হয়।

সভায় আরও জানানো হয় যে, নিউইয়র্ক সিটি ডিওবি আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশগ্রহণের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি ডিওবি তাদের চাকরির বিজ্ঞপ্তি, ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য পেশাগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এএবিইএ সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভাগাভাগি করার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে।

এছাড়াও, নিউইয়র্কের অন্যতম কমিউনিটি সংগঠন ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউইয়র্ক (IFNY)-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে নিউইয়র্ক সিটি ডিওবির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে কমিশনার আহমেদ তিগানি এবং উপস্থিত ডেপুটি কমিশনারদের ২০২৬ সালের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। একই সঙ্গে সম্মেলন স্মারকের জন্য কমিশনারের একটি শুভেচ্ছাবার্তা বা লিখিত বক্তব্য প্রদানের অনুরোধও জানানো হয়।

সভা শেষে উভয় পক্ষই প্রকৌশলী, স্থপতি এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলোর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাসায় 'আইস' এলে দরজা খোলার আগে ৫টি অধিকার

(শেষ পাতার পর)

অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য নিজেদের মৌলিক রাইটস জানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়রস অফিস অব ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্স বা এমওআইএ বলছে, আইস মুখোমুখি হলেও একজন ব্যক্তির কিছু অধিকার রয়েছে এবং এসব অধিকার সম্পর্কে আগে থেকেই পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে রাখা জরুরি। বিশেষ করে বাসায় আইসিই এলে আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেওয়া, নিজের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নিয়ে কথা বলা কিংবা না বুঝে কোনো কাগজে স্বাক্ষর করার আগে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নিউইয়র্ক সিটির সর্বশেষ 'আপনার অধিকার জেনে নিন' নির্দেশনায়ও অভিবাসীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। প্রথমত, আইসিই এজেন্ট দরজায় এলেই তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে হবে এমন নয়। আপনার সম্মতি ছাড়া সাধারণভাবে বাসায় প্রবেশের জন্য তাদের বিচারকের স্বাক্ষর করা বৈধ জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট প্রয়োজন। আইসিই বা ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির জারি করা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ারেন্ট এবং আদালতের জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট এক বিষয় নয়। দরজা না খুলেই এজেন্টদের ওয়ারেন্ট দেখাতে বলা যায়। সেটি দরজার নিচ দিয়ে দিতে বা জানালার মাধ্যমে দেখাতে বলতে পারেন। ওয়ারেন্টটি বিচারকের স্বাক্ষর করা কি না, ঠিকানা সঠিক কি না এবং তারা যে জায়গায় প্রবেশ করতে চাইছেন সেটি ওয়ারেন্টের আওতায় আছে কি না, তা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। বৈধ জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট থাকলে শারীরিকভাবে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, আপনার চুপ থাকার রাইট রয়েছে। আপনি কোথায় জন্মেছেন, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন কিংবা আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস কী, এমন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ থাকার রাইট ব্যবহার করতে পারেন। তবে কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা ভুয়া ডকুমেন্ট দেখানো উচিত নয়।মার্কিন ভ্রমণ

তৃতীয়ত, না বুঝে কোনো কাগজে স্বাক্ষর করবেন না। আইসিই হেফাজতে নেওয়ার পরও এমন ডকুমেন্ট সামনে আসতে পারে যার আইনি প্রভাব একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা কঠিন। তাই কোনো কাগজের অর্থ না বুঝলে আইনজীবীর পরামর্শ ছাড়া স্বাক্ষর না করাই নিরাপদ।

চতুর্থত, আটক হলে আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগের রাইট রয়েছে। তবে ইমিগ্রেশন কোর্টের বিষয়টি ক্রিমিনাল কোর্টের মতো নয়। সরকার সাধারণত নিজের খরচে ইমিগ্রেশন আইনজীবী নিয়োগ করে দেয় না। এ কারণে আগে থেকেই বিশ্বস্ত ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি বা লিগ্যাল সার্ভিস সংস্থার যোগাযোগের তথ্য পরিবারের কাছে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।নিউইয়র্ক সিটির এমওআইএ বর্তমানে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নির্বিশেষে নিউইয়র্কবাসীদের জন্য বিনামূল্যে ও গোপনীয় ইমিগ্রেশন লিগ্যাল সহায়তার ব্যবস্থা রেখেছে। আইসিই বাসায় এলে বা পরিবারের কেউ আটক হলে এমওআইএ ইমিগ্রেশন লিগ্যাল সাপোর্ট হটলাইনে ৮০০-৩৫৪-০৩৬৫ নম্বরে যোগাযোগ করা যায়। ৩১১ নম্বরে ফোন করে 'ইমিগ্রেশন লিগ্যাল' বললেও সহায়তার তথ্য পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবিলা করুন। পালানোর চেষ্টা, শারীরিক বাধা, ধাক্কাধাক্কি বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে পারে। নিজের রাইটস ব্যবহার করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজে শারীরিকভাবে বাধা না দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ। আইস'র উপস্থিতি রেকর্ড করার ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রয়োজন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং এজেন্টদের কাজে বাধা না দিয়ে ঘটনা নথিবদ্ধ করা যেতে পারে। তবে ব্যক্তিগত বাসার ভেতরে অন্য কারও কথোপকথনের অডিও রেকর্ড করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

পরিবারের কেউ আটক হওয়ার আগেই একটি ইমার্জেন্সি প্ল্যান তৈরি করে রাখা উপকারী। গুরুত্বপূর্ণইমিগ্রেশন ডকুমেন্টের কপি, আইনজীবীর যোগাযোগের তথ্য এবং জরুরি অবস্থায় সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যদের দায়িত্ব কে নেবেন, এসব আগেই ঠিক করে রাখা যেতে পারে। মূল ডকুমেন্ট এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে প্রয়োজন হলে বিশ্বস্ত পরিবারের সদস্য সেটি খুঁজে পাবেন।

নিউইয়র্ক সিটির সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী, এমওআইএর লিগ্যাল সাপোর্ট সেন্টারগুলো বিভিন্ন অভিবাসী এলাকায় বিনামূল্যে ইমিগ্রেশন সহায়তা দেয় এবং বাংলা ভাষাতেও তথ্য পাওয়া যায়। কারও ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস না থাকলেও সহায়তা চাওয়ার সুযোগ রয়েছে।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আইসিই দরজায় এসেছে মানেই নিজের সব রাইটস শেষ হয়ে গেছে এমন নয়। আবার রাইটস ব্যবহার করার অর্থ এজেন্টদের শারীরিকভাবে বাধা দেওয়াও নয়। দরজা খোলার আগে ওয়ারেন্ট যাচাই করা, চুপ থাকার রাইট ব্যবহার করা, না বুঝে কোনো কাগজে স্বাক্ষর না করা, দ্রুত বিশ্বস্ত আইনি সহায়তা নেওয়া এবং পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবিলা করাই পরিবারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি।এই প্রতিবেদন সাধারণ তথ্য ও জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে তৈরি। এটি ব্যক্তিগত আইনি পরামর্শ নয়। প্রত্যেকের ইমিগ্রেশন পরিস্থিতি আলাদা হওয়ায় নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইমিগ্রেশন আইনজীবী বা স্বীকৃত লিগ্যাল সার্ভিস প্রোভাইডারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

YOUR TRUST. OUR PRIORITY. YOUR FUTURE. OUR COMMITMENT.
SHAH Z.ISLAM
NMLS ID: 2807063
Mortgage Loan Originator Partner
TAX SPECIALIST | REAL ESTATE | FINANCIAL CONSULTANCY
Mortgages, Real Estate & Financial Solutions – All Under One Roof
Shah Zaharul Islam (Hamza)
hamza@gorascal.com
TOP PRIORITY SERVICES
MORTGAGE | PURCHASE | REFINANCE | CREDIT REPAIR & CREDIT BUILDING
Faheem Hossain
Mortgage Broker
(NMLS: 1024024)
1024024
718-864-4417
faheem@gorascal.com
WHY WORK WITH ME?
I provide one-on-one guidance from application to closing, ensuring you get the best loan options with personalized financial solutions.
PROGRAMS & SERVICES
- First-Time Home Buyer Specialist
- 1099 Program
- Special Programs for Uber • Lyft • Taxi Drivers
- Low Down Payment Options
- Refinance (Lower Payment / Cash-Out Options)
- Bank Statement Programs
- No-Income Check Loans
- Investment & Mixed-Use Properties
- Foreign Nationals Program
- Hard Money Loans
- Credit Repair (Fast Improvement Strategy)
- Credit Building Guidance
- Tax Preparation & Financial Consultancy
LOW DOWN PAYMENT OPTIONS AVAILABLE
FAST PRE-APPROVALS
24-48 HOUR APPROVALS
GO RASCAL GO RASCAL
CALL / TEXT: (718) 908-2545
MAIN BRANCH
197-01 Hillside Ave
Hollis, NY 11423
Parking Available for free in roof top for our loyal customers
WE ARE HERE TO GET YOU APPROVED!
2ND BRANCH
2153 Westchester Ave
Bronx, NY 10462
Easy Access | Ample Parking
Your Dream Home Starts Here — Let's Get You Approved.
REMEMBER COOL WIRELESS

86-47 164th St, Jamaica, NY 11432
E F J TRAIN
BUS-Q65,Q8,Q83,Q110
সিকিউরিটি লাইসেন্স কোর্স-
-৮-ঘন্টা প্রি-ক্লাস
- 16-ঘন্টা OJT
- ৮-ঘন্টা বার্ষিক
- ফিংগারপ্রিন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট
SECURITY
OSHA
30-hour Construction Safety and Health
Location: 86-47 164th Street. Suite-BG, Jamaica, NY 11432
NEW YORK STATE DEPARTMENT OF STATE
MN Safety Consulting
IS DULY REGISTERED AS A SECURITY GUARD
THIS DOES NOT CONFER NYS EMPLOYEE STATUS
NOTARY PUBLIC
OSHA কোর্স
কন্সট্রাকশন, জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি, মেরিটাইম, ডিসেস্টার সাইট
-OSHA ১০-ঘন্টা
-OSHA ৩০-ঘন্টা
MN SAFETY CONSULTING
আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি।
ড্রাইভিং কোর্স
• 5-ঘন্টার প্রি-লাইসেন্সিং কোর্স
• 6-ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং
NYC DOB Training
718-535-0336
আমরা নির্মাণ শিল্পের মান অনুসরণ, নিয়ম মেনে চলা এবং নিরাপদে কাজ করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রদান করি-
✓ OSHA ✓ কর্মী ওয়ালেট ✓ ফ্লেগার ট্রেনিং
✓ SST ✓ সিকিউরিটি লাইসেন্স ✓ এরিয়াল ও সিজার লিফ্ট ট্রেনিং
✓ স্ক্যাফোল্ড ✓ Fire Safety S-56 ✓ মাষ্টার প্লাম্বিং ও ইলেকট্রিশিয়ান রিনিওয়াল ট্রেনিং
SST এবং কর্মী ওয়ালেট
40-ঘন্টা SST
- 62-ঘন্টা SST
- 16/8-ঘন্টা SST পুনর্নবীকরণ
সাফোল্ডিং এবং সাসপেন্ডেড স্ক্যাফোল্ডিং
718-535-0336
www.mncnt.com
ACCREDITED IACET PROVIDER
FDNY
NYC Buildings

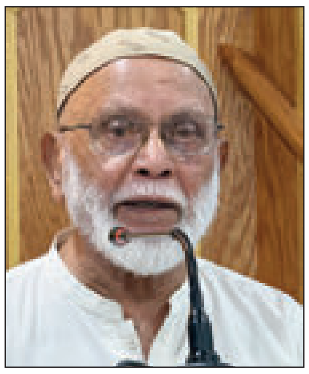

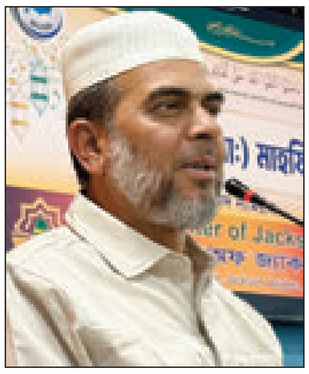

মুনা সেন্টার জ্যাকসন হাইটসের সীরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল

(শেষ পাতার পর)

সীরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আদর্শ, কোরআনের নির্দেশনা অনুসরণ এবং ইসলামের আলোকে জীবন গঠনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক এখন সময়-এর সম্পাদক জনাব কাজী সামছুল হক। কোরআন তেলাওয়াত করেন হামিমুর রহমান হামিম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের সেক্রেটারি কায়কোবাদ কবির। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন পরিচালনা করা। তিনি কোরআনের আলোকে জীবন গঠন এবং আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ লইয়ার্সের সহ-সভাপতি জানব অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব যোবায়ের এবং তিনি তাঁর আলোচনায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব ও আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর ওপর নাজিলকৃত পবিত্র কোরআনের আলোকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

এছাড়াও আলোচনা করেন মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী। তিনি পূর্ববর্তী আলোচকদের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার জন্য উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান। মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম, এলমহার্স্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি নাসির উদ্দিনসহ মুনার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সুধীজন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতির বক্তব্যে জনাব কাজী সামছুল হক মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমেরিকায় ফ্যামিলি স্পন্সরশিপে নতুন নিয়ম

(শেষ পাতার পর)

চলছে। যারা দেশ থেকে তাদের বাবা-মা ও সন্তান, স্ত্রী বা স্বামীদের যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে আনবেন, তাদের জন্য বিষয়গুলো জানা আবশ্যক। কার্যকর হওয়া নতুন গাইডলাইন গত ১ আগস্ট ২০২৫ থেকে ইউএসসিসআইএস ফ্যামিলি-বেসড আবেদনের জন্য নতুন গাইডলাইন কার্যকর করেছে, যা এখন পলিসি ম্যানুয়ালে যুক্ত হয়েছে। এটি পেন্ডিং এবং নতুন - দুই ধরনের আবেদনের জন্যই প্রযোজ্য।

মূল পরিবর্তনগুলো হলোঃ Form I-130 এ পারিবারিক সম্পর্ক প্রমাণে আরও স্পষ্ট প্রমাণ লাগবে, বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে জালিয়াতি ঠেকাতে। একাধিক পিটিশনে নজরদারিঃ একই স্পন্সরের একাধিক বা সম্পর্কিত পিটিশনে অসঙ্গতি পেলে বাড়তি যাচাই হবে। ইন্টারভিউ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সম্পর্কের সত্যতা যাচাইয়ে যাদের জন্য আবেদন করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ'র মুখোমুখি হতে হবে।স্ট্যাটাস না থাকলে পিটিশন অনুমোদিত হলেও বৈধ স্ট্যাটাস না থাকলে Notice to Appear ইস্যু হতে পারে। এছঅড়া অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট (আই-৮৬৪) এ প্রস্তাবিত কড়াকড়িঃ DHS 8 CFR 213a আপডেট করার পরিকল্পনা করছে। নতুন প্রস্তাবে স্পন্সরকে প্রমাণ করতে হবে তার পর্যাপ্ত সম্পদ আছে। এর জন্য ক্রেডিট স্কোর, শেষ ৩ বছরের ট্যাক্সের সার্টিফাইড কপি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য জমা দেওয়ার নিয়ম আনার প্রস্তাব এসেছে। ডিভোর্স হলেও স্পন্সরশিপের দায়িত্ব শেষ হবে না। সবচেয়ে বড় প্রস্তাবিত বিল - Americans First Immigration Act: গত ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ব্যারি মুর এই বিলটি আনেন। এটি এখনো আইনে পরিণত হয়নি, কিন্তু পাস হলে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন আমূল বদলে যাবেঃ

ডাইভারসিটি ভিসা লটারি (গ্রিন কার্ড লটারি) পুরোপুরি বাতিল হবে। এটি ট্রাম্প প্রশাসন ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে স্থগিত করেছিল। ফ্যামিলি স্পন্সরশিপ শুধু স্পাউস এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাবা-মা, ভাই-বোন এবং প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা আর ফ্যামিলি ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে পারবেন না। এমপ্লয়মেন্ট গ্রিন কার্ডের পরিবর্তে পয়েন্ট-বেসড মেরিট সিস্টেম আসবে, যেখানে বয়স, শিক্ষা, ইংরেজি দক্ষতা এবং বেতনের উপর পয়েন্ট দেওয়া হবে। অতএব সংশ্লিষ্টদের করণীয় হচ্ছে, এ মুহূর্তে বর্তমান আইনই বহাল আছে। বিলটি এখনো প্রস্তাব পর্যায়ে। I-130 ফাইল করার আগে সংশ্লিষ্টরা একজন স্বীকৃত ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির পরামর্শ নিতে পারেন। USCIS এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপডেট সবসময় নতুন ও পরিবর্তিত তথ্য থাকে, সেগুলোও দেখা উচিত।

GLOBAL Tours & Travel
WORLD Tours & Travel
My Best Fly
নিরাপদে ভ্রমণকরুন টার্কিশ এয়ারলাইন্সে
TURKISH AIRLINES SPECIAL SALE
TURKISH AIRLINES
Round Trip from
NEW YORK → DHAKA
$899+
INCLUDES 3 PIECES LUGGAGE
Taxes may apply. Limited-time offer.
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
USA Office
37-12 75th St, 2nd floor Suite # 206. Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor), Purana Paltan Line, Bijoynagar, Dhaka-1000

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২৫ ডলার।

ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯

ফ্যাক্স: [illegible]

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

ও কলেজগুলোতে ছাত্ররা এই নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হতে ক্রমশ এরশাদ বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। এরশাদ কিন্তু এতে ভীত হয়ে চুপচাপ বসে নেই। তিনি কবিদের, সুন্দরী নারীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করার পাশাপাশি ১৯৮৬ সালের প্রথম প্রহরেই একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে ফেলেন। হয়ত ভেবে থাকবেন বন্দুকের নল দিয়ে নয় রাজনীতিকে তিনি মোকাবেলা করবেন রাজনীতি দিয়ে। ‘কুনঠে বাহে, জাগো সবায়’ বলে রংপুরের ছেলে এরশাদ দেশবাসীকে ডাক দেন একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। পরে তিনি নিজেই এই বিষয়ে একটি গান লেখেন, “নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা/ নতুন করে আজ শপথ নিলাম/ নব জীবনের ফুল ফোটাব/ প্রাণে প্রাণে আজ দীক্ষা নিলাম’। গানের প্রথম দুটি লাইন অসাধারণ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। অমর সুরস্রষ্টা আজাদ রহমান গানটিতে দারুণ সুরারোপ করেন। তখনকার একমাত্র টেলিভিশন বিটিভিতে সংবাদের আগে এই গানটি সচিত্র প্রচার করা হত। আমার মত লক্ষ কোটি তরুণ এই সঙ্গীত ভিডিওটি দেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

এরশাদ তার নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠন করে দেশের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পদ-পদবী ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে দলে ভেড়ান। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং বিএনপির মওদুদ আহমদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুজনকেই এরশাদ পালাক্রমে তার প্রধানমন্ত্রী করেন। এছাড়া শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, কাজী জাফর আহমদ প্রমূখ রাজনীতিককে তিনি দলে ভেড়ান।

১৯৮২ সালে এরশাদ যদি বিএনপির নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে তার পদ থেকে সরিয়ে না দিতেন তাহলে হয়ত বাংলাদেশে এই ভয়াবহ পরিবারতন্ত্রের উত্থান ঘটত না। শেখ মুজিব যেভাবে নেপোটিজম করে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজের পরিবারের মালিকানাধীন করতে চেয়েছিলেন সেখান থেকে জিয়াউর রহমান বেশ সফলতার সঙ্গেই দেশকে বের করে এনেছিলেন। তিনি তার পরিবারের কাউকেই ক্ষমতার উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তোলেননি, শুধু তাই নয়, ক্ষমতার আশে-পাশেই পরিবারের সদস্যদের ভিড়তে দেননি। যার ফলে জিয়ার নির্মম মৃত্যুর পরে পরিবারের কেউ নয়, দলের বর্ষিয়ান ব্যক্তি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দলীয় মনোনয়নে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় হয়ত এর পরে বদরুদ্দোজা চৌধুরী আসতেন, এরপরে দলের অন্য যোগ্য, মেধাবী ও জ্যেষ্ঠ নেতারা সুযোগ পেতেন। এভাবেই দলের এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদটি উন্মুক্ত থাকত সারা দেশের মানুষের জন্য।

দল গঠন করে এরশাদ আর কালক্ষেপণ করতে চাইলেন না, আসলে যাদেরকে দলে ভিড়িয়েছিলেন সেই দুধের মাছিরা ক্ষমতার স্বাদ নেবার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯৮৬ সালের মে মাসে সংসদ নির্বাচন দেন। সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিল না। কিছুতেই খালেদা জিয়াকে এরশাদ রাজী করাতে পারেননি, কারণ খালেদা জিয়া এবং বিএনপির নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এরশাদের অধিনে কোনো ভালো নির্বাচন হবে না। নির্বাচনে প্রার্থী যে-ই হোক, রাষ্ট্রপতি এরশাদই থাকবেন এবং সংসদেও তার জাতীয় পার্টিরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। এই প্রহসনের নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি কিছুতেই রাজী হলো না। কিন্তু লোভী, বালখিল্য হাসিনাকে এরশাদ পটিয়ে ফেলেন। একটা কথা খুব ছড়িয়ে পড়েছিল, নারী লোভী এরশাদ হাসিনাকে নিয়ে একটা লং ড্রাইভে গিয়েছিলেন এবং সেই লং ড্রাইভেই তাকে পটিয়ে ফেলেন। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে সমঝোতা হবার আরো একটি বড়ো কারণ ছিল দুজনই ভারতের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রাজনীতি করতেন, কাজেই এই সমঝোতায় ভারতের ভূমিকা থাকলে থাকতেও পারে। এরশাদের সঙ্গে কোনো ধরনের বোঝাপড়াতেই খালেদা জিয়া রাজী না হওয়ায় তার নাম হয়ে যায় ‘আপোষহীন নেত্রী’।

এরশাদ তো অনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আছেনই। মে মাসে সংসদ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসনে জয়লাভ করে। নৌকা মার্কা নিয়ে আওয়ামী লীগ পায় ৭৬টি আসন এবং সংসদে বিরোধী দল হয়। জামায়াতে ইসলামীও সেই নির্বাচনে অংশ নেয়, তারা ১০টি আসনে জয়লাভ করে। ৩২ টি আসনে যেসব স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করেছিল তারা সবাই পরে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেয়। এরশাদের এই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে এই সময়টাতে এরশাদ উপজেলা পদ্ধতি করে, রাস্তাঘাট করে, গান-কবিতা লিখে, মাঠে-ঘাটে উন্নয়নের নামে ছোটাছুটি করে, শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন। শতভাগ শুদ্ধ নির্বাচন হলে এবং বিএনপি অংশ নিলে হয়ত বিএনপিই সর্বোচ্চ আসন পেত কিন্তু এককভাবে সরকার গঠন করার মত অবস্থা হয়ত কারোরই হত না। বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি তিন দলই কাছাকাছি আসন পেত। এরশাদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী জাতির সঙ্গে বেঈমানী করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই নির্বাচনে যদি এই দুটি দল অংশ না নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিত তাহলে ৯০-এর অভ্যুত্থান ১৯৮৬ সালেই হয়ে যেত।

দেশে এখন একটি নির্বাচিত সংসদ আছে, তিনি কী করে আর অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন? অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ। আওয়ামী লীগ কেন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী দেয়নি? আমার বিবেচনায় এটিও হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেই এরশাদ করেছেন। সংসদ নির্বাচনে কিছুটা ছাড় দিলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তো কিছুতেই ছাড় দেবেন না, কারণ রাষ্ট্রপতি তাকে হতেই হবে। কোনো কারণে সংসদে তার দলের কর্তৃত্ব না থাকলে, ঝামেলা হলে, তিনি সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন, সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার আছে কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদ তো কিছুতেই হারানো যাবে না। হাসিনাও জানত এরশাদের প্রস্তাবে রাজী হওয়াই ভালো কারণ রাষ্ট্রপতি তো তিনিই হবেন, নির্বাচন যেমনই হোক। কাজেই তাকে বৈধতা দেবার জন্য প্রার্থী না দিয়ে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেই বরং তার কাছ থেকে অধিক ফায়দা আদায় করা যাবে। সরকারি হিশেব অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিনে ৫৪.৯ শতাংশ মানুষ ভোট দেয় এবং প্রাপ্ত ভোটের ৮৪.১ শতাংশ ভোট পেয়ে এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এবার আর তাকে পায় কে। তিনি এখন দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। কাজেই আগের চেয়ে তার এখনকার ভাষণে তার কণ্ঠের জোর অনেক বেড়ে যায়। যখন তখন যাকে খুশি মন্ত্রী বানান, যাকে খুশি বাদ দেন। যাকে খুশি প্রধানমন্ত্রী বানান। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে শুধু সাত্তারকেই সরিয়ে দেননি, সরিয়ে দিয়েছিলেন উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মোহাম্মদুল্লাহকেও। গত ৪ বছর তিনি আর কাউকে উপরাষ্ট্রপতি হিশেবে নিয়োগ দেননি। এবার নিজে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হয়ে প্রথমেই একজন উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। উপরাষ্ট্রপতি হন একেএম নুরুল ইসলাম। নুরুল ইসলামের স্ত্রী জাহানারা আরজু লেখালেখি করতেন। তার সঙ্গে আমাদের একটা লেখক-সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং জসীম উদদীন পরিষদের জন্য আমরা কিছুটা সরকারি আনুকুল্যও পাই।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না
অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্নী
কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌছে যাব আপনার কাছে

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- মেডিকাল ম্যালপ্রাকটিস

Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368

The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!
SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$
Resdential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.
BUY - SELL - RENT
20 Years Experience
আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis and Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোনঃ 929-393-7331
Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor,
Professional/ Couteous!
Tel. 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com
EXIT
EXIT REALTY PRIME
189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী পালিত

(শেষ পাতার পর)

হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণের আয়োজন করা হয়। নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্যাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি গিয়াস আহমেদ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন ও নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাফ আহমেদ, প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুল হক আজাদ, দেওয়ান কাউছার, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ এম আনোয়ার, আশরাফ হোসেন, আব্দুল কাইয়ুম, আনিছুল রহমান, মাহবুবুল রহমান মুকুল, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, আলমগির হোসেন, আল মামুন সবুজ, জাহিদ হাসান সুমন, মোহাম্মদ বসির, মোহাম্মদ সাদ্দাম, মোহাম্মদ আনোয়ার, রেজবুল কবীর, মোহাম্মদ শাহীন, মুক্তাদির চৌধুরী, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মোহাম্মদ টিপু, জসীম উদ্দীন, মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, জাকারিয়া হায়দার, কাজী আসাদুল্লাহ, মোহাম্মদ মুস্তফা, ফারুক আহম্মেদ ও ইঞ্জিনিয়ার মাঈনুদ্দীন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার আপসহীন ভূমিকার কারণেই আজ বিএনপি ক্ষমতায়। তিনি মৃত্যুকে ভয় পাননি। তাকে কারাগারে রেখে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। এত কিছুর পরও তিনি তার অবস্থানে অবিচল ছিলেন।তিনি বলেন, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিদেশে অবস্থান করেও আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যারা এখন বলছেন বিএনপি আন্দোলনে ছিল না, তারা মিথ্যাচার করছেন। তারেক রহমানই প্রথম এক দফা দাবি ঘোষণা করেছিলেন। সেই এক দফা দাবি ছিল ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ। থেকে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, তারেক রহমান নিউইয়র্কে এলে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা অলিউল্যাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান অনুষ্ঠান সফল করার জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরে তিনি দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ায় খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিতদের মধ্যে তবারক বিতরণ করা হয়।

মিনেসোটায় প্রাইমারিতে

(শেষ পাতার পর)

মাধ্যমে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার দৌড়ে মনোনয়ন নিশ্চিত করেলেন তিনি। তিনি প্রতিনিধি পরিষদের এই আসন থেকে চারবার কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। মিনেসোটার পঞ্চম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে ইলহান ওমর ২০১৮ সাল থেকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এবার প্রাথমিক বাছাইয়ে তিনি সেখানে ৮০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। এই পঞ্চম ডিস্ট্রিক্টটি মিনেসোটা তথা পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ডেমোক্র্যাট-প্রভাবিত এলাকা। ইলহানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জুলি টি লে, আবেনা ম্যাকেঞ্জি, লাটোনিয়া রিভস ও নাট শ্লুটার। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিষয়ক কঠোর ব্যবস্থার বিরোধিতা করাকে যিনি অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বলে মনে করেন, সেই ইলহান তাঁর শেষ সাধারণ নির্বাচনে ৫০ শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে এবং ২০২৪ সালের প্রাইমারিতে ১৩ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। এসব কারণেই এই বছর প্রথমবারের মতো তাঁকে প্রাইমারিতে বড় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হতে হয়নি। ইলহানের আসনে রিপাবলিকানদের প্রাইমারিতে ৫২ দশমিক ১ শতাংশ ভোট পেয়ে জন নাগেল জয়ী হতে পারেন বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ‘অপারেশন মেট্রো সার্জ’-এর সময় সেন্ট পল ফেডারেল আদালতে অপ্রীতিকর এক ঘটনার পর শিরোনামে আসার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাথায় সাবেক মার্কিন অ্যাটর্নি ‘লে’ এই প্রাইমারির দৌড়ে যোগ দেন। এক মাসেরও কম সময়ে প্রায় ৯০টি অভিবাসন মামলার দায়িত্ব পাওয়ার পর, নিজে একজন অভিবাসী হয়েও লে নাকি বিচারকের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁকে যেন আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়ড়্যাতে তিনি ‘পুরো ২৪ ঘণ্টা ঘুমাতে পারেন’। লে আরও যোগ করেছিলেন, ‘এই ব্যবস্থার কোনো মানে হয় না, এ চাকরিটাও বাজে।’ তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ইলহানের জনপ্রিয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য বহু বছর ধরেই তিনি ট্রাম্প এবং তাঁর ‘মাগা’ (এমএজিএ) সমর্থকদের নিয়মিত আক্রমণের শিকার হয়ে আসছেন। তাঁরা বারবার ওমরের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর সোমালি ঐতিহ্যকে উপহাস করেছেন। ইলহান ও তাঁর স্বামী, রাজনৈতিক পরামর্শক টিম মাইনেটের আর্থিক লেনদেন গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। গত সোমবার ইলহান জানান, রিচফিল্ডে তিনি উপস্থিত ছিলেন এমন একটি টাউন হল মিটিংয়ের বাইরে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একজন তদন্তকারীকে দেখা গেছে। ইলহান এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, ‘যারা আমার বা আমার ভোটারদের ক্ষতি করতে পারে, এমন ব্যক্তিদের ওপর নজর রাখার পরিবর্তে রিচফিল্ড পুলিশকে সময় ব্যয় করতে হয়েছে এই ঘটনা তদন্ত করতে যেড়কেন একজন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্টের ভুয়া প্লেট নম্বরের একটি গাড়িতে করে আমার কংগ্রেশনাল অনুষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার অনুষ্ঠানের বাইরে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্টের উপস্থিতির উদ্দেশ্য কী ছিল, তা নিয়েও মারাত্মক ও অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠেছে।’ গত জানুয়ারিতে মিনিয়াপোলিসে একটি টাউন হল অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি ইলহান ওমরের দিকে তেড়ে আসেন। এ সময় ওই উগ্র ব্যক্তি তাঁর ওপর একধরনের তরল ছিটিয়ে দেয়, যা পরবর্তী সময়ে আপেল সিডার ভিনেগার হিসেবে শনাক্ত হয়। হামলার পর গণমাধ্যমকে ইলহান বলেছিলেন, ‘আমি একদম ঠিক আছি। আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা ঠিক হয়নি। তবে তাঁরা ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছে। আমি ভয় পাওয়ার বা দমে যাওয়ার মতো মানুষ নই।’

ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরবের নতুন নির্দেশনা

(শেষ পাতার পর)

সুবিধাসহ ওমরাহ ভিসার মেয়াদ এক বছর হলেও প্রতিবার সৌদি আরবে প্রবেশের আগে বাধ্যতামূলকভাবে নতুন সার্ভিস প্যাকেজ বুকিং এবং ওমরাহ পারমিট নিতে হবে। রবিবার (১৬ আগস্ট) দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩৬৫ দিন মেয়াদি এই মাল্টিপল-এন্ট্রি ওমরাহ ভিসাধারীদের প্রতিটি সফরের আগে ‘নুসুক’ (ঘঁংশ) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুমোদিত সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে সার্ভিস প্যাকেজ কিনতে হবে। পাশাপাশি সৌদিতে পৌঁছানোর আগেই ‘নুসুক’ অ্যাপ থেকে সংগৃহীত ওমরাহ পারমিট সাথে রাখতে হবে। গত জুলাই মাসে চালু হওয়া এই বিশেষ ওমরাহ ভিসা ইস্যুর তারিখ থেকে এক বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এই সময়ে একাধিকবার সৌদি আরবে যাওয়ার সুবিধা থাকলেও সব মিলিয়ে দেশটিতে অবস্থানের মোট সময় ৯০ দিনের বেশি হতে পারবে না।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওমরাহ পালনকারীদের যাতায়াত ও সময়সূচি বিন্যাসে স্বাচ্ছন্দ্য আনতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে ভিসার মেয়াদ এক বছর মানেই যখন-তখন সরাসরি চলে যাওয়ার সুযোগ নেই; প্রতিবার ভ্রমণের আগেই সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলী মানতে হবে। মন্ত্রণালয়ের স্পষ্ট বার্তা, প্রতিটি সফরের জন্য নুসুকের মাধ্যমে অনুমোদিত নতুন সার্ভিস প্যাকেজ নিতে হবে, যার মেয়াদ কোনোভাবেই ভিসার অবশিষ্ট মেয়াদের বেশি হতে পারবে না। এ ছাড়া পারমিটে উল্লেখিত তারিখের সঙ্গে সার্ভিস প্যাকেজের নির্ধারিত তারিখের পূর্ণ মিল থাকা বাধ্যতামূলক। প্রথমবার ওমরাহ যাত্রীদের ক্ষেত্রে নুসুক প্ল্যাটফর্মে সার্ভিস প্যাকেজ ক্রয়ের মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু হবে। এরপর ভিসার আবেদন ও আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে। সৌদি পৌঁছানোর পর বন্দরে প্রবেশের তথ্য নথিভুক্ত করার পাশাপাশি প্রস্থানের তথ্যও স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হবে, যাতে ওই যাত্রী ৯০ দিনের মোট অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে কত দিন অবস্থান করেছেন তা সহজেই হিসাব করা যায়। সোজা কথায়, হাতে এক বছরের ওমরাহ ভিসা থাকলেও প্রতিবার নতুন করে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে পা রাখার আগে অনুমোদিত সার্ভিস প্যাকেজ ক্রয় ও নুসুক অ্যাপের পারমিট সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। সূত্র : সৌদি গেজেট

প্রোহেলথ হোমকেয়ার
দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।
মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914
প্রোহেলথ হোমকেয়ার
ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৫ অক্টোবর

(শেষ পাতার পর)

আবু নাসের ।তিনি জানান, আগে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে ওই সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা থাকায় নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান ।আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং নির্বাচন কমিশনের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় সোসাইটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় সংশ্লিষ্টরা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে সবার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের নতুন তারিখ ২৫ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়।

যৌথসভায় বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজসহ অন্যান্য ট্রাস্টিগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরসহ অন্যান্য কমিশনারগণ এবং সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের বলেন, নির্বাচন পিছিয়ে আগামী ২৫ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের পাশাপাশি তফসিলের অন্যান্য তারিখেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার ছিল সদস্য যাচাই-বাছাইয়ের শেষ দিন। তবে সদস্যদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই তারিখও পরিবর্তন করে আগামী ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট ও অফিসে এসে সদস্য তথ্য যাচাই ও সংশোধন করা যাবে। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে এবং ৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। মনোনয়নপত্র বাছাই ৭ সেপ্টেম্বর। আপিল করা যাবে ৮ সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন প্রত্যাহার ৯ সেপ্টেম্বর এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে। নির্বাচনে প্রার্থীতার শর্ত ও বিধিমালা অপরিবর্তিত থাকবে।

ছয় মাসের হিসাব-নিকাশ

(৮ পাতার পর)

ও কৃষকের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল, আর আগামী পাঁচ বছরে প্রায় এক কোটি কর্মসংস্থানের রোডম্যাপড়এসব অন্তত সদিচ্ছার পরিচয় বহন করে। বিদেশি বিনিয়োগেও কিছুটা ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলেছে। বিচারব্যবস্থায় দ্রুততার নজিরও চোখে পড়েছে। আলোচিত ধর্ষণ-হত্যা মামলার রায় কয়েক সপ্তাহেই সম্পন্ন হওয়া, ৪৫ বছর পলাতক থাকা এক আসামিকে গ্রেপ্তারড়এই 'দ্রুত বিচার' ভুক্তভোগীর আস্থা কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেয়। তবে ঘোষণা আর রোডম্যাপ এক জিনিস, আর মূল্যস্ফীতি বাস্তবে সহনীয় স্তরে নামিয়ে আনা, কিংবা প্রতিশ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরীক্ষা, যার চূড়ান্ত রায় দিতে আরো সময় লাগবে।

কিন্তু কলাম কোনো সরকারি ইশতেহার নয় যে কেবল অর্জনের মালা গাঁথবে। প্রাপ্তির উল্টো পিঠে ঘাটতির খতিয়ানও সমান দীর্ঘ, কোথাও কোথাও আরো ভারী। কারণ একজন কলামিস্টের দায় স্তুতি নয়, নির্মোহ বিশ্লেষণ। এই ছয় মাসের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার নাম জ্বালানি। মার্চ-এপ্রিলের সংকট গড়িয়ে জুলাইয়ে গ্যাসের চাপ এমন তলানিতে ঠেকেছে যে একে একে বন্ধ হয়েছে শিল্পকারখানা, স্তব্ধ হয়েছে সার কারখানা ও সিএনজি স্টেশন, লোডশেডিং আবার ফিরিয়ে এনেছে অন্ধকার। কারখানার চাকা থেমে গেলে থামে উৎপাদন, থামে কর্মসংস্থান, চড়ে দ্রব্যমূল্য। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সরলতা যতই প্রশংসনীয় হোক, চুলা না জ্বলা গৃহিণীর কাছে কিংবা বেতন-বন্ধ শ্রমিকের কাছে সেই সরলতা কোনো সান্ত্বনা বয়ে আনে না। পরিসংখ্যানে মূল্যস্ফীতি খানিক নামলেও বাজারের থলেতে স্বস্তি ফেরেনিড়নীতির কাগুজে সাফল্য আর হেঁশেলের বাস্তবতার এই ব্যবধানই সরকারের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে গতি বাড়ানোর কথা বহুবার শোনা গেলেও মাঠের পদক্ষেপ শ্লথ; আমদানিনির্ভরতার এই ফাঁদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে না পারলে শিল্পের চাকা বারবার হোঁচট খাবে।

দ্বিতীয় ঘাটতি আইনশৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ দলীয় শৃঙ্খলায়। চাঁদাবাজি, দখলদারি, টেন্ডার-বাণিজ্য আর পেশিশক্তির প্রদর্শনড়চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্ত ঝরেছিল, ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে দলের একাংশ যেন সেই একই পথেই পা বাড়িয়েছে। এখানে একটি ছোট্ট সংবাদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে বড় সতর্কবার্তা। ঝালকাঠির ক্ষমতাসীন দলেরই সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম নিজ ফেসবুক পাতায় প্রকাশ্যে লিখেছেনড়দলের নেতাকর্মীরা ছয় মাসে অনেক 'খেয়েছেন', এমনকি টাকার বিনিময়ে পতিত দলের লোকদের নিজ দলে ভিড়িয়েও 'খাচ্ছেন'; তার আক্ষেপ, 'মনে হচ্ছে আপনারা দলটাকেই খেয়ে ফেলবেন।' শাসকদলেরই একজন জনপ্রতিনিধির কণ্ঠে এই আর্তনাদ নিছক ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়, ইতিহাসের সাবধানবাণী। এই নিবন্ধকার সম্প্রতি এ কলামেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেনড়যেখানেই দল রাষ্ট্রকে গিলে ফেলেছে, সেখানেই সংবিধান থেকেছে কেবল কাগজে, নির্বাচন পরিণত হয়েছে নিছক আনুষ্ঠানিকতায়। প্রধানমন্ত্রী নিজেই দল ও সরকারকে রেললাইনের দুই পাতের মতো সমান্তরাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু কেন্দ্রের সেই সংযমের বার্তা তৃণমূলে পৌঁছাচ্ছে সামান্যই।

শুধু চাঁদাবাজিই নয়, দলীয়করণের পুরোনো ব্যাধিও নতুন মোড়কে ফিরছে। এক বছরের চুক্তিতে একাধিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে এবং সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদের প্রশাসক-আসনে দলীয় লোকদের বসানোর অভিযোগ ইতোমধ্যে সমালোচনার ঝড় তুলেছে; স্থানীয় সরকারের নির্দলীয় চরিত্র ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা প্রকট। আরো উদ্বেগজনক হলো দলের ভেতরের রক্তক্ষয়ী কোন্দলড়আধিপত্য ও ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে একই দলের কর্মীর হাতে কর্মীর প্রাণহানির খবরও শিরোনাম হয়েছে। যে দল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে স্বৈরাচারকে হটিয়েছিল, ক্ষমতায় গিয়ে সেই দলেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রাণঘাতী হয়ে উঠলে তা কেবল দলের নয়, রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও অশনিসংকেত।

তৃতীয় অস্বস্তির জায়গা জুলাই সনদ। যে অভ্যুত্থানের কাঁধে ভর করে এই সরকারের অভ্যুদয়, সেই অভ্যুত্থানের অঙ্গীকারনামা বাস্তবায়নে শ্লথতা সরকারের সদিচ্ছাকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে; সনদ ঘিরে সৃষ্ট উত্তেজনা রাজনৈতিক আস্থার ভিতে চিড় ধরাচ্ছে। আর সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিযোগটি সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণড় 'বদলায়নি কিছুই।' শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে পুরোনো দলীয়করণের ছায়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দলীয় দখল, প্রশাসনিক পদায়নে দলীয় সুপারিশের নিঃশব্দ প্রত্যাবর্তনড়এসব দেখে সংস্কারকামী নাগরিকের মনে সংশয় জাগে, 'রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পরিবর্তন কি তবে কেবল মুখের বদল, ব্যবস্থার নয়?' এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের জুতসই জবাব সরকারের হাতে এখনো নেই। সংস্কারের প্রতিশ্রুতি যত দীর্ঘায়িত হয়, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ তত ঘনীভূত হয়; আর সেই শূন্যতাতেই সুযোগ খোঁজে পরাজিত পতিত শক্তি।

তাহলে ছয় মাসের সারসংক্ষেপ কী দাঁড়ায়? এক অদ্ভুত স্ববিরোধ। ওপরে এক সংযমী, ভদ্র, ব্যক্তিপূজাবিমুখ নেতৃত্ব; নিচে সেই নেতৃত্বেরই দলীয় কর্মীদের একাংশের বেপরোয়া আচরণ। জনগণ কোনো সরকারকে প্রধানমন্ত্রীর সাদাসিধে জীবনযাপন দিয়ে মাপে না, মাপে থানার দারোগা, তহশিল অফিসের কেরানি আর মহল্লার দলীয় নেতার আচরণ দিয়ে। কাজেই আসল পরীক্ষা নীতিঘোষণায় নয়ড়পরীক্ষা হলো, ক্ষমতাসীন দল নিজের বিপথগামীদের রাশ টেনে ধরতে পারে কি না। প্রধানমন্ত্রীর সংযমের বার্তা যদি মন্ত্রণালয়ের সিঁড়ি বেয়ে থানার দরজা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের আঙিনা পর্যন্ত না পৌঁছায়, তবে সে বার্তা কেবল সংবাদ-সম্মেলনের অলংকার হয়েই থেকে যাবে। কেন্দ্র যদি নিজের ঘরেই সবচেয়ে কঠোর হতে পারে, তবেই এই ছয় মাসের ইতিবাচক ভিত্তি দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারে রূপ নেবে; নইলে ভালো সূচনাও সেই পুরোনো বৃত্তেই হারিয়ে যাবে, যে বৃত্ত ভাঙতে এ জাতিকে বারবার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, ক্ষমতাসীন প্রায় প্রতিটি দলই এই পরীক্ষায় বারবার হোঁচট খেয়েছে; ক্ষমতার মধু বরাবরই দল ও রাষ্ট্রের সীমারেখা গলিয়ে দিয়েছে।

শেষ কথা হলো, ভালো শুরু অর্ধেক কাজ বটে, কিন্তু বাকি অর্ধেকই সবচেয়ে দুরূহ। ইতিহাস বিপ্লবের রক্তকে যেমন স্বর্ণাক্ষরে মনে রাখে, তেমনি বিপ্লব-পরবর্তী প্রতিশ্রুতিভঙ্গকেও কখনো ক্ষমা করে না। জনগণ প্রতিশ্রুতির বাগ্মিতা শুনতে চায় না, তারা দেখতে চায় দৃশ্যমান ফল-চুলায় আগুন, বাজারে স্বস্তি, পথে নিরাপত্তা, প্রশাসনে ন্যায্যতা। দৃষ্টির আড়ালে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা তুষের আগুন সময়মতো নেভানো না গেলে একদিন তা দাউদাউ করে জ্বলে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নকেই ছাইভস্মে পরিণত করতে পারে। 'সরকার বদলায়, প্রজাতন্ত্র বদলায় না'ড়এই সরল সত্য যেদিন ক্ষমতাসীনেরা অন্তরে ধারণ করবেন, রাষ্ট্রকে দলের সম্পত্তি নয় বরং সবার অভিভাবক হিসেবে গণ্য করবেন, সেদিনই কেবল এই যাত্রা সার্থক হবে। আগামী ছয় মাস তাই কেবল একটি সরকারের নয়, গোটা জাতিরও অগ্নিপরীক্ষা।

লেখক : রাজনীতি বিশ্লেষক, সাবেক অধ্যাপক সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে
১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: [illegible]

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২১ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

সোসাইটি (জেবিএফএস) নিউইয়র্কের অন্যতম একটি সামাজিক সংগঠন। স্থানীয় বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে সংগঠনটি। ‘ব্যাক টু স্কুল সাপ্লাই’ বিতরণ এমনি একটি কার্যক্রম। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবার গ্রীস্মের ছুটি শেষে স্কুলে ফিরে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করবে। এ উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। জ্যামাইকার ১৬৫ হাইল্যান্ড এভিনিউস্থ ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে ২১ আগস্ট শুক্রবার বিকেল ৫টায় জেবিএফএস বিতরণ করবে স্কুল সাপ্লাই। বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ। এছাড়া থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান। হালকা নাশতার ব্যবস্থাও থাকবে বলে জানান জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইকবাল আহমদকে আহবায়ক, রাশেদুজ্জামান মিয়া হিমুকে সদস্য সচিব ও ইসমাইল হোসেন স্বপনকে প্রধান সমন্বয়কারী করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে।

জ্যাকসন হাইটসে ‘মা ফাউন্ডেশন’র ২১ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

স্কুল খোলাকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করবে অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘মা ফাউন্ডেশন ইউএসএ’। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আগামী ২১ আগস্ট বিকেল ৪টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রস্তুতিতে সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে পরিবারগুলোর ওপর আর্থিক চাপ কিছুটা কমানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এ কর্মসূচিতে সহযোগিতায় থাকবে 1st Aide Home Care। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে প্রায় ৪শ স্কুল সামগ্রী তুলে দেবেন ‘Maa Foundation USA a non profit Organization 501 (c) (3) Approved’ এর ফাউন্ডার ও প্রেসিডেন্ট ড. জিসি প্যাট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহজাদী পারভিন সারাহ। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ডিস্ট্রিক্ট ২৫-এর কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান।

আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের জন্য বিতরণ করা সামগ্রীর মধ্যে থাকবে স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলম, পেন্সিলসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। নতুন শিক্ষাবর্ষে স্কুলে ফেরার সময় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর মধ্যে 1st Aide Home Care এবং ‘মা ফাউন্ডেশনের’ এ উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করছেন তারা।

আয়োজকরা জানান, স্কুলে ফেরার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ানোও এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে কমিউনিটির শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা রয়েছে। ২১ আগস্ট বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য এ কর্মসূচিতে জ্যাকসন হাইটস ও আশপাশের এলাকার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিত থাকার জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলম-পেন্সিলসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এছাড়া ফ্রি আইসক্রিমও বিতরণ করা হবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে।নতুন শিক্ষাবর্ষে শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের স্কুলজীবনের নতুন যাত্রাকে আরও আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক করে তুলতেই এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন মা ফাউন্ডেশনের সাথে সংশ্লিষ্টরা।

CONVENTION
TORONTO-CANADA WILL CELEBRATE -2024
THE TASTE OF BANGLADESH
ET THE PRESS

ফোবানার টরন্টো সম্মেলন ৪-৬ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

সোসাইটি। এবারের ফোবানার শ্লোগান হচ্ছে ‘অনুভবের চেতনায় আমাদের বাংলাদেশ’। গত ১৫ আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ এসব জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। সম্মেলনের প্রস্তুতি, কর্মকান্ড ও প্রত্যাশা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ফোবানা’র চিফ পেট্রোনস শাহ নেওয়াজ, সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬-এর চীফ নিগোসিয়েটর ও ফাইনাল সাইনিং অথরিটি ড. আবু জুবায়ের দারা, ফোবানা’র জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহাব উদ্দিন সাগর, টরন্টো সম্মেলনের কনভেনরদ্বয় দেওয়ান আজীম ও খোকন রহমান এবং মেম্বার সেক্রেটারীদ্বয় জহুরুল ইসলাম ও জাহিদ চৌধুরী ও কালচারাল কো-অর্ডিনেটর তাপস দেব।

সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন ফোবানা’র নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা’র কোষাধ্যক্ষ ওয়াহিদ কাজী এলিন, সদস্য খন্দকার ফরহাদ ও সাদেক খান সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গিয়াস আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো সম্পৃক্ত করাই এবারের ফোবানা সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। শাহ নেওয়াজ বলেন, আমাদের ফোবানাই আসল ফোবানা। আমাদের নামেই নিউইয়র্ক ও কানাডাতে ফোবানার রেজিষ্ট্রেশন করা। আলী ইমাম বলেন, বিভক্ত ফোবানা ঐক্যবদ্ধ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বিভক্তির কারণেই মামলা-মোকদ্দমা নিয়েই ফোবানা এগিয়ে চলছে, ফোবানা-কে এগিয়ে যেতে হবে। আবু যুবায়ের দারা বলেন, ফিফা আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের যৌথ ভেন্যু ছিলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। তাই এবারের ফোবানা সম্মেলনের নামকরণ করা হয়েছে- ‘ফিফা ৪০তম ফোবানা কনভেনশন-২০২৬’। তিনি বলেন, এবারের সম্মেলন হবে দলমত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহনের ফোবানা সম্মেলন। সম্মেলনে প্রথম দিন শুক্রবার জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকবে। আমাদের প্রত্যাশা বেষ্ট ফোবানা সম্মেলন উপহার দেয়া।

সংবাদ সম্মেলনে কানাডা থেকে আগত ফোবানা নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সবার সহযোগিতায় সেরা সম্মেলন উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এক প্রশ্নের উত্তরে ফোবানা নেতৃবৃন্দ বলেন, সম্মেলনে কানাডার এমপি, ইমিগ্রেশন বিষয়ক মন্ত্রী সহ ১০/১৫জন হাই অফিসিয়াল জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ফোবানা আবু যুবায়ের দারা জানান, এবারের সম্মেলনে বাজেট দেড় লাখ ডলার। এই বাজেটের সিংহভাগ অর্থ যোগান দেবেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ফোবানা’র চিফ পেট্রোনস শাহ নেওয়াজ। বাকী অর্থ নিজেরাই যোগান দেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ২০২৬ টরেন্টোর ডন ভ্যালি হোটেল এন্ড সুটসে ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনন্স ইনক নর্থ আমেরিকা’র (ফোবানা) ৪০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন কানাডা-বাংলাদেশ সোসাইটি। আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকার বাঙালীদের প্রথম এবং জনপ্রিয় সংগঠন ফোবানা। সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিক ও স্বনামধন্য শিল্পীদের নিয়ে প্রতিবছরই জমকালো কনভেনশন আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফোবানার ৪০তম বর্ষপূর্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে কানাডার টরেন্টোতে ২০২৬ এর ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী বাংলাদেশী শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এবারের ফোবানার শ্লোগান হচ্ছে ‘অনুভবের চেতনায় আমাদের বাংলাদেশ’।

ফোবানার এবারের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সম্মতি দিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দীন স্বপন। গেষ্ট অব অনার হিসেবে থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী বাবু নিতাই রায় চৌধুরী ও কানাডাস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার নাহিদা সোবহান। ফোবানার এবারের আয়োজনে সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করবেন বিশ্বখ্যাত জাদু শিল্পী জুয়েল আইচ ও বরেণ্য অভিনয় শিল্পী ফরিদা আখতার ববিতা। তাদের এই সম্মেলন থেকে আজীবন সন্মাননা দেয়া হবে। সাাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, সেলিম চৌধুরী, ডলি সায়ন্তনী, জোহরা আলীম, সুকণ্যা ঘোষ, পিন্টু ঘোষ, অনিক রাজ, শাহনাজ বেলি, সজীব, সমি, ফকির সাহাবুদ্দিন, আঁখি আলমগীর, কলকাতা থেকে প্রিয়ংবদা ব্যানার্জী ও ঝিলিক। ফোবানার আয়োজনে গোল্ড স্পন্সর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন ফোবানা’র চিফ পেট্রোনস শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয় যে, এবারের সম্মেলনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে কিভাবে ফোবানার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি ও দায়িত্ব দেয়া যায় সেসব বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক ইসুতে সেমিনার-সিম্পোয়িাম ছাড়াও বাংলাদেশ এবং প্রাসের শিল্পীদের নিয়ে একটি নান্দনিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়া হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর আন্দোলনের চেতনাকে লালন করেই এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মনে রাখেতে হবে, আমরা সকলেই ৩০ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত লাল-সবুজের পাসপোর্টধারী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনার জোর প্রয়াস থাকবে। আমরা মনে করি, এবারের ফোবানা সম্মেলন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের জন্য একটি মিলনমেলা এবং নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেবে। বাংলাদেশের কৃষ্টি, কালচার, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সৃজনশীলতাকেও এবারের সম্মেলনে প্রাধান্য দেয়া হবে। আমরা প্রবাসীদের নিয়ে বিজনেস নেটওয়ার্ক তৈরি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিজনেস লাঞ্চ, বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি, ঐতিহ্য তুলে ধরে বিভিন্ন আসর, ইয়ুথ গ্রুপের কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ নানা বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেবো। আর সম্মেলনে প্রবাসীরা যাতে ফেলে আসা বাংলাদেশকে খুঁজে পায় সে চেষ্টা থাকবে।

গিয়াস আহমেদ বলেন, ‘ফোবানা’ প্রবাসের একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বৃহত্তম একটি সংগঠন। এটি মূলত: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য ও কানাডা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশী সংগঠনগুলোর একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম। ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রথম সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফোবানার যাত্রা শুরু হয়। ফোবানার মূল লক্ষ্য ছিলো কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি, বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং এর প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসীদের জীবন-যাত্রার মানউন্নয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রচনা করা।

প্রবাসীদের এনআইডি সংশোধন হবে পাসপোর্ট-ওয়ারিশ সনদের ভিত্তিতে

(শেষ পাতার পর)

থাকলেও চলবে। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বিষয়টি এখনো আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে। সিদ্ধান্ত হলে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) সংশোধন করা হতে পারে। সূত্রগুলো বলছে, অনেকেই কম বয়সে পাসপোর্ট করে বিদেশ গমন করেন পরিবারে সচ্ছলতা আনতে। এতে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অনেকের পাসপোর্ট নবায়ন করতে গেলে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই পাসপোর্টকে ভিত্তি ধরেই প্রবাসীদের সংশোধন আবেদন বিবেচনা করা হবে। আবার জন্মতারিখ সংশোধন করতে ওয়ারিশ সনদ নেওয়া হবে, যেখানে পরিবারের সদস্যদের এনআইডি উল্লেখ করতে হবে। আর এনআইডি না থাকলে শিক্ষা সনদকে প্রাধান্য পাবে। জানাগেছে, পাসপোর্টের পাশাপাশি ওয়ারিশ সনদ, প্রবাসে জব আইডি, রেসিডেন্স কার্ড, বিএমইটি কার্ড, ভিসা পেপারস, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রভৃতি নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কেউ যাতে অনৈতিক সুবিধা নিতে না পারে বা প্রকৃত প্রবাসী প্রমাণের জন্য পাসপোর্টে ভিসা সিল, ইমিগ্রেশনের তথ্য নেওয়া হবে। এ বিষয়ে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, এনআইডি সেবা সহজ করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।

ইতোমধ্যে কাজের গতি বেড়েছে। সেবাগ্রহীতা এতে সুফল পাচ্ছেন। সামনে আরো পাবেন।বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দুবাই, সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ম্যানচেস্টার ও বার্মিংহাম, ইতালির রোম ও মিলান, কুয়েতের কুয়েত সিটি, কাতারের দোহা, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা ও সিডনি, কানাডার অটোয়া ও টরন্টো, জাপানের টোকিও, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, মিয়ামি, ওয়াশিংটন ডিসি ও লস অ্যাঞ্জেলেস, মালদ্বীপের মালে, ওমানের মাসকাট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াসহ মোট ১৪টি দেশের ২৪টি স্টেশনে ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও নতুন করে সুইডেন, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডে কার্যক্রম শুরু করছে ইসি।

বাংলায় কথা বলে চমকে দিলেন মামদানি

(শেষ পাতার পর)

এসেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। একাধিক ভাষায় তার কথা বলার দক্ষতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসায় ভাসছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, নিউইয়র্কের উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২ হাজার ১০০টি বিনা মূল্যের নাটকের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ দুটি করে টিকিট পাবেন। এই উদ্যোগের প্রচারণায় বিভিন্ন ভাষায় ভিডিও প্রকাশ করেন মামদানি। প্রথমে স্প্যানিশ ভাষায় একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি। এরপর মান্দারিন ভাষায় কথা বলে সবাইকে চমকে দেন। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা তৈরি হয় তার বাংলা ভাষায় দেওয়া ভিডিওটি নিয়ে।

ভিডিওর শুরুতেই মামদানি বলেন, ‘কেমন আছো, নিউইয়র্ক সিটির উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা?’ এরপর পুরো বক্তব্য বাংলায় দেওয়ার পর তিনি বলেন, ‘ঠিক আছে, তাহলে দেখা হবে নাটকে।’ বাংলাভাষী নিউইয়র্কবাসীসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ তার ভিডিও দেখে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকেই তার বাংলা উচ্চারণের প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ মজার ছলে মন্তব্য করেছেন, মামদানি যেন একের পর এক ভাষা সংগ্রহ করে চলেছেন। মামদানি উগান্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু সময় কাটিয়ে সাত বছর বয়সে নিউইয়র্কে চলে যান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি এর আগেও আরবি, হিন্দি ও উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। মামদানির এই বহুভাষিক প্রচারণা নিউইয়র্কের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

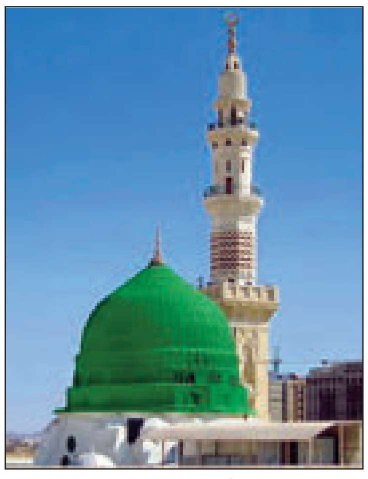

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

(১০ পাতার পর)

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের জন্য ঈদস্বরূপ, আর আপনার অন্যতম নিদর্শন।’ (সূরা মায়িদা : ১১৪)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে খাঞ্চা ভরা খাওয়া পেলে তা যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষায় সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আনন্দোৎসবের কারণ ও আল্লাহ তাআলার নিদর্শন হয় তাহলে সৃষ্টির সেরা মানব, রহমতের ভা-ার রাসূলে পাক (সা.)-এর মতো এ মহান নেয়ামতের আগমন দিবস কতই না মর্যাদাবান, গুরুত্বহ, কতই না আনন্দের তা সহজেই অনুমেয়। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন : ‘আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার বংশের একজন স্বপ্নে তাকে খুবই খারাপ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনার অবস্থা কি? সে জবাবে বলল, তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পর আমার কল্যাণজনক কিছুই হয়নি, হ্যাঁ, এই আঙ্গুল (শাহাদাত অঙ্গুলি) দ্বারা পানি পাই। কারণ, এ আঙ্গুলের ইশারায় আমি দাসী সুয়াইবাকে মুক্তি দিয়েছিলাম।’ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ফাতহুল বারী এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহ.) তাঁর রচিত ‘আইনী’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন : ইমাম সুহাইলী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, ‘আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর তাকে স্বপ্নে দেখি যে, অত্যন্ত দুরবস্থার মাঝে পতিত রয়েছে। সে বলল, ‘তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর আমি শান্তির মুখ দেখিনি। তবে প্রতি সোমবার আমার আযাব লাঘব করা হয়।’ হযরত আব্বাস (রা.) বলেন : ‘তার এ আযাব লাঘবের কারণ হলো রাসূলে পাক (সা.)-এর জন্মদিন ছিল সোমবার। তাঁর জন্মের সুসংবাদ নিয়ে আসায় দাসী সুয়াইবাকে সে খুশিতে মুক্তি দেয়। (ফাতহুল বারী, ৯ম খ-, পৃ. ১১৮; আইনী, ২০/৯৫)

যে কাফের সম্পর্কে কুরআন মজীদে সরাসরি নাযিল হয়েছে : ‘ধ্বংস হয়েছে আবু লাহাবের দু’হাত এবং সে নিজেও।’ সে যদি একজন কাফের হওয়া সত্ত্বেও ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর খুশির কারণে তার প্রতি সোমবার আযাব লাঘব হয়, শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে পানি বের হয়- যা খেয়ে সে তৃপ্ত হয়, একজন মুসলমান ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন ও আনন্দানুষ্ঠান করলে তাতে রহমত, বরকত লাভ এবং আযাব থেকে মুক্তিলাভের এক বিরাট সুযোগ তা যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সহজেই অনুধাবন করতে পারে। কবি শেখ সাদী (রহ.)-এর ভাষায় :

বন্ধুদের বঞ্চিত করার প্রশ্নই আসে না, তুমি তো এমন সত্তা যে, দুশমনের দিকেও লক্ষ্য রাখ।’ মিলাদুন্নবী উদযাপন দিবসকে কেন্দ্র করে রাসূলের পুরো জীবনকে আয়নার মতো নিজের জীবনের সামনে তুলে ধরা এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ জীবন গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণের মতো উত্তম ও বরকতময় কাজ আর কী হতে পারে? রাসূলের মর্যাদা বর্ণনা করার সাথে সাথে তাঁর দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। অতীতে মনীষিগণ রাসূলের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে রাসূলের সুন্নাতকে তাঁদের জীবনে বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। হযরত আলী (রা.) যেমন ছিলেন রাসূলের সুন্নাতের ধারক তদ্রুপ প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তিনি বলেন : নবুওয়াত বৃক্ষের মাঝে তিনি বাছাইকৃত আলোকের আধার, সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত, বাতহা তথা মক্কা মুয়াজ্জমার মূলকেন্দ্র, অন্ধকারের বাতি, হেকমত ও প্রজ্ঞার উৎস-প্রস্রবণ।’ (নাহজুল বালাগা, খুতবা ১০৭) (চলবে)

প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যু বাড়ছেই

(শেষ পাতার পর)

কাটানো। কিন্তু সেই স্বপ্নের একটি বড় অংশই দেশে ফিরছে কফিনে মোড়া অবস্থায়। গত পাঁচ বছরের হিসাবে দেখা গেছে, প্রতিবছরই আগের বছরের চেয়ে প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ‘মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক’ সনদ দেওয়া হলেও মরদেহ আঘাতের চিহ্ন থাকায় পরিবারগুলো ক্ষতিপূরণ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ৫ হাজার ৩৮ জন প্রবাসী কর্মীর মরদেহ ফেরত এসেছে। এটি এখন পর্যন্ত এক বছরে দেশে ফেরত আসা মরদেহের সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর আগের বছর ২০২৪ সালে দেশে ফিরেছিল ৪ হাজার ৮১৩ জন প্রবাসী কর্মীর মরদেহ। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৫৫২ জন। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে প্রায় ৪.৭ শতাংশ বেশি বা ২২৫টি মরদেহ বেশি দেশে এসেছে।

এদিকে চলতি ২০২৬ সালে একাধিক মর্মান্তিক ঘটনায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এপ্রিলে বাহরাইনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিহত এসএম তারেকের মরদেহ দেশে ফেরে। মে মাসে সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত বাংলাদেশি কর্মী আব্দুল্লাহ আল মামুনের মরদেহও দেশে আনা হয়। গত ৯ আগস্টে সৌদি আরবের রিয়াদে একটি সোফা তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ বাংলাদেশি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে বাংলাদেশ দূতাবাস নিশ্চিত করেছে। তাদের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মিজানুর রহমান বলেন, প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মানসিক চাপ। এরপরই রয়েছে পরিবেশগত সমস্যা। তিনি বলেন, সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে- পরিবেশগত সমস্যা এবং খাদ্যাভ্যাস। সৌদি আরবের মরুভূমিতে কাজ করার উপযুক্ত না হওয়া এবং রিচ ফুড খাওয়ার অভ্যাস না থাকায় কর্মীরা মানিয়ে নিতে পারছে না। এ ছাড়াও যেসব কর্মী বিদেশে যায় তাদের অধিকাংশই গরিব। তারা নানাভাবে ঋণ করে, কেউ সুদে টাকা নিয়ে বিদেশে যান। কিন্তু সেই তুলনায় উপযুক্ত বেতন না পাওয়ায় মানসিক চাপ বেশি পড়ে তাদের ওপর। দুশ্চিন্তা গ্রাস করে তাদের। এ কারণেই বেশি মৃত্যু হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে ৩ হাজার ৮১৮ জন, ২০২২ সালে ৩ হাজার ৯০৪ জন, ২০২৩ সালে ৪ হাজার ৫৫২ জন, ২০২৪ সালে ৪ হাজার ৮১৩ জন ও ২০২৫ সালে ৫ হাজার ৩৮ জন প্রবাসে মারা যান। এই ধারাবাহিক পরিসংখ্যান দেখায়, প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক বছর ধরে ঊর্ধ্বমুখী। ২০২১ সালের ৩ হাজার ৮১৮ থেকে ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৫ হাজার ৩৮ হয়েছে। ৫ হাজার ৩৮ জনকে ১২ মাসে ভাগ করলে মাসে গড়ে প্রায় ৪২০ জন এবং দিনে গড়ে প্রায় ১৪ জন প্রবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরার হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রায় প্রতিদিনই একাধিক পরিবার বিদেশ থেকে তাদের স্বজনের কফিন গ্রহণ করছে। কোন দেশগুলো থেকে বেশি মরদেহ আসে? প্রবাসীকর্মীদের মরদেহের বড় অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মরদেহ দেশে ফেরে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন।

প্রবাসীকর্মীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রায়ই স্ট্রোক, হৃদ্?রোগ, সড়ক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য দুর্ঘটনাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অভিবাসন অধিকারকর্মী ও গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে এসব মৃত্যুর প্রকৃত কারণ যাচাইয়ের দাবি জানিয়ে আসছেন। কারণ মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় না হওয়ায় ক্ষতিপূরণও পান না পরিবারগুলো।

পরিবারের ওপর প্রভাব : একজন প্রবাসীকর্মীর মৃত্যু শুধু একটি প্রাণহানি নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরিবারের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ। বিদেশ যাওয়ার জন্য অনেক কর্মী ঋণ করেন। কর্মীর মৃত্যু হলে একদিকে পরিবারের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে ঋণের বোঝা থেকে যায়। ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাধ্যমে মৃত কর্মীর মরদেহ দেশে আনা, বিমানবন্দরে পরিবারের কাছে হস্তান্তর এবং দাফন ও পরিবহন ব্যয়ে সহায়তা দেওয়া হয়। বর্তমানে বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে মরদেহ গ্রহণের পর তাৎক্ষণিক পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫ হাজার ৩১২ জন মৃত প্রবাসীকর্মীর পরিবারকে মোট ১৮ কোটি ৫৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালে ৫ হাজার ৩৮ জন প্রবাসীকর্মীর মরদেহ দেশে ফেরার ঘটনা বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসনের নিরাপত্তা ও মানবিক দিক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে মৃতদেহ দেশে ফেরার সংখ্যা প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি। এই পরিস্থিতিতে শুধু মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা নয়, বরং বিদেশে কর্মীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং মৃত্যুর কারণের স্বাধীন তদন্ত নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেশে মরদেহ আসার পর প্রয়োজনীয় ময়নাতদন্তের সুযোগ থাকা উচিত। রামরু পরিচালক মেরিনা সুলতানা বলেছেন, প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত প্রয়োজন। দূতাবাসগুলোকেও প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে। এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, হত্যা, সড়ক দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত মৃত্যু আলাদা শ্রেণিতে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সৌদি আরবেই সবচেয়ে বেশি মৃত্যু : প্রবাসীকর্মীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা সৌদি আরব। ২০২৪ সালে দেশে ফেরত আসা ৪ হাজার ৮১৩টি মরদেহের মধ্যে ১ হাজার ৬২৬ জনেরই মৃত্যু হয়েছে সৌদি আরবে। দেশটিতে প্রায় ৩০ লাখ বাংলাদেশি কর্মী রয়েছেন। সৌদি আরবের পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মরদেহ এসেছে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও কুয়েত থেকে।

মৃত্যুর ধরনও এক নয় : সরকারি নথিতে স্ট্রোক, ব্রেন হেমারেজ, হৃদরোগসহ অসুস্থতাজনিত মৃত্যুকে ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’ হিসেবে দেখানো হয়। পাশাপাশি রয়েছে কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা ও হত্যাকাণ্ড।অল্প বয়সে এত মৃত্যু কেন? ২০২৪ সালের মৃতদের গড় বয়স ছিল প্রায় ৩৮ বছর।

গবেষকদের প্রশ্ন- কর্মক্ষম বয়সের এত মানুষের আকস্মিক মৃত্যুর পেছনে শুধু ব্যক্তিগত অসুস্থতা দায়ী, নাকি কাজের পরিবেশ, অতিরিক্ত তাপ, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অপর্যাপ্ত বিশ্রাম, মানসিক চাপ ও নিরাপত্তাহীনতারও ভূমিকা রয়েছে?

‘স্বাভাবিক মৃত্যু’ কতটা স্বাভাবিক? : রামরুর এক গবেষণায় দেখা যায়, মৃত প্রবাসী কর্মীদের পরিবারের প্রায় ৪৮ শতাংশ মৃত্যুসনদে উল্লেখ করা কারণ বিশ্বাস করেন না। গবেষণায় দেশে ফেরত আসা মরদেহের প্রায় ৩১ শতাংশের মৃত্যু দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উঠে আসে। পরিবারগুলোর সন্দেহের কারণও আছে। কোথাও শরীরে আঘাতের চিহ্ন, কোথাও বিদেশে যাওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, কোথাও নির্যাতনের অভিযোগ-এসবের পরও মৃত্যুসনদে লেখা থাকে ‘হার্ট অ্যাটাক’, ‘স্ট্রোক’ বা ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– কোনো মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলা আর সেটি প্রমাণিতভাবে কর্মক্ষেত্রের মৃত্যু বলা এক বিষয় নয়। কিন্তু সন্দেহ থাকলে তদন্ত না করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। সৌদি আরবে কর্মক্ষেত্রের মৃত্যুর অভিযোগ-২০২৫ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সৌদি আরবে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মৃত অভিবাসী কর্মীদের পরিবার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিয়ে অনুসন্ধান করে। তাদের প্রতিবেদনে ভবন থেকে পড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া এবং অন্যান্য গুরুতর কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনার কথা উঠে আসে। সংস্থাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হলো- কিছু কর্মক্ষেত্রের মৃত্যুকেও ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, ফলে পরিবার ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সংস্থাটি ৩১ জন মৃত অভিবাসী কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘ ও জটিল বলে বর্ণনা করে।

দেশে পরিবার কত টাকা পায়? : বাংলাদেশে মৃত প্রবাসীকর্মীর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের। বর্তমানে মরদেহ পরিবহন ও দাফনের জন্য পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মৃত কর্মীর পরিবারকে ৩ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরে আছে প্রবাসীকর্মী বীমা। ২০২২ সালের নতুন কাঠামোয় মৃত্যুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বীমা সুবিধা নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মী নিজেই এককালীন ১ হাজার টাকা প্রিমিয়াম দেন। তবে এখানেই বড় ফাঁক- ২০২৪ সালে ৪ হাজার ৮১৩টি মরদেহ দেশে এলেও মাত্র ১ হাজার ১৫টি মৃত্যু-সংক্রান্ত বীমা দাবি পরিশোধ হয়েছিল। বিদেশে কী ক্ষতিপূরণ? : সৌদি আরবে কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু হলে শ্রম ও সামাজিক বীমা ব্যবস্থার অধীনে পরিবারের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, বাস্তবে পরিবারকে দীর্ঘ প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় ক্ষতিপূরণ আটকে যায়। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা : মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে হলে প্রথম প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্য। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে একটি মরদেহ দেশে আসার পর তার মৃত্যুর কারণ, বয়স, পেশা, নিয়োগ কর্তা, কর্মস্থল, ময়নাতদন্ত হয়েছে কি না, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং বিদেশে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে কি না– এসব তথ্য এক জায়গায় পাওয়া কঠিন। ফলে একই সমস্যা বারবার ঘটলেও রাষ্ট্রের হাতে প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাভিত্তিক তথ্য তৈরি হচ্ছে না।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ATTORNEY
M. MOSTAFA
(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Taxi, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 to EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration H1B, L1, E2
- Green Card Replacement/Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green Card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ সকল প্রকার ইমিগ্রেশন এসাইলাম ও কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

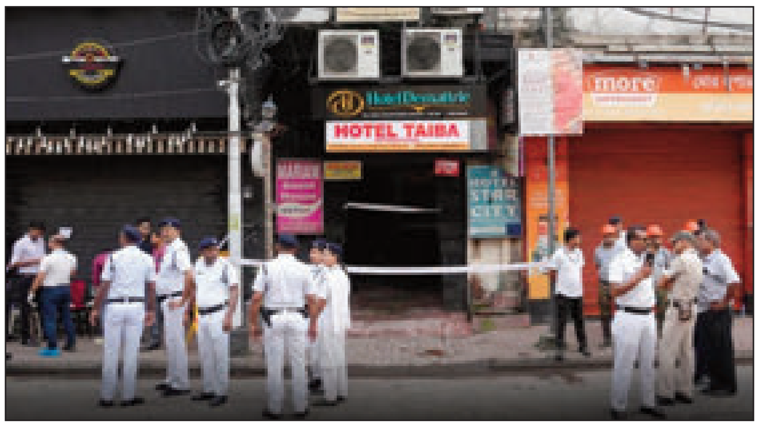

কলকাতার হোটেলে আগুনে ৯ বাংলাদেশির মর্মান্তিক মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শিশুসহ ৯ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আহত আটজন। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। একই তথ্য দিয়েছে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস। আহত ব্যক্তিদের কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ অন্যান্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, হতাহত হওয়া ব্যক্তিরা হোটেলটির আবাসিক অতিথি ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক। চিকিৎসার জন্য তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন। উঠেছিলেন মির্জা গালিব স্ট্রিটের তিনতলার হোটেল শিখা ইনে। কলকাতার ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরের একেবারে পাশেই হোটেলটির অবস্থান। পাঁচতলা এই হোটেল ভবনের প্রতিটি তালায় রয়েছে বিভিন্ন হোটেল, বিভিন্ন নামে।

শিখা ইন হোটেলের এক আবাসিক অতিথি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে এ আগুন লাগে তিনতলায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা হোটেল। মানুষ আটকে পড়েন। হোটেলে ঢোকার পথ ছিল সরু ও অপ্রশস্ত। ছিল না অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা। এসব ছাড়াই হোটেলটি চলছিল। নিহত ব্যক্তিদের নাম এখনো জানায়নি কলকাতা পুলিশ। তবে তারা বলেছে, ৯ জন মারা গেছেন, ৮ জন গুরুতর আহত। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিক। কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ কর্মকর্তার বরাতে ভারতের দ্য হিন্দু পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, আগুনে ৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক মারা গেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়, মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশিরা আছেন। কলকাতার ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরের পাশে হোটেলটির অবস্থান। আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে হোটেলের আবাসিক অতিথিদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ফায়ার সার্ভিস ধারণা করছে, শর্টসার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। কতজন ওই হোটেলে ছিলেন, তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে পাঁচতলা এ হোটেল ভবনের প্রতিটি তলায় আরও আবাসিক হোটেল আছে বিভিন্ন নামে। স্থানীয় লোকজন বলছেন, এখানে মূলত বাংলাদেশিরা বেশি আসেন। এসব হোটেলে থেকে তাঁরা চিকিৎসা করান।

স্ত্রী, সন্তান, শ্বশুরসহ কুষ্টিয়ার সাংবাদিকের মৃত্যু : মৃত দেবাশীষ দত্ত আজকের পত্রিকা ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নাইনের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ছিলেন। এ ছাড়া তিনি কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত আজকের আলো পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। ওই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী আফসানা শারমীন (২৭), ছেলে শর্ণশীষ দত্ত (৩) ও শ্বশুর আকরাম হোসেন (৬০) মারা গেছেন। চিকিৎসার জন্য ১৫ দিন আগে তাঁরা ভারতের কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন। বুধবার তাঁদের দেশে ফেরার কথা ছিল। মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় নিউমার্কেটের কাছে মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শিশুসহ ৯ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এর মধ্যে কুষ্টিয়ার ওই চারজন ছিলেন। সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত (৩৯) কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ার দিলীপ দত্তের ছেলে। সকালে দিলীপ দত্ত ছেলে, পুত্রবধূ ও তাঁদের সন্তানের মৃত্যুর খবর পান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি ছেলের (দেবাশীষ) লাশের ছবি দেখেছেন। দিলীপ দত্ত জানান, দেবাশীষের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে ফাহিমাকে (৮) রেখে ৩ আগস্ট তিনি স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ভারতে যান। দুই দিন পর তাঁর শ্বশুরও কলকাতায় যান। প্রথমে তাঁরা কলকাতায় দুই দিন ছিলেন। এরপর স্ত্রী ও ছেলের চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে যান। গত সোমবার রাত এগারোটায় উড়োজাহাজে করে কলকাতায় আসেন তাঁরা। সেখানে হোটেলে উঠেছিলেন। দিলীপ দত্ত জানতে পারেন যে অগ্নিকাণ্ডে তাঁরা সবাই মারা গেছেন। দেবাশীষের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকাল থেকে তাঁর বাড়িতে বন্ধু, সাংবাদিক ও প্রতিবেশীরা ভিড় করেন। ছেলেকে হারিয়ে মা স্বপ্না দত্ত পাগলপ্রায়। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন, ‘আমার দেবা (দেবাশীষ) একটু পরই বাড়িতে আসবে। এত দেরি করছে কেন? রাতে বলেছিল, ব্যাগ গোছাচ্ছে। সকালেই রওনা দেবে বাড়ির উদ্দেশে।’

দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপি ও সমমনা দলের মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি’র মহাসচিব, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। অপর প্রার্থী জামায়াতসহ ১১ দলীয় ঐক্য জোটের অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদ। নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩৪৯ জন সংসদ সদস্য। সর্বশেষ ১৯৯১ সালের ৮ই অক্টোবর সংসদ সভাকক্ষে ১১তম প্রেসিডেন্ট পদে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। ওই সময়ে বিএনপি’র প্রার্থী হয়েছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন বদরুল হায়দার চৌধুরী। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বদরুল হায়দার চৌধুরীকে (৯২ ভোট) পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস। তিনি ভোট পেয়েছিলেন ১৭২।

গতকাল বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, দীর্ঘদিন পর এমন নির্বাচন হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ও সংসদ সচিবালয়ের অভিজ্ঞতা সীমিত। তবে সম্ভাব্য সব দিক বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, মহড়া ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে কমিশনের সর্বশেষ প্রস্তুতি, ভোটগ্রহণের পদ্ধতি, ব্যালটের স্বচ্ছতা, সরাসরি সমপ্রচার, প্রচারণা এবং ফলাফল ঘোষণা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। সিইসি বলেন, ১৯৯১ সালের পর আবারো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কিছু ঘাটতি রয়েছে। নির্বাচন কমিশন কিংবা সংসদ সচিবালয়-কেউই দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরনের নির্বাচন আয়োজনের সুযোগ পায়নি। ফলে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সেই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তবে প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি নেই জানিয়ে সিইসি বলেন, সম্ভাব্য সব দিক বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়ায়ও কোনো ঘাটতি যেন না থাকে, সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সব অংশীজনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন করতে আত্মবিশ্বাসী।

দীর্ঘদিন পর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হওয়ায় এবারের নির্বাচনকে ঐতিহাসিক হিসেবে দেখছেন সিইসি। সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এ নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। ২৪ জুলাই সাবেক প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করার পর সাংবিধানিক ও আইনগত প্রক্রিয়ায় নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু করে নির্বাচন কমিশন। এর আগে ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তফসিল অনুযায়ী ১৩ আগস্ট মনোনয়নপত্র জমা, ১৬ আগস্ট যাচাই-বাছাই এবং ১৮ আগস্ট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় শেষ হয়। একাধিক প্রার্থী থাকায় আজ ২০শে আগস্ট সংসদ ভবনে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে ভোটগ্রহণ হবে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সেখানেই ভোট গণনা করা হবে। এ জন্য সংসদ সদস্যদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করে ভোট দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, সংসদ কক্ষে প্রবেশের সময় সংসদ সচিবালয়ের সরবরাহ করা পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। নিজ আসনে বসার পর সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে নিজের নাম ও নির্বাচনী সংখ্যাযুক্ত ব্যালট সংগ্রহ করতে হবে। এরপর নির্ধারিত স্থানে নিজের পূর্ণ নাম লিখে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে ফেরত দিতে হবে। পছন্দের প্রার্থীর নামের বিপরীতে নির্ধারিত স্থানে নিজের পূর্ণ নাম লিখে ভোট দিতে হবে। ভোট দেয়া শেষে ব্যালট নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সে রাখতে হবে। ব্যালট লেখার সময় কোনো ভুল হলে তা বাক্সে রাখার আগে নির্বাচনী কর্মকর্তার কাছে যেতে হবে।

ওপেন ব্যালটে ভোট: এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে ভোটের স্বচ্ছতা। সিইসি’র বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যালটের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার পরিবর্তে স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট সাধারণ নির্বাচনের গোপন ব্যালটের মতো নয়; আইন অনুযায়ী এটি প্রকাশ্য ভোট। ব্যালটে ভোটদাতার পরিচয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। সিইসি জানিয়েছেন, ব্যালটের ওপর ভোটারের নাম এবং প্রার্থীর নাম থাকবে। ফলে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণযোগ্য থাকবে। তবে ফলাফল ঘোষণার সময় কোন সংসদ সদস্য কোন প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন, তা আলাদাভাবে ঘোষণা করা হবে না। অর্থাৎ ভোটের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকবে, কিন্তু ফলাফল ঘোষণার সময় প্রত্যেক সংসদ সদস্যের ভোট আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও বিরোধীদলীয় নেতার ভোট দেয়ার দৃশ্য সরাসরি সমপ্রচার করা হবে বলে জানিয়েছেন সিইসি। ভোট গণনার সময়ও সরাসরি সমপ্রচার চালু থাকবে। ফলে দেশের মানুষ ভোটগ্রহণ ও গণনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরাসরি দেখতে পারবেন।

সংসদ কক্ষে প্রচারণা নিষিদ্ধ: ভোটগ্রহণের সময় সংসদ অধিবেশন কক্ষে কোনো ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না। কোনো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য বক্তব্য বা প্রস্তাব দেয়ার সুযোগও থাকবে না। নির্বাচন কমিশনের ৯ দফা নির্দেশনায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে সংসদ ভবনের বাইরে প্রচারণার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বলে জানিয়েছেন সিইসি। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, ভোট প্রদানের সময় কোনো রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে চিফ হুইপ ও বিরোধী দলের চিফ হুইপের পরামর্শ নেয়া যাবে।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ১০ দেশের ওপর নির্ভরশীল

(প্রথম পাতার পর)

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে যে রেমিট্যান্স এসেছে, তার ৮৬ দশমিক ২৮ শতাংশই এসেছে শীর্ষ ১০ দেশ থেকে। একক দেশ হিসাবে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি ও মালয়েশিয়া। গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও প্রায় একই চিত্র ছিল। পুরো অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্সের ৮৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ এসেছিল এই শীর্ষ ১০ দেশ থেকে। অর্থাৎ অর্থবছর পরিবর্তন হলেও বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের মূল উৎসে বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন, অল্প কয়েকটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা থাকলে কোনো নির্দিষ্ট শ্রমবাজারে অর্থনৈতিক মন্দা, কর্মী নিয়োগে সীমাবদ্ধতা বা অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন হলে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের প্রচলিত বাজারগুলোর পাশাপাশি ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার নতুন শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান শ্রমবাজারগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদের পাঠানো, বৈধ পথে অর্থ পাঠানো আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করা এবং প্রবাসীদের হয়রানি কমাতে সেবার মান উন্নত করা প্রয়োজন। এতে একদিকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ আরও টেকসই হবে, অন্যদিকে কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরতার ঝুঁকিও কমবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাইয়ে দেশে ২৮৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগের অর্থবছরের জুলাইয়ে এসেছিল ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। সে হিসাবে এবার রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। জুলাইয়ের মোট রেমিট্যান্সের মধ্যে শীর্ষ ১০ দেশ থেকে এসেছে ২৪৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলার। এটি মোট রেমিট্যান্সের ৮৬ দশমিক ২৮ শতাংশ। বিপরীতে শীর্ষ ১০ দেশের বাইরে থাকা সব দেশ মিলিয়ে এসেছে মাত্র ৩৯ কোটি ২২ লাখ ডলার বা ১৩ দশমিক ৭২ শতাংশ।জুলাইয়ে শীর্ষে সৌদি, দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য : চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে এসেছে ৫৮ কোটি ৭৩ লাখ ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে ৩৯ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি থেকে জুলাইয়ে এসেছে ২৭ কোটি ৩১ লাখ ডলার। চতুর্থ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ২৫ কোটি ৫৫ লাখ ডলার। পঞ্চম ইতালি থেকে ২০ কোটি ৩১ লাখ ডলার এবং ষষ্ঠ মালয়েশিয়া থেকে এসেছে ২০ কোটি ১৩ লাখ ডলার। এরপর কুয়েত থেকে এসেছে ১৪ কোটি ৮৭ লাখ ডলার, ওমান থেকে ১৪ কোটি ১৯ লাখ, সিঙ্গাপুর থেকে ১৩ কোটি ৬৯ লাখ এবং কাতার থেকে ১২ কোটি ১৫ লাখ ডলার। অর্থাৎ জুলাইয়ে শীর্ষ ১০ দেশের প্রতিটি থেকেই ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

শীর্ষ ছয় দেশেই দুই-তৃতীয়াংশ : জুলাইয়ের পরিসংখ্যান আরও বিশ্লেষণ করলে রেমিট্যান্সের ঘনত্বের চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়। শুধু শীর্ষ ছয় দেশ সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি ও মালয়েশিয়া থেকেই এসেছে ১৯১ কোটি ৭১ লাখ ডলার। এই ছয় দেশ থেকে আসা অর্থ জুলাইয়ের মোট রেমিট্যান্সের ৬৭ দশমিক ০৬ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে দেশের প্রতি ১০০ ডলারের রেমিট্যান্সের মধ্যে প্রায় ৬৭ ডলারই এসেছে মাত্র ছয়টি দেশ থেকে। এর মধ্যে এককভাবে সৌদি আরব থেকেই এসেছে জুলাইয়ের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ২০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। যুক্তরাজ্যের অবদান প্রায় ১৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের ৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

গত অর্থবছরেও ১০ দেশের ওপর বড় নির্ভরতা : ২০২৫-২৬ অর্থবছরের পুরো বছরের হিসাবেও রেমিট্যান্সের উৎসে একই ধরনের ঘনত্ব ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই অর্থবছরে দেশে মোট ৩ হাজার ৫৫৮ কোটি ৯৯ লাখ ডলার বা প্রায় ৩৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে শীর্ষ ১০ দেশ থেকে এসেছে ৩ হাজার ৮৩ কোটি ৭৪ লাখ ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ৮৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ। অর্থাৎ পুরো অর্থবছরে শীর্ষ ১০ দেশের বাইরে থাকা বিশ্বের অন্যান্য সব দেশ মিলিয়ে এসেছে মাত্র ১৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। গত অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে এসেছে ৫৮৪ কোটি ৮৮ লাখ ডলার বা প্রায় ৫ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে ৫০৭ কোটি ১৯ লাখ ডলার। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৪৫৮ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩০১ কোটি ৩১ লাখ, মালয়েশিয়া থেকে ৩৪০ কোটি ৩৬ লাখ এবং ইতালি থেকে এসেছে ২০৫ কোটি ১৫ লাখ ডলার। এ ছাড়া ওমান থেকে ২০৪ কোটি ৮১ লাখ, কুয়েত থেকে ১৭৬ কোটি ৩৭ লাখ, কাতার থেকে ১৫৫ কোটি ৮৫ লাখ এবং সিঙ্গাপুর থেকে ১৪৯ কোটি ৩৯ লাখ ডলার এসেছে। অন্যদিকে, গত অর্থবছরে শীর্ষ পাঁচ দেশ-সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট রেমিট্যান্স আসে প্রায় ২৩ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ পুরো বছরের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৬৭ দশমিক ২ শতাংশ এসেছে মাত্র পাঁচ দেশ থেকে।

এক বছরে শীর্ষ তালিকায় কিছু পরিবর্তন : তবে চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ের সঙ্গে গত অর্থবছরের পুরো বছরের তুলনা করলে শীর্ষ দেশগুলোর অবস্থানে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে সৌদি আরব ছিল প্রথম। এরপর ছিল যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ওমান, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর। অন্যদিকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে। ইতালি পঞ্চম এবং মালয়েশিয়া ষষ্ঠ। কুয়েত সপ্তম, ওমান অষ্টম, সিঙ্গাপুর নবম এবং কাতার দশম অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ শীর্ষ ১০-এর দেশগুলো মোটামুটি একই থাকলেও মাসভিত্তিক প্রবাহের কারণে দেশগুলোর অবস্থানে ওঠানামা হচ্ছে।

সৌদি আরবের অবস্থান আরও দৃঢ় : দুই সময়ের তথ্যেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সৌদি আরবের অবস্থান। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সৌদি আরব ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেমিট্যান্স উৎস। পুরো বছরে দেশটি থেকে এসেছে ৫ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। আর চলতি অর্থবছরের জুলাইয়েও দেশটি শীর্ষে রয়েছে, এক মাসে এসেছে ৫৮ কোটি ৭২ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের আগের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১১ মাসের তথ্যেও সৌদি আরব শীর্ষ উৎস ছিল। ওই সময়ে দেশটি থেকে ৫ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার এসেছিল, যা মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ১৬ শতাংশ। ওই সময়ে যুক্তরাজ্য দ্বিতীয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত তৃতীয়, মালয়েশিয়া চতুর্থ এবং যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চম অবস্থানে ছিল। রেমিট্যান্সের পরিমাণ বাড়লেও উৎসের ঘনত্ব রয়ে গেছে।মধ্যপ্রাচ্যের ওপর বড় নির্ভরতা : শীর্ষ ১০ দেশের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর বড় একটি অংশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান ও কাতার- এই পাঁচ দেশই জুলাইয়ের শীর্ষ ১০-এর মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরও বড় উৎস। এর ফলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের সঙ্গে এসব দেশের শ্রমবাজারের পরিস্থিতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ, অভিবাসন নীতি এবং প্রবাসীদের আয়-ব্যয়ের সক্ষমতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রবাসীদের নতুন রেকর্ড

নতুন অর্থবছরের শুরু থেকেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স প্রবাহ। এর ধারাবাহিকতায় চলতি আগস্টের প্রথম ১৭ দিনে ১৮৮ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২.৭৫ টাকা হিসাবে) এর পরিমাণ প্রায় ২৩ হাজার ১৬৩ কোটি টাকা। এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্রের দপ্তর। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের আগস্ট মাসের ১ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রবাসীরা দেশে ১৮৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের (২০২৫-২৬) একই সময়ে (১-১৭ আগস্ট) রেমিট্যান্স এসেছিল ১৪২ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে বছরের ব্যবধানে ১৭ দিনে প্রবাসী আয় বেড়েছে ৪৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার বা ৩২.৬ শতাংশ।

এদিকে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শুরু অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৪৭৪ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে (১ জুলাই থেকে ১৭ আগস্ট ২০২৫) এর পরিমাণ ছিল ৩৯০ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। হিসাব মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম দেড় মাসে (১ জুলাই-১৭ আগস্ট) রেমিট্যান্স প্রবাহে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ডলারের আনুষ্ঠানিক দর কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া, কার্ব মার্কেট বা হুন্ডির সঙ্গে ব্যাংকিং চ্যানেলের দরের ব্যবধান কমে আসা এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: [illegible]

খালেদা জিয়া: পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জননী

(৯ পাতার পর)

কতটা আপসহীন ছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! যে নেত্রী এতিমের মুখে ভালো খাবার তুলে দিতে নিজের দলের পরিচয়ধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধেও তাৎক্ষণিক বহিষ্কার আদেশ ও আইনানুগ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে শেষ জীবনে এসে তথাকথিত ‘এতিমের মাল আত্মসাতের’ এক বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় বছরের পর বছর নির্জন কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে। কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই মিথ্যা মামলায় তাঁকে বন্দি করে রাখা ছিল ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়।

জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে তিনি বরাবরই ছিলেন অটল। শহীদ জিয়া প্রবর্তিত ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’ দর্শনকে তিনি তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্র হিসেবে ধারণ করেছিলেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ছিল সবসময়ই দেশের স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে। যমুনা বহুমুখী সেতুর মতো মেগা প্রকল্পের নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত করা এবং দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন তাঁর উন্নয়নমুখী রাজনীতির পরিচয় বহন করে। একজন নেত্রীর সার্থকতা কেবল তাঁর শাসনকালেই নয়, বরং তাঁর ত্যাগের গভীরতায় পরিমাপ করা হয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বেগম খালেদা জিয়াকে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ক্ষমতা থেকে দূরে থাকাকালে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে, নিজের দীর্ঘদিনের স্মৃতিবিজড়িত ঘর ছাড়তে হয়েছে এবং চরম শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন।

বর্তমান সময়ে রাজনীতি যখন নীতি-আদর্শের চেয়ে সুবিধাবাদ ও প্রতিহিংসার ওপর বেশি নির্ভরশীল, তখন বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবন নতুন প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষা। এশিয়ার প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি’র মতো বৃহৎ দলের ৪১ বছর টানা নেতৃত্বদানকারী এই নেত্রী প্রমাণ করেছেন, জনগণের ভালোবাসা আর নিজের সততা থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মাথা উঁচু করে টিকে থাকা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর ছোটখাটো ভুল হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি ছিলেন নিখাদ। তিনি সগৌরবে বলতে পেরেছিলেন, “বাংলাদেশের বাইরে আমার আর কোনো ঠিকানা নেই।” গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং বাংলাদেশের নিজস্ব সত্তা রক্ষার আন্দোলনে তিনি আজীবন এক জননীসম ছায়া হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জুলাইয়ের পর কী বদলাল, কতটা বদলাল

(৮ পাতার পর)

সিদ্ধান্ত আমার পক্ষে গেলে তাকে সম্মান করব, বিপক্ষে গেলে তাকে দুর্বল করার চেষ্টা করবড়এ অভ্যাস থেকে গেলে পরিবর্তন খুব বেশি দূর যায় না। তখন মুখ বদলায়, রাজনীতির পুরোনো নিয়ম থেকে যায়।

তাহলে জুলাই কি ব্যর্থ? এত দ্রুত সে সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না। জুলাই অন্তত একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। মানুষ কী সম্ভব বলে মনে করে, তার সীমাটা বদলে দিয়েছে।

রাষ্ট্র যত শক্তিশালীই হোক, অনেক মানুষ একসঙ্গে দাঁড়ালে তাকে থামানো যায়ড়বাংলাদেশের একটি প্রজন্ম সেটা নিজের চোখে দেখেছে। এ অভিজ্ঞতা সহজে হারিয়ে যাওয়ার নয়। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতিতে কোন আচরণ মেনে নেওয়া যায় আর কোনটা যায় না, সেই সীমা এখনো ততটা নড়েনি।

বদলটা বোঝা যাবে কোথায় : জুলাই বাংলাদেশকে কতটা বদলেছে, তার উত্তর বড় বক্তৃতা বা স্মরণসভায় পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে অনেক ছোট ছোট জায়গায়।

একজন পুলিশ সদস্য ক্যামেরা না থাকলেও সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন? একজন আমলা রাজনৈতিক চাপের মুখে ‘না’ বলতে পারেন কি না?একটি রাজনৈতিক দল নিজের ক্ষতি হলেও নিয়ম মেনে নেয় কি না? একটি সরকার এমন কোনো সংস্থাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় কি না, যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না? আর জুলাইয়ের বিজয়ী পক্ষের সঙ্গে একমত নয়, এমন একজন তরুণ ভয় ছাড়া নিজের কথা বলতে পারে কি না? জুলাই মানুষকে দেখিয়েছিল, অসম্ভবও সম্ভব। এখন পরীক্ষা অন্য জায়গায়। ক্ষমতায় যাঁরা থাকবেন, তাঁরা কী করতে পারবেন না? গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার অধিকার নয়, ক্ষমতার সীমাও।

জাহিদ হোসেন, বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ।

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

Northwell Health

আমরা
ইমিগ্রেশন
সেবা প্রদান করি

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Root canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

হাসপাতালে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি
করে থাকি

LONG ISLAND JEWISH
MEDICAL CENTER
Forest Hills &
New Hyde Park

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

CALL 917 930 1170

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা

যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭৯৩-১২৮৫
kousholyema@gmail.com

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
23-52, 31st Street, Astoria, NY 11105

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN
Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

অঙ্গন
পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432

- বিয়ে
- জন্মদিন
- আকিকা
- বেবি শাওয়ার
- বিবাহ বার্ষিকী
- সভা-সেমিনার

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।

✓ এখানে
✓ রেগুলার
✓ ইভেন্টসহ

✓ যে কোনো
✓ অনুষ্ঠানের
✓ জন্য বুকিং
✓ নেওয়া হয়

☎ 929-512-6426

ইমেইল:
anaganhallny@gmail.com

দিনাজপুর জেলা সমিতি আমেরিকা ইনক্

DINAJPUR ZILLA SAMITY AMERICA INC. PICNIC 2026

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

স্থানঃ হেকশিয়ার স্টেট পার্ক, লং আইল্যান্ড
তারিখঃ ২৩শে আগস্ট ২০২৬ ইং, রবিবার

Pavilion 3
1 Heckscher
State Pkwy
East Islip
NY 11730

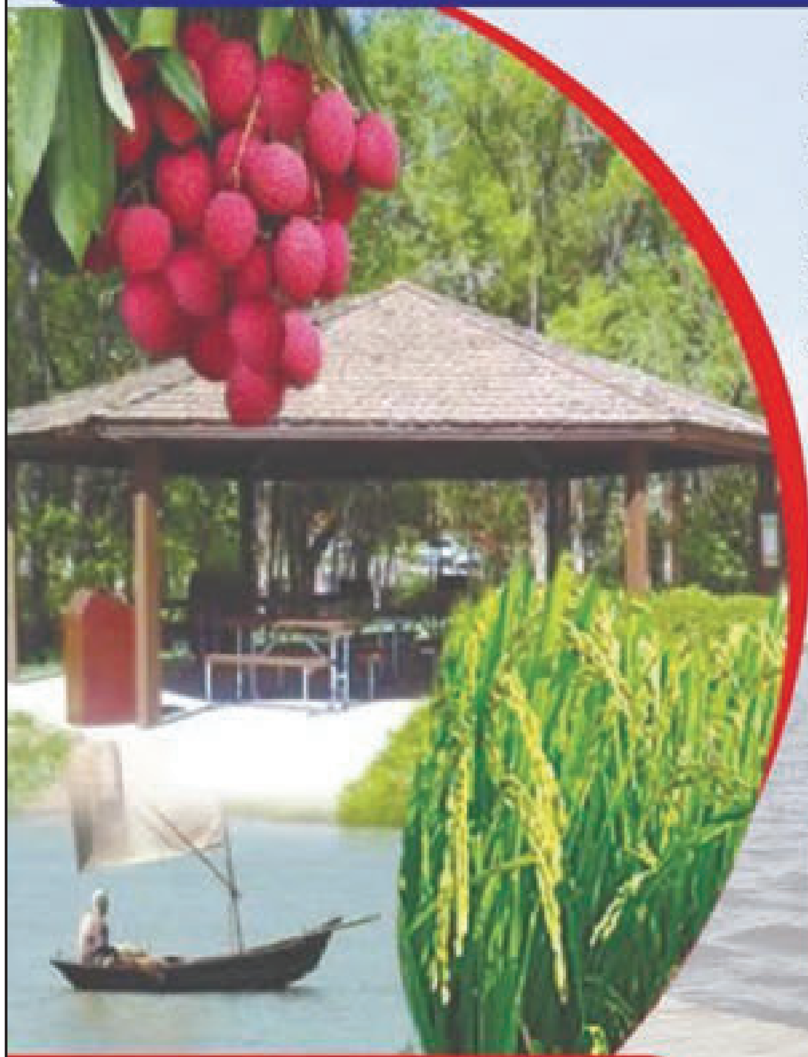

সম্মানিত সুধী,

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, দিনাজপুর জেলা সমিতি আমেরিকা ইন্ক-এর বার্ষিক বনভোজন আগামী ২৩শে আগস্ট ২০২৬ইং, রবিবার "হেকশিয়ার স্টেট পার্ক, লং আইল্যান্ড" এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা সবুজ শ্যামল ও লেকের পাশে মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজন ও মিলন মেলায় আপনারা সকলে সাদরে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

মোঃ সামিউর রহমান আহ্বায়ক ৬৪৬-৫৫২-৪৭১৯	**ফতেনূর আলম বাবু** প্রধান সমন্বয়কারী ৬৪৬-৩৩৮-৯৪৭৯	**মোঃ আমিনূর ইসলাম** সদস্য সচিব ৩৪৭-২৬৪-৩২৯৬
মোঃ টি. ইসলাম যুগ্ম আহ্বায়ক ৭১৮-৮০৮-৩৩৬০	**এ্যাড. আব্দুর রশীদ** যুগ্ম সমন্বয়কারী ৩৪৭-৭৪০-৪৫৯৯	**মোঃ রানা পারভেজ** যুগ্ম সদস্য সচিব ৩৪৭-২৮৫-২২৭০

শুভেচ্ছান্তে

মোঃ জাবেদ চৌধুরী ভুট্টু সভাপতি ৯১৭-৭১৭-৯৪৪৮	**মোঃ বিপুল সরকার** সাধারণ সম্পাদক ৯১৭-৪৫৯-২৮৬২

বনভোজনে অংশগ্রহণকারীর রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক

যোগাযোগঃ মোহাম্মদ এস. রহমতুল্লাহ্ বাবু, ৭১৮-৬৬৬-৭৩৭০
সহ-কোষাধ্যক্ষ

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

লটারীতে জিতে নিন আকর্ষণীয় মূল্যবান পুরুস্কার
নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান টিকেট, স্মার্ট টিভি, ল্যাপটপ, আইপ্যাড, ট্যাবলেট, এসিসহ আকর্ষণীয় আরও অনেক পুরুস্কার।

বিশেষ আর্কষণ

- খেলাধুলা
- গান-বাজনা
- খানাপিনা
- ঝালমুড়ি
- তরমুজ ও
- গরম চা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপদেষ্টা মন্ডলী

ড. রুহুল কুদ্দুস, ফার্মাসিস্ট আব্দুর রশিদ, ইঞ্জি. শাহ্ আলম বাবু, ইঞ্জি. ইসতিয়াক আহম্মেদ, সৈয়দ সামসুজ্জোহা, মোঃ রেজাকুল ইসলাম, ইঞ্জি. হফিজুর রহমান, আব্দুর রউফ চৌধুরী কুমার, মোহাম্মদ আসিফ করিম, মোঃ আনোয়ার সোবহানী, মোঃ মোশারফ হোসেন।

সার্বিক সহযোগিতায় কার্যকরী কমিটিঃ

ফতেনুর আলম বাবু, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, রেজাউল করিম বাপ্পি, আমিনুর রহমান ইনসান, ডাঃ মহিদুল চৌধুরী, মোঃ মোস্তাক আহম্মেদ, মোঃ শাহিন চৌধুরী, মোঃ শামীম সরকার, এক আলম নিউমুন, মোঃ লুৎফর রহমান, ডাঃ নার্গিস রহমান, ফারহানা চিশতি, বিলকিস বি. চৌধুরী, মোঃ মাসুদ বেগ, মোহাম্মদ এস. রহমতুল্লাহ্, মোঃ আরিফুর রহমান (নয়ন), মোঃ তরিকুল ইসলাম, মোঃ রানা পারভেজ, মোঃ শফিউল্লাহ্, মোঃ কিবরিয়া হাবিব, মোঃ সামিউর রহমান, মোঃ জুয়েল শেখ, মোঃ তারেক জাহেরী, মোহাম্মদ টি. ইসলাম, শামীমা ইসলাম সুমী, এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

প্রচার সম্পাদক মোঃ আমিনুর ইসলাম ৩৪৭-২৬৪-৩২৯৬ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP

SNG
SHAH NAWAZ
GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474

newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com

116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375

86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক
NORTH BENGAL FOUNDATION INC.

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

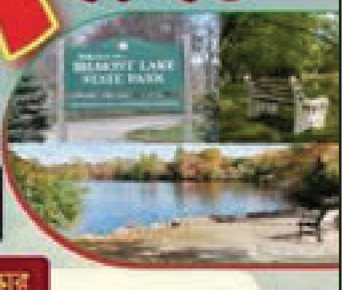

২৩ আগস্ট রবিবার

Place:
OAK PAVILION
Belmont Lake State Park
625 Belmont Ave, West Babylon, New York.

বিশেষ আকর্ষণ
র‍্যাফেল ড্র

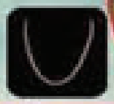

প্রথম পুরস্কার ক্যাশ ৮০০ ডলার

দ্বিতীয় পুরস্কার স্বর্ণের চেইন

এছাড়াও রয়েছে ল্যাপটপ,
আই প্যাড, স্মার্ট টিভি, সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার
ও ছোট ও বড়দের খেলাধুলা।

চাঁদার হারঃ জনপ্রতি- $25
৫ বছরের নিচে ফ্রি

সুধী, আসসালামু আলাইকুম,

আগামী ২৩ শে আগষ্ট ২০২৬ইং, রবিবার, বেলমন্ট লেক ষ্টেট পার্ক (Belmont Lake State Park, 625 Belmont Ave, West Babylon, New York,) এ প্রবাসে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক -এর উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য বনভোজনে নর্থ বেঙ্গলের ১৬ টি জেলার প্রবাসীবৃন্দ সকলকে স্বপরিবারে ও স্ববান্ধবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বার্ষিক বনভোজন উদ্বোধন করবেনঃ প্রধান উপদেষ্টা সহ ট্রাষ্টি বোর্ড, উপদেষ্টা মন্ডলী ও সকল কার্যকরী সদস্যবৃন্দ।

আমন্ত্রণে বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি

আহ্বায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব,	সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোতাহার হোসেন ৯১৭-৫১৯-৪৮০৫	মোঃ আবু তাহের ৯১৭-৩৮৫-৭৩৬০	ইঞ্জিঃ মোঃ শফিউল আলম ৬৪৬-২৭৯-২৯৫৪	উপদেষ্টা পরিষদ ট্রাষ্টি বোর্ড

যুগ্ম আহ্বায়ক	সমন্বয়কারী	যুগ্ম সদস্য সচিব	সার্বিক ব্যবস্থাপনায়	সংগীত পরিবেশনায়
তাসকিনুল হক মোঃ রাজু আহম্মেদ (যাদু)	মোঃ রোকনুজ্জামান (রোকন) মোস্তফা কামাল মিন্টন শাহ মোহাম্মদ ফরিদ	মোঃ মোহর উদ্দিন খান মোঃ রেজাবিল হায়াত আব্দুল জলিল মিয়া	এবিএম মিজানুল হাসান মোঃ রাকিবুজ্জামান খান তনু মোঃ আব্দুস সালাম	চন্দ্রা রায় তাসকিনুল হক মোঃ মোহর উদ্দিন খান মোঃ মসিহুল্লাহ

ক্রীড়া পরিচালনায়	হিসাব সংক্রান্ত	সকালের নাস্তা ব্যবস্থাপনায়	আপ্যায়ন
মোঃ মিজানুর রহমান (মিলন) এ, এইচ, এম, কামাল মিন্টন আলিফ রেজওয়ানা স্মৃতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ জাকির হোসেন	(চাঁদা, র‍্যাফেল ড্র, রেজিষ্ট্রেশন) মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া (কামাল) মোঃ শরিফুল ইসলাম মোঃ মাহাবুব হোসেন	মোঃ মিয়া দুলু মোঃ মোশারফ হোসেন মোঃ ইউসুফ আলী এম এম আব্দুল মান্নান	এ, এইচ, এম, কামাল মিন্টন, মোঃ জিয়াউর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান (তনু) , মোঃ মিজানুর রহমান (মিলন) মোঃ শাহীন আলম, মাঃ মোশারফ হোসেন, আমিউল ইসলাম ভুঁইয়া, মোঃ আশরাফুর রহমান, মোঃ টিপু সুলতান, আবু খান।

সার্বিক সহযোগীতায়

ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান - সভাপতি. এবিএম মিজানুল হাসান - সিনিয়র সহ-সভাপতি. মোহাম্মদ আবু তাহের - সহ-সভাপতি. মোতাহার হোসেন - সহ-সভাপতি. তাসকিনুল হক - সহ-সভাপতি. মো: শমসের আলী - সহ-সভাপতি. এম এ রশিদ - সহ-সভাপতি. মোজাফফর হোসেন - সাধারণ সম্পাদক. মো: শফিউল আলম - যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক. মো: মিজানুর রহমান (মিলন) - সহ-সাধারণ সম্পাদক. মোহাম্মদ মোহর উদ্দিন খান - সহ-সাধারণ সম্পাদক. মো: রেজাবিল হায়াত - সহ-সাধারণ সম্পাদক. মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া (কামাল) - কোষাধ্যক্ষ. মো: শরিফুল ইসলাম - সহ-কোষাধ্যক্ষ. মো: রোকনুজ্জামান (রোকন) - সাংগঠনিক সম্পাদক. মো: মাহবুব হোসেন - সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক. মো: আব্দুল জলিল মিয়া - সমাজকল্যাণ সম্পাদক. ডা নাসিম রহমান - সাংস্কৃতিক সম্পাদক. মো: মসিহুল্লাহ - সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক. মোস্তফা আরা - মহিলা বিষয়ক সম্পাদক. মো: সফিকুল ইসলাম - প্রচার সম্পাদক. এ এইচ এম কামাল (মিন্টন) - ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক. আলিফ রেজওয়ানা স্মৃতি - সহ-ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক. শাহ মোহাম্মদ ফরিদ - দপ্তর সম্পাদক. মোহাম্মদ মিয়া দুলু - আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক. আয়েশা বেগম ডলি - শিক্ষা ও কমিউনিটি উন্নয়ন সম্পাদক. মো: হাসানুজ্জামান হাসান (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি). মো: রাকিবুজ্জামান খান (তনু) (প্রতি সহ সম্পাদক). মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, শামীম আহমেদ . মোস্তফা কামাল মিন্টন . মোহাম্মদ রাজু আহমেদ (যাদু). মোহাম্মদ আব্দুর রকিব. মো: আরিফ হোসেন. মো: বিপুল সরকার. মো: আমির হোসেন. মো: সামিউল হক রাজশাহী. মো: মোশাররফ হোসেন দিনাজপুর. মো: ইসমাইল হোসেন (স্বপন) পাবনা. মো: শহিদ আলম নাটোর. আব্দুর রাজ্জাক আলী রংপুর. মো: ইউসুফ আলী বগুড়া. মো: আমিরুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ. মো: রেজাউল ইসলাম নওগাঁ. রাজু আহমেদ পঞ্চগড়. মো: দেলোয়ার হোসেন নীলফামারী. মতিউর রহমান (মতি) কুড়িগ্রাম. - আব্দুস সালাম শাহজাহান লালমনিরহাট. মো: আতিকুর রহমান জেমস গাইবান্ধা. মো: জাকির হোসেন জয়পুরহাট. মো: আব্দুল্লাহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ. মো: ইকরামুল হক ঠাকুরগাঁও

উপদেষ্টামন্ডলীঃ
ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ (প্রধান উপদেষ্টা) . ডাঃ মঞ্জুরুল হাসান, ড. রুহুল কুদ্দুস, নজরুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম টুকু, আল যুবায়ের বাচ্চু,
এ্যাডঃ মাহবুবার রহমান বকুল, মনিরুল ইসলাম, মোঃ আকবর আলী, ডাঃ আবুল কালাম, গোলাম আজাদ

ট্রাষ্টি বোর্ডঃ
নাসির আলী খান পল (চেয়ারম্যান). ডাঃ মাহমুদুল হাসান, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আহসানুল্লাহ ফিলিপ, ডাঃ নফিজুর রহমান পিপুল।

শুভেচ্ছান্তে

ডাঃ চৌধুরী মোঃ সারোয়ারুল হাসান	ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ	নাসির আলী খান পল	হাসানুজ্জামান হাসান	মোজাফফর হোসেন
সভাপতি	প্রধান উপদেষ্টা	চেয়ারম্যান, ট্রাষ্টি বোর্ড	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি	সাধারন সম্পাদক

প্রচারে ঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম

রাষ্ট্র পরিচালনায় চ্যালেঞ্জের মুখে সরকার

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। বিশেষ করে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা ও খাল খননসহ বেশ কিছু কর্মসূচি শেষের পথে। প্রথম দিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল স্বাভাবিক। মার্চ-এপ্রিলে বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় জ্বালানি সংকট দেখা দিলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য হয়। এতে সংকট থেকে সাময়িকভাবে উতরে যায় সরকার। তবে মধ্য জুলাই থেকে আবারও জ্বালানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কবলে পড়েছে দেশ। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এ নিয়ে হাহাকার চলছে। শিল্পকারখানা, বাসাবাড়ি ও বিপণিবিতানে লোডশেডিংয়ের মাত্রা বেড়ে গেছে। আবারও পাম্পে দীর্ঘ লাইন আর চুলায় গ্যাসের চাপ কমেছে। এ নিয়ে সরকারও উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক মন্তব্যেও এর কিছুটা চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে জনগণকে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে আরও দুই বছর লাগবে। অপরদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী বলেছেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে সামনের দিনে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন দেওয়া কঠিন হতে পারে।’ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির এমন পরিস্থিতিতে সরকারের মধ্যে নতুন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলের রাজপথের আন্দোলন ও ডিসেম্বরে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শঙ্কা সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে বলে মনে করেন দলীয় চেয়ারম্যানের এক উপদেষ্টা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, তারপরও বিষয়টি নিয়ে সরকার কৌশল নির্ধারণ করবে।

দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকটের শঙ্কা : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং দুই মন্ত্রীর মন্তব্যে বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকট দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে স্পষ্টতই মনে করেন অনেকে। গত ১৬ আগস্ট রাজধানীর একটি হোটেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘দেশের চলমান জ্বালানি সংকট সমাধানে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগতে পারে। আর বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যে কোনও কিছুরই সমাধান সম্ভব নয়।’ তার আগে গত ১৪ আগস্ট নিজ জেলা সিরাজগঞ্জে এক সভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এত ঋণ করে গেছে যে, ঠিকমতো পরিকল্পনা না করলে একদিন সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন দেওয়াও কঠিন হয়ে যেতে পারে।’ অবশ্য এ বিষয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত ১৫ আগস্ট রাজধানীর মহাখালীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে আগামী ২৭ আগস্ট শুরু হতে যাওয়া সংসদ অধিবেশনে ১০ বছর মেয়াদি জ্বালানি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, সংকট নিরসনে সরকার কাজ করছে। এ নিয়ে তিনি জনগণকে ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানান। এছাড়াও বিরোধী দলের ভালো কোনও পরামর্শ গ্রহণেরও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কর্মসূচি নিয়ে চিন্তার ভাঁজ! : দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিয়ে সরকারের উদ্বিগ্নতার মধ্যেই সরকারের দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিজেদের কঠোর অবস্থানের কথা জানান দিচ্ছে। গত ৯ আগস্ট রাজধানীতে এক সমাবেশে প্রধান বিরোধী দল জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ-জ্বালানির সংকট ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে বিভাগীয় সদর পর্যন্ত লংমার্চ এবং ১৪ নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশের কথা জানান বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। অপরদিকে গত ৫ আগস্ট ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অডিও বার্তায় ঘোষণা করেছেন, ডিসেম্বরে তিনি যেকোনও মূল্যে দেশে ফিরতে চান। এরপর তার দলের নেতাকর্মীরাও দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল বের করছেন। এই দুই রাজনৈতিক শক্তি আগামী দিনে রাজপথ উত্তপ্ত করলে সরকার বা বিএনপি কীভাবে মোকাবিলা করবে? এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বনির্ভরবিষয়ক সহ-সম্পাদক ও সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি নিলোফার চৌধুরী মনি বলেন, ‘বিএনপি কারও গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। বিরোধী দল তাদের গঠনমূলক কাজ তো করছেই। তবে ধ্বংসাত্মক কোনও কর্মসূচি হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তা দেখবে। বিএনপি পরিস্থিতি অনুযায়ী অবশ্যই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে। এছাড়া নিষিদ্ধ কোনও সংগঠন কী ঘোষণা দিয়েছে, সেটা অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেখার বিষয়।’ এ নিয়ে সরকারের আলাদা উদ্বিগ্নতা নেই বলে তার দাবি।

একলা চলো নীতি, নাকি রাজনৈতিক সমঝোতা? : দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সংকটের কারণে সরকারের মধ্যে উদ্বেগের পাশাপাশি দলগতভাবে বিএনপি এক ধরনের চাপ অনুভব করছে বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান দলীয় এক সংসদ সদস্য। তিনি বলেন, ‘জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী যেকোনও সংকটকালে অংশীজনদের নিয়ে পথচলার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশের স্বার্থে তিনি যেকোনও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি যুগপৎ শরিকদের অভিমান ভাঙাতে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন। তাদের কথা শুনেছেন। আগামী দিনে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজনে বিরোধী দলের সঙ্গেও আলোচনা করবেন তিনি।’ তার দাবি, এ ক্ষেত্রে একলা চলো নীতি চায়নি দলটি। সামগ্রিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘সরকার তেমন চাপে নেই। একটি নতুন সরকার, মাত্র ছয় মাস অতিক্রম করলো। আগের সরকার একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি রেখে গেছে। গ্যাসের সংকট আগের আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে থেকেই ছিল। জ্বালানি ছিল আমদানি-নির্ভর। সাগর থেকে তারা গ্যাস উত্তোলন করলে তো এমন পরিস্থিতি হতো না। তবে সরকার গ্যাস উত্তোলনসহ সংকট নিরসনে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।’ বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে দুদু বলেন, ‘তারা তো বিনা বাধায় তাদের কাজ করছে। তারা কী ধরনের কর্মসূচি দেবে, সেটা তাদের ব্যাপার।’ শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার বিষয়ে দুদু বলেন, ‘বিগত দেড় দশকে তারা গণহত্যা করেছে। কিন্তু তাদের কোনও অনুশোচনা নেই। দলটির চরিত্রেরও কোনও পরিবর্তন নেই। বরং তারা নানা ধরনের উসকানি দিয়েই যাচ্ছে। তারা এখনও জাতির কাছে ক্ষমাও চায়নি। এমন পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে ফিরতে দেবে বলে মনে হয় না।’ তিনি আরও বলেন, ‘দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সব সময়ই উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। সংকট নিরসনের বিষয়ে তিনি তাদের যেকোনও ভালো প্রস্তাব গ্রহণ করার কথা বলেছেন।’ প্রয়োজনে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাও হতে পারে বলে তিনি জানান।

প্রবাসে রুজির সন্ধানে লাখো বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

আয়-রোজগার ও ভবিষ্যতের স্বপ্নে। নতুন কর্মী নিয়োগে অনিশ্চয়তা, প্রকল্পে ধীরগতি, আকাশপথে অস্থিরতা আর নিরাপত্তাঝুঁকি সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বহুল নির্ভরশীল শ্রমবাজার দাঁড়িয়েছে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি। যুদ্ধ কতদিন চলবে, তার উত্তর অনিশ্চিত; কিন্তু প্রবাসী স্বপ্নকে নিরাপদ রাখতে এখনই বিকল্প শ্রমবাজার ও দক্ষতার নতুন দিগন্ত খুঁজে নেওয়ার সময়।

যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে শ্রমবাজারেও : যুদ্ধের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খারাপ হলে ব্যবসা ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বদলে যায়, নতুন প্রকল্প স্থগিত হতে পারে, পরিবহন ব্যয় বাড়তে পারে এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনাতেও ধীরগতি আসতে পারে। উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকরা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়েন। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচও চলমান সংঘাতের কারণে উপসাগরীয় দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও আর্থিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার শুধু কর্মসংস্থানের জায়গা নয়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়েরও বড় উৎস।

নতুন কর্মী নিয়োগে কেন অনিশ্চয়তা? : যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিয়োগকর্তারা সাধারণত নতুন কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক হয়ে ওঠেন। নির্মাণ, আবাসন, পর্যটন, পরিবহন ও সেবাখাতের নতুন প্রকল্পের গতি কমে গেলে বিদেশি শ্রমিকের চাহিদাও কমতে পারে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে চাপের চিত্র দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে অনিশ্চয়তা এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। অর্থাৎ এখন শুধু ‘কোন দেশে কতজন কর্মী যাচ্ছে’–এই হিসাব যথেষ্ট নয়। কোন দেশে কতদিন কাজের সুযোগ থাকবে, কর্মীর নিরাপত্তা কেমন, বেতন নিয়মিত কি না এবং সংকট হলে কর্মীর সুরক্ষা কতটা নিশ্চিত, এসব প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যারা ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে আছেন : নতুন কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশিরা। যুদ্ধের প্রভাব সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট দেশে না পড়লেও আকাশপথ, সমুদ্রপথ, জ্বালানি, খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য সরবরাহব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি হলে কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনেও তার প্রভাব পড়তে পারে। সংঘাতের সময় বিমান চলাচল বন্ধ বা সীমিত হলে দেশে ফেরার পথও কঠিন হয়ে যায়। একই সঙ্গে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ হলে কর্মীদের আয় ও চাকরির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। সাম্প্রতিক সংঘাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের হতাহত হওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে, যা মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।

তাহলে কি মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাবে? : এ মুহূর্তে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশি শ্রমিকের প্রয়োজন দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলোর বড় নির্মাণ, সেবা, অবকাঠামো ও শিল্প প্রকল্পে বিদেশি কর্মীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শ্রমবাজারের ধরন বদলাতে পারে। কোনো দেশে নিয়োগ কমতে পারে, অন্য কোনো দেশে নির্দিষ্ট দক্ষতার কর্মীর চাহিদা বাড়তে পারে। তাই পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে একক শ্রমবাজার হিসেবে না দেখে দেশ ও পেশাভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সামনে এখন বড় প্রশ্ন- বিকল্প কোথায়? : মধ্যপ্রাচ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ঝুঁকি এখন নতুন করে সামনে এসেছে। একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিপুলসংখ্যক কর্মী পাঠানোর পরিবর্তে বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপের কিছু দেশ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে। তবে এসব বাজারে প্রবেশের জন্য শুধু সাধারণ শ্রমিক হিসেবে যাওয়ার সুযোগের ওপর নির্ভর করলে হবে না; ভাষা, কারিগরি দক্ষতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানের সনদ অর্জন করতে হবে।

জাপানে দক্ষকর্মীর সম্ভাবনা : জাপান দীর্ঘদিন ধরেই বয়স্ক জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির ঘাটতি মোকাবিলায় বিদেশি কর্মীদের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। উৎপাদন, নির্মাণ, পরিচর্যা, কৃষি, খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিভিন্ন সেবাখাতে বিদেশিদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে জাপানের শ্রমবাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভাষা ও দক্ষতার গুরুত্ব অনেক বেশি। ফলে বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ এবং নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারেও দক্ষতার মূল্য বেশি : দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমবাজারেও বাংলাদেশিদের জন্য সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে উৎপাদন ও শিল্প খাতে বৈধ কর্মী নিয়োগের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে কোরিয়ার ক্ষেত্রেও ভাষা পরীক্ষা, নির্দিষ্ট যোগ্যতা এবং সরকারি নিয়োগব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর ওপর নির্ভর না করে সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়াই নিরাপদ।

ইউরোপ হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প : ইউরোপের শ্রমবাজার বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য আরেকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ইতালি, জার্মানি, পর্তুগালসহ বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট খাতে বিদেশি কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। তবে ইউরোপের শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের মতো সহজে প্রবেশযোগ্য নয়। এখানে নিয়োগকর্তার চাকরির প্রস্তাব, কাজের অনুমতি, ভিসা, ভাষাজ্ঞান এবং পেশাগত যোগ্যতার গুরুত্ব বেশি। ফলে ইউরোপে যাওয়ার ক্ষেত্রে ‘টাকা দিয়ে চাকরি কেনা’ নয়, বরং দক্ষতা ও বৈধ নিয়োগের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

কারিগরি দক্ষতাই হতে পারে নতুন পাসপোর্ট : মধ্যপ্রাচ্যে সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা থাকলেও বিশ্বজুড়ে দক্ষ কর্মীর চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি স্থিতিশীল। ওয়েল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজ, পাইপলাইন, ভারী যন্ত্র পরিচালনা, গাড়ি মেরামত, নির্মাণ প্রযুক্তি, রান্না, পরিচর্যা, কৃষি প্রযুক্তি, শিল্পযন্ত্র পরিচালনা এবং তথ্যপ্রযুক্তির মতো পেশায় প্রশিক্ষিত কর্মীরা বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারেন। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এটি একটি বড় সুযোগ। বিদেশে কর্মী পাঠানোর আগে কোন দেশের কোন পেশায় চাহিদা রয়েছে, সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া গেলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়বে।

সরকারি ডিজিটাল ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়াতে হবে : বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের সবচেয়ে বড় ঝুঁকির একটি হলো ভুয়া নিয়োগকর্তা ও প্রতারণামূলক মধ্যস্থতাকারী। বাংলাদেশ সরকারের ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্মে বিদেশি নিয়োগকর্তা, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, চাকরির চাহিদা এবং কর্মীর প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে বিদেশে যাওয়ার আগে সরকারি প্ল্যাটফর্মে চাকরির তথ্য যাচাই, নিয়োগকর্তার পরিচয় নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

শুধু বেশি কর্মী নয়, নিরাপদ কর্মসংস্থান দরকার : বাংলাদেশের অভিবাসন নীতিতে এখন একটি বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। এতদিন কতজন কর্মী বিদেশে গেলেন, সেই সংখ্যাকে সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছে– শুধু কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো যথেষ্ট নয়। কর্মীর নিরাপত্তা, বেতন, চুক্তির নিশ্চয়তা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি পরিস্থিতিতে দেশে ফেরার ব্যবস্থা এবং চাকরি হারালে সহায়তার সুযোগও বিবেচনায় রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও সংকটের সময়ে অভিবাসী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশের জন্য নতুন শ্রমবাজার কৌশল : মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। কিন্তু ভবিষ্যতের শ্রমবাজার কৌশল শুধু মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর হলে ঝুঁকি থেকেই যাবে। বরং একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় বাজারে কর্মী পাঠানোর সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। দেশভেদে আলাদা প্রশিক্ষণ, ভাষা শিক্ষা, আন্তর্জাতিক সনদ, দক্ষতা যাচাই এবং নিয়োগকর্তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। একজন কর্মীকে শুধু ‘বিদেশে যাওয়ার উপযোগী’ নয়, বরং ‘আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করার উপযোগী’ করে তুলতে হবে।

যুদ্ধ থামলে বাজার ফিরতে পারে, কিন্তু প্রস্তুতি এখনই : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট– সংঘাত যত দীর্ঘ হবে, তার অর্থনৈতিক ও শ্রমবাজারের প্রভাব তত বিস্তৃত হতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিশ্লেষণও দেখাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ইতোমধ্যে অঞ্চল ছাড়িয়ে বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রভাব ফেলছে। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকার সময় নেই। বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য এখনই বিকল্প শ্রমবাজার প্রস্তুত করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্য হয়তো বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বড় ভরসা হয়ে থাকবে, কিন্তু ভবিষ্যতের নিরাপদ অভিবাসনের পথ হতে হবে আরও বৈচিত্র্যময়। দক্ষতা, ভাষা, বৈধ নিয়োগ এবং সরকারি যাচাই– এই চার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তৈরি হতে পারে নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থান কৌশল। কারণ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রমবাজারের পরিবর্তনের এই সময়ে একজন বাংলাদেশি কর্মীর সবচেয়ে বড় শক্তি শুধু তার শ্রম নয়– তার দক্ষতা, বৈধতা ও পরিবর্তিত বাজারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা।

গ্রিসে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল ১১ বাংলাদেশির, জীবিত উদ্ধার ১৮ জন

অবৈধভাবে লিবিয়া থেকে সাগরপথে গ্রিসে যাওয়ার সময় ভূমধ্যসাগরে খাদ্যসংকট ও নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১১ বাংলাদেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী। লাশগুলোতে পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় সেগুলো সাগরে ফেলে দেওয়া হয়। জীবিত উদ্ধার হয়েছেন আরও ১৮ বাংলাদেশি। তাদের মিসরের মারসা মাতরুহ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার অগ্রগতি এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখছে মিসরের বাংলাদেশ দূতাবাস। জীবিত উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী, ৩ আগস্ট রাতে ৪২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে নিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা লিবিয়ার তাবারুক উপকূল থেকে গ্রিসের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। নৌকাটিতে থাকা ৩৮ জনই বাংলাদেশি। যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণ পরই ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকায় থাকা খাবার ও পানির মজুত সাগরে ভেসে যায়। এরপর খাবার ও পানি ছাড়াই নৌকাটি নিয়ে বিপজ্জনক যাত্রা অব্যাহত রাখেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। গ্রিসের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর হঠাৎ নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে নৌকাটি সাগরে ভাসতে থাকে। খাবার ও পানির সংকটে তাদের চোখের সামনেই কয়েকজনের মৃত্যু হয়। লাশগুলোতে পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় সেগুলো সাগরে ফেলে দিতে বাধ্য হন তারা। এভাবে টানা ৯ দিন ভূমধ্যসাগরে ভেসে থাকার পর বাতাসের স্রোতে নৌকাটি মিসরের মারসা মাতরুহ উপকূলের কাছে পৌঁছায়। পরে মিসরের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ১৮ জনকে মারসা মাতরুহ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ থানার পাথারিয়া গ্রামের আবদুল হেকিমের ছেলে আবদুল করিম ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, গ্রিসের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আমাদের নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আর সামনে এগোতে পারিনি। এ সময় আমাদের উদ্ধার করতে দালালের লোকজন কিংবা অন্য কোনো সংস্থা এগিয়ে আসেনি।

তিনি বলেন, আমাদের কাছে খাবার বা পানি কিছুই ছিল না। খাবার ও পানির অভাবে চোখের সামনেই ৯ জন বাংলাদেশি মারা গেছে। তাদের লাশ সাগরে ফেলে দিতে হয়েছে। পরে আরও দুজন মারা যান। দীর্ঘ সময় লবণাক্ত পানিতে থাকার কারণে আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পচন ধরেছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমরা এখন মারসা মাতরুহ হাসপাতালে ভর্তি। এখানকার চিকিৎসকরা আমাদের চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং ভালো খাবারেরও ব্যবস্থা করছেন। আমাদের বাঁচান। আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। তবে আবদুল করিমের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানে না তার পরিবার। যোগাযোগ করা হলে তার মা আকলিমা বেগম বলেন, সাগরপথে গ্রিস যাওয়ার ব্যাপারে ছেলে আমাদের কিছু বলেনি। আবদুল করিমের মামা ও পাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবদুর রাজ্জাক জানান, বিষয়টি এই মাত্র আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম। আমার ভাগনে সৌদি আরবে থাকত। সে যে সাগরপথে গ্রিসে যেতে চেয়েছে এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। মিসরের স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, তারা মোট ৩০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এর মধ্যে ১৮ জনের শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাদের নিয়মিত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। তবে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের জাতীয়তা সম্পর্কে পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি। মিসরের বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, আহত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিষয়ে মারসা মাতরুহ জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. শরিফ এবং স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের বাদরান নামের এক কর্মকর্তার সঙ্গে দূতাবাসের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি আহতদের চিকিৎসার অগ্রগতি এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। আহত বাংলাদেশি নাগরিকরা সুস্থ হয়ে উঠলে মিসরের সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আটক বাংলাদেশিদের ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন শামীম

বাংলাদেশ ডেস্ক : স্ত্রীকে রেখে যখন আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন মোহাম্মদ শামীম, তখন পৃথিবীর আলোও দেখেনি তার একমাত্র সন্তান। দুর্গম পথ পেরিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছে শুরু করেছিলেন নতুন জীবন। স্বপ্ন ছিল–একদিন স্ত্রী-সন্তানকে কাছে এনে সাজাবেন সুখের সংসার। কিন্তু সেই অপেক্ষার আর অবসান হলো না। মাত্র ৪১ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন এই বাংলাদেশি প্রবাসী। অধরাই থেকে গেল পরিবারকে ঘিরে তার বহুদিনের স্বপ্ন। জানা যায়, গত ১৭ আগস্ট সোমবার বিকেলে রুমমেটদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন শামীম। তখন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে দ্রুত ব্রুকলিনের কোনি আইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ।যুক্তরাষ্ট্রে আসার পথটা সহজ ছিল না শামীমের ।২০১৯ সালে বিয়ের পর মাত্র দুই মাস স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে পেরেছিলেন তিনি। এরপর উন্নত জীবনের আশায় যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে আসার পথে পানামার জঙ্গলে পৌঁছান। সেই সময়ই জন্ম নেয় তার একমাত্র ছেলে সন্তান। কিন্তু সন্তানের জন্মের সময় পাশে থাকতে পারেননি শামীম ।শামীমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফাহাদ হোসেন বলেন, ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার দিয়ে প্রবেশ করেন তিনি। নিউইয়র্কে আসার পর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেন শামীম। পরে তিনি উবার চালক হিসেবে কাজ করতেন ।ফাহাদ হোসেন আরও বলেন,শামীম রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য মামলা চালিয়ে আসছিলেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সেই মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার পর তিনি মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েন। এমনকি দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন শামীম। ফাহাদ হোসেন জানান, মামলা নিয়ে শামীমের অনেক দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ তৈরি হয়েছিল। তবে তার মৃত্যুর সঙ্গে সেই মানসিক চাপের সরাসরি কোনো চিকিৎসাগত সম্পর্ক ছিল কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না ।উল্লেখ্য, মোহাম্মদ শামীমের দেশের বাড়ি ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের উত্তর সেকান্দরপুর গ্রামে। এদিকে, হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শামীমের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হবে। তার মরদেহ দেশে নেওয়া ও দাফনের আনুষঙ্গিক খরচসহ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে একটি গো ফান্ড ক্যাম্পেইন খোলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীসহ সবার কাছে শামীমের পরিবারের এই কঠিন সময় পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বড় মন্ত্রী পরিষদের বিড়ম্বনা

(প্রথম পাতার পর)

দলীয় চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে ১৭ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় ৪৯ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ। এ মন্ত্রী পরিষদে স্থান পেয়েছেন ২৫ জন পূর্ণ এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী। বেশ কয়েকজন টেকনোক্রেটও রয়েছেন মন্ত্রী পরিষদে। একজন মন্ত্রী যেমন একাধিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন, তেমনি প্রতিমন্ত্রীও আছেন অনেক মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রী পরিষদের পাশাপাশি গঠিত হয়েছে বিশেষ উপদেষ্টা পরিষদ। নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুত ছোট মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে পারেনি বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিএনপি সরকারের ১৮০ দিন পূর্ণ হচ্ছে ১৭ আগস্ট। মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের কর্মদক্ষতা, মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সক্ষমতা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে চলছে মূল্যায়ন। ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার মুখে সরকার ভাবছে মন্ত্রী পরিষদ আরও সম্প্রসারণের কথা। দপ্তর পরিবর্তন হতে পারে মন্ত্রিসভায়। যুক্ত হতে পারে আরো নতুন মুখ। এরই মধ্যে পদত্যাগ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়কমন্ত্রী দীপেন দেওয়ান। মন্ত্রী পরিষদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলই নাকি তার পদত্যাগের কারণ। মাত্র সাড়ে তিনমাসের মাথায় পদত্যাগের এমন ঘটনা নজিরবিহিন। বিগত পঞ্চান্ন বছরে রাষ্ট্রপতি শাসিত কিংবা সংসদীয় সরকারগুলো গঠন করে বিভিন্ন আকারের মন্ত্রী পরিষদ। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক ও অন্তবর্তী সরকারগুলো পরিচালিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকার উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ৬২ সদস্যের মন্ত্রীসভা ছিলো ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটেই মানান সই নয় বাংলাদেশ সরকারের মাথাভারী মন্ত্রী পরিষদ। বড় আকারের মন্ত্রী পরিষদ হতে পারে সুশাসনের অন্তরায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রী পরিষদ। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি। বাকশাল গঠনের পর ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সাংবিধানিক মন্ত্রীসভা কাঠামোতে পরিবর্তন আনে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠিত হলে কার্যকর হয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক মন্ত্রী পরিষদ। বিট্রিশ আমলে ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ এর বিধান অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলায় প্রথম শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের যৌথ মন্ত্রীসভা। ভারত ভাগের পর ১৯৪৭ সালের আগষ্টে পূর্ব বঙ্গের প্রথম প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয় খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে। 'রাজপরিষদ বা দরবার' নামে প্রাচীন রাজা বাদশাহদের ছিলো মন্ত্রী পরিষদ। মধ্যযুগের মুঘল বাদশাহদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ছিলো সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। সম্রাট আকবরের মন্ত্রীসভার ৯ গুনীজনের 'নবরত্ন' ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে এখনো।

মন্ত্রী পরিষদের দায়বদ্ধতা

মন্ত্রী পরিষদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা জাতীয় সংসদের নিকট। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল তিনটি স্তম্ভ হলো নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ। অর্থাৎ সরকার, সংসদ ও আদালত। সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত যেকোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে পারে রাষ্ট্র। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয় বিশাল একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করা। প্রাত্যহিক প্রশাসনিক কর্ম, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারন, অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য একটি মন্ত্রীসভা অপরিহার্য। মন্ত্রী পরিষদ বা মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে গৃহীত হয় রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত সমূহ। মন্ত্রীসভার সদস্যগণই জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে থাকেন সরকারি বিল। গুরুত্বপূর্ণ এসব বিল আইনে পরিণত হলে তা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বও বর্তায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও তাদের মন্ত্রণালয়ের উপর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংসদ বা আইন সভার কাছে মন্ত্রীরা নীতিগতভাবে বাধ্য থাকেন জবাবদিহি করতে। রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনে প্রতিটি খাতকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় মন্ত্রীদেরকে। বার্ষিক বাজেট তৈরী এবং দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রূপকারের দায়ভারও নিতে হয় মন্ত্রী পরিষদকেই। সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা মন্ত্রীসভার উপরই নির্ভরশীল। এজন্য প্রয়োজন সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য মন্ত্রী পরিষদ। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করলে রাষ্ট্র চলবে না। মন্ত্রীসভার উপরই নির্ভর করে প্রতিটি দেশের সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের ভুল সিদ্ধান্ত, বিতর্কিত মন্তব্য ও দুর্নীতি অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েন সরকার প্রধান। তৈরী হয় পদত্যাগের পরিস্থিতি। চূড়ান্তভাবে পতন ঘটে সরকারের।

কিচেন কেবিনেট

ঢাউশ মন্ত্রীসভা নিয়েও রাষ্ট্র পরিচালনায় হিমশিম খেতে হয় সরকার প্রধানকে। রাষ্ট্রের অনেক গোপনীয় এবং স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার প্রধান মন্ত্রীসভার বৈঠকে তা অনুত্থাপিত রাখেন। কিচেন কেবিনেট হলো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের মন্ত্রিসভার বাইরের একটি ক্ষুদ্র অনানুষ্ঠানিক মন্ত্রিসভা। এটি কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান নয়। সরকারপ্রধান তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব বা দলের প্রভাবশালী কয়েকজন সদস্যের সাথে গোপন আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন। এই গোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়া হয় অত্যন্ত গোপনে এবং দ্রুত জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে। যা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলে অনেক সময়। কিচেন কেবিনেটের ধারণার উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের শাসনামল থেকে। তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক মন্ত্রীদের এড়িয়ে ব্যক্তিগত বন্ধুদের সাথে রান্নাঘরের গোপন দরজায় বসে আলোচনা করতেন বলে একে বলা হয়।'কিচেন কেবিনেট' বা রান্নাঘরের মন্ত্রিসভা। আর সেসব বিষয়গুলো নিয়ে তিনি পরামর্শ করেন মন্ত্রী সভার ঘনিষ্ঠ কতিপয় সদস্যের সাথে। বাংলাদেশে কিচেন ক্যাবিনেট প্রায় প্রতিটি সরকারের আমলেই কার্যকর ছিলো। সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিচেন কেবিনেটের কর্মকান্ড নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে।

যেমন হওয়া উচিত মন্ত্রী পরিষদের আকার

বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ঠিক করেন কতজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকবেন মন্ত্রিসভায়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন মত রয়েছে মন্ত্রিসভার আকার নিয়ে। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি মডেলের আদলে। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় এখানে মন্ত্রিসভা ৩০ জনের মধ্যে সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। খালেদা জিয়া যখন ১৯৯১-তে ক্যাবিনেট গঠন করেন তখন প্রথমে ১০ জন ছিল পূর্ণমন্ত্রী, বাকিরা সবাই প্রতিমন্ত্রী। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছিল সরকারের মন্ত্রিসভা ৩৫ করার। বর্তমানে মোট ৪৩টি মন্ত্রণালয় এবং ৬১টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিবেদনে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট ২৫টি মন্ত্রণালয় ও ৪০টি বিভাগে পুনর্বিন্যাস করার। ২৩ জন মন্ত্রী রাখার সুপারিশ করে সংস্কার কমিশন। এর মধ্যে দুজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী। এ ছাড়া বলা হয়েছে ১২ জন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী রাখার কথা। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত মেয়াদে মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৪।

বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী পরিষদের আকার ভিন্ন। আফ্রিকার দেশ ঘানায় রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ১১০ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ। ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে জোট সরকারের কারণে রয়েছে বড় আকারের মন্ত্রীসভা। অপরদিকে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর মন্ত্রী পরিষদ তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির। বিশাল আয়তন বিপুল জনসংখ্যা ও বিত্তশালী যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রী পরিষদ মাত্র ১৫ সদস্যের। ইউরোপের দেশগুলোর মন্ত্রীসভার গড় সংখ্যা ১৫ থেকে ২০জন। যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্স এবং হাউজ অব লর্ডস মিলিয়ে গঠিত সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সাধারণত ২২ থেকে ২৮ জন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের মন্ত্রী পরিষদ ২২ সদস্যের। বাংলাদেশের চেয়ে ২২ গুণ বড় দেশ ভারতের বর্তমান মোদী সরকারের পূর্ণ ও প্রতিমন্ত্রী মিলিয়ে মন্ত্রী পরিষদের মোট সদস্য ৭০ জন। বিশ্বের ইতিহাসে ২০২৪ সালে ক্ষুদ্র মন্ত্রীসভা গঠন করে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিশানার। তিন সদস্যের এই মন্ত্রী পরিষদ ছিলো ইতিহাসে নজিরবিহিন একটি ঘটনা।

বড় মন্ত্রী পরিষদের নেতিবাচক প্রভাব

মন্ত্রী পরিষদের আকার যতো বিশাল হয়, সংসদ সদস্যদের মাঝে মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাব্যতা ততোই বৃদ্ধি পায়। দলীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মাঝে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও উপদেষ্টার মোট সংখ্যা বর্তমানে ৭০ ছাড়িয়েছে। এতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন সংসদ সদস্য লাভ করেছেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপদেষ্টার বিশেষ মর্যাদা। আর যারা মন্ত্রী পরিষদে স্থান পাননি, বিশেষ দুঃখবোধ তাড়া করছে তাদেরকে। তাদের অনেকেই ভুগছেন একধরণের হীনমন্যতায়। এসব কারণে সরকার ও দলে বৃদ্ধি পায় উপদলীয় কোন্দল। বড় মন্ত্রী পরিষদে সংখ্যাধিক্যের কারণে বিস্তৃতি ঘটে দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি ও অনিয়মের। সচিবালয় ও জাতীয় সংসদে হাট বসে তদ্বির বাণিজ্যের। মন্ত্রীদের অজান্তেই নিজ এলাকায় গড়ে উঠে বিশেষ সিন্ডিকেট। বৃদ্ধি পায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। মন্ত্রীসভার অভ্যন্তরেও দানা বাঁধে উপদলীয় কোন্দল-কলহ। মন্ত্রী পরিষদের রদবদলের কারণে অবমূল্যায়িত মন্ত্রীগণ ক্ষোভে-দুঃখে অনেক সময় লিপ্ত হন ষড়যন্ত্রে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও শিকার হয়েছেন এধরণের ষড়যন্ত্রের। অভিযোগ আছে জিয়া হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন তারই মন্ত্রীসভার পাঁচজন সদস্য। পঞ্চপান্ডবখ্যাত এসব মন্ত্রীরা পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদের সরকার ও দলে অধিষ্ঠিত হন শীর্ষপদে। জিয়া হত্যাকান্ডের মূলোৎঘাটন না হওয়ায় তারা থেকে গেছেন ধরাছোঁয়ার আড়ালেই। বিএনপির রাজনৈতিক গবেষণা সেল না থাকায় অনেক তথ্যই গোচরে নেই দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের। শহীদ জিয়া মন্ত্রীদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলেও তাদের সব কর্মকান্ড ছিলো তার নখদর্পণে। প্রায়শই মধ্যরাতে মন্ত্রী পরিষদের সভা ডাকতেন জিয়া। একারণে জিয়ার উপর বিরক্ত ছিলেন অনেক মন্ত্রী।

অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে আমলা নির্ভর হয়ে পড়েন অনেক মন্ত্রী। এই সুযোগে আমলারা গুছিয়ে নেন তাদের আখের। জড়িয়ে পড়েন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সিন্ডিকেটে। প্রশাসন হারিয়ে ফেলে তার নিরপেক্ষতা। এভাবেই তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায়ে বিস্তার ঘটে দলীয়করণের। ফলে মন্ত্রীর সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে দুর্নীতি-অনিয়ম। বিপুল অর্থ বিত্তে ফুলে ফেঁপে উঠেন আমলারা। তারা নিজেরা বিদেশে অর্থ পাচারে বেপরোয়া হয়ে উঠার পাশাপাশি একই পথ বাৎলে দেন মন্ত্রীদেরকে। স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নয় মন্ত্রী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। এছাড়া জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হতে পারা ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করা নৈতিকতার মানদন্ডে সঠিক নয়। এছাড়া জনসমর্থন নেই ক্ষুদ্র দলের এমন অনভিজ্ঞ হাওলাতি মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।

বড় আকারের মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি। মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা এবং রাজনৈতিক তোষণের কারণে অযোগ্য ব্যক্তির পদায়ন। প্রশাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যেসব বড় সমস্যা তৈরি হয়। চাপ পড়ে সরকারি কোষাগারের ওপর ।অতিরিক্ত বিশাল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ রাখতে হয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন-ভাতা, প্রটোকল, গাড়ি, নিরাপত্তা এবং দপ্তর পরিচালনার জন্য। ফলে বরাদ্দ কমে যায় জনকল্যাণমুখী ও উন্নয়নমূলক খাতে। বাড়ে কাজের সমন্বয়হীনতা, শ্লথ হয় মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক গতি। মন্ত্রীর সংখ্যা বেশি হলে কঠিন হয়ে পড়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মতৈক্যে পৌঁছানো। জরুরি জাতীয় সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনৈতিক অনুমোদন প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক তোষণ ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত বা বিতর্কিত ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় জায়গা দেওয়া হয়। এতে জবাবদিহিতা হ্রাস, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় সুশাসন ও আইনের শাসনের পরিবর্তে ।মন্ত্রিসভা বড় হলে কঠিন হয়ে পড়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যর্থতার দায় নির্ধারণ করা। দুর্বল হয়ে যায় নজরদারি ও মনিটরিং ব্যবস্থা, ফলে ক্ষুন্ন হয় সরকারের সামগ্রিক ভাবমূর্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী আটকের নতুন রেকর্ড

(প্রথম পাতার পর)

যা তাদের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ আটকের নতুন রেকর্ড। আইসিই-র প্রকাশিত তথ্য ও মার্কিন গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,৬৪৫ জন অভিবাসীকে আটক করা হয়। এর আগে সর্বোচ্চ আটকের রেকর্ড ছিল গত জুনে, যখন প্রায় ৪৩ হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছিল। ফলে টানা দ্বিতীয় মাসের মতো সেখানে আটকের নতুন রেকর্ড তৈরি হলো। দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত ও বহিষ্কারের লক্ষ্যে ফেডারেল সংস্থাগুলোকে অভিযান জোরদারের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

দেশজুড়ে পরিচালিত এই অভিযানের অংশ হিসেবে কেবল জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যেই ১,২২৬ জনকে আটক করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকেও অন্তত ৩০ জন অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৩৮৯ জন অভিবাসীকে দেশটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন বলেন, "জননিরাপত্তা জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ। দেশের ৮০ শতাংশ নাগরিক অপরাধে জড়িত অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন।" তবে এই ব্যাপক অভিযান নিয়ে মার্কিন অভিবাসী অধিকারকর্মীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সাম্প্রতিক অভিযানে এমন অনেক মানুষকে আটক করা হয়েছে যাদের কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই, এমনকি অনেকের বৈধ কাজের অনুমতি বা প্যারোলের কাগজপত্রও ছিল। অন্যদিকে, ট্রাম্প সমর্থকরা কাজের জায়গাগুলোতেও অভিবাসনবিরোধী এই অভিযান আরও কঠোর করার দাবি জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কে আইসের তৎপরতা বৃদ্ধিতে অভিবাসীদের মাঝে উদ্বেগ

নিউইয়র্কে অভিবাসীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর বাড়তি তৎপরতা। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের একাধিক অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে অভিযান ও নজরদারি বেড়েছে বলে জানিয়েছে অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আতঙ্কিত না হয়ে নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে অভিবাসীদের ।নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই সপ্তাহে ম্যানহাটন, ব্রুকলিন ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের বেশ কয়েকটি এলাকায় আইসের তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সংগঠনটির চিহ্নিত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যানহাটনের ইনউড ও ওয়াশিংটন হাইটস; স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের পোর্ট রিচমন্ড ও স্ট্যাপলটন এবং ব্রুকলিনের সানসেট পার্ক, ডাইকার হাইটস, বেনসনহার্স্ট ও সাইপ্রেস হিলস। এর আগে অভিবাসী অধিকার সংগঠন মেক দ্য রোড নিউইয়র্ক জানিয়েছিল, কুইন্সের এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, কলেজ পয়েন্ট ও করোনা এলাকাতেও আইসের অভিযান ও তৎপরতা বেড়েছে। আইসের সাম্প্রতিক তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্কের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। সিটি কাউন্সিল মেম্বার কারমেন দে লা রোসা এবং স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার গনজালেজ-রোহাস অভিবাসী পরিবারগুলোর পাশে থাকার অঙ্গীকার জানিয়েছেন। গত ২৮ জুলাই ম্যানহাটনের ইনউডে আইসের এক এজেন্টের বিরুদ্ধে এক নারীকে পেপার স্প্রে করার অভিযোগ ওঠার পর ঘটনার প্রতিবাদ জানান কাউন্সিল মেম্বার দে লা রোসা। তিনি অভিবাসীদের আতঙ্কিত না হয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার আহ্বান জানান এবং নিউইয়র্কে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সবাইকে সোচ্চার থাকার ওপর গুরুত্ব দেন।

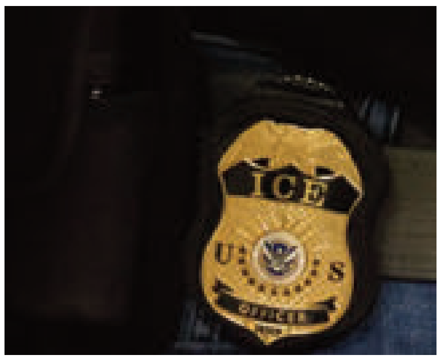

এদিকে কুইন্সে অভিবাসীদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানে উইলিয়ামস। বিশেষ করে টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) বা অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা এবং আইস কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হলে অভিবাসীদের কী কী অধিকার রয়েছেড়সে বিষয়ে বাসিন্দাদের তথ্য দেওয়া হচ্ছে ।অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটি নোটিশে আইসের অভিযানে বৈদ্যুতিক শক দিতে সক্ষম বিশেষ ধরনের গ্লাভস ব্যবহারের বিষয়টি সামনে আসার পর অভিবাসী অধিকারকর্মীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার এবং আইস কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের

ব্যাকফুটে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি

(প্রথম পাতার পর)

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বজুড়ে গভীর অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্পের নীতিতে কোনো প্রথাগত বা ধারাবাহিক কৌশলের সুস্পষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে, যেখানে কূটনৈতিক ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের এড়িয়ে কেবল ব্যক্তিগত আবেগের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে উঠে এসেছে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে। ইরানের সঙ্গে তার বহুল আলোচিত সমঝোতা স্মারক ৬০ দিনের মেয়াদ পূর্ণ করে ব্যর্থ হওয়ার পর এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট তার ক্ষোভ প্রকাশ করছেন মিত্রদের ওপর এবং একই সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার কিম জং উনের দিকে আবারও বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সুদীর্ঘ মিত্রদের কোনো শক্তি বৃদ্ধিকারী উপাদান হিসেবে না দেখে কেবল আর্থিক বোঝা বা চুক্তিভঙ্গের মাধ্যম হিসেবে মনে করেন। ১৯৫০-এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প দেশটির প্রেসিডেন্ট লি জে মিউংকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ইরান যুদ্ধে তারা অংশ না নেওয়ায় তাদের সুরক্ষায় বিপুল অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বার্ষিক ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও কেবল তার নীতিতে রাজি না হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে, ওমান ও ইরানের কূটনৈতিক সমঝোতার চেষ্টা ভেস্তে দিতে ওমানে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ট্রাম্প আমেরিকার বহু বছরের প্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্রনীতিকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী করে তুলছেন। আন্তর্জাতিক মহল এই ঘটনাগুলোকে অত্যন্ত অদূরদর্শী ও অনির্ভরযোগ্য আচরণের প্রতীক হিসেবে দেখছে।

বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন শক্তির এই নতুন ট্রাম্পীয় ধারা আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মিত্রদের ক্ষেত্রে এক গভীর সংশয় তৈরি করেছে। একদিকে কানাডার ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে আগের সমস্ত বাণিজ্যচুক্তিকে নস্যাৎ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় হামাসকে নিরস্ত্র করা ও ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা বাস্তবে কোনো ইতিবাচক ফল দিচ্ছে না। একইভাবে কিম জং উনের সঙ্গে তার তথাকথিত মধুর রসায়নের বিষয়টিও বেশ ভঙ্গুর। কারণ প্রথম মেয়াদের একাধিক শীর্ষ বৈঠকের পর উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়েছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে অন্তত ১০ হাজার সেনা পাঠিয়েছে। রাশিয়া ও চীনের মতো পরাশক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও ট্রাম্পের শুল্ক বা কূটনৈতিক কৌশল দৃশ্যত সফল হয়নি। প্রেসিডেন্ট মনে করেন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা কিংবা ন্যাটোর মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলো এতদিন মার্কিন অর্থনীতিকে শোষণ করে এসেছে। ন্যাটোর মিত্র দেশগুলোকে সামরিক খাতে বাজেট বাড়াতে বাধ্য করা কিংবা ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রধান নিকোলাস মাদুরোকে এক ঝটিকা অভিযানে ক্ষমতাচ্যুত করার মতো ঘটনাকে ট্রাম্প সমর্থকরা এক অভূতপূর্ব জাতীয় সাফল্য বলে মনে করেন। তা সত্ত্বেও বর্তমান বাস্তবতায় কৌশলগত জটিলতাগুলোকে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্পের নেওয়া এসব 'খামখেয়ালি' সিদ্ধান্ত মিত্রদের আস্থা ধ্বংস করছে। সাবেক কূটনীতিবিদদের মতে, প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প কেবল অনিশ্চিত মেজাজের জন্য পরিচিত থাকলেও, দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সারা বিশ্বের কাছে একটি সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য অংশীদারে পরিণত করছেন।

৬ মাসেও আইনশৃঙ্খলায় উন্নতি নেই

(প্রথম পাতার পর)

হামলার মামলা বেড়েছে। ব্যস্ত সড়ক, বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে গুলি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই এবং আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও মানুষের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর মাঠের পুলিশ এখনো পুরো মনোবল নিয়ে কাজে ফিরতে পারেনি। সারা দেশে দায়ের হওয়া সাত শ্রেণির মামলার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসে ২১ হাজার ৭৫৬টি মামলা হয়েছে। এর আগের ছয় মাসে, অর্থাৎ গত বছরের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত একই সাত শ্রেণিতে মামলা হয়েছিল ২১ হাজার ২২৮টি। সে হিসাবে মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৫২৮টি বা প্রায় আড়াই শতাংশ। সাত শ্রেণি হলো খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন, পুলিশের ওপর হামলা, ডাকাতি ও দস্যুতা, ছিনতাই, অপহরণ এবং চুরি। এর মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণিতে মামলা বেড়েছে। কমেছে অন্য চার শ্রেণিতে। তবে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাওয়া এই হিসাব মূলত মামলার, সংশ্লিষ্ট সময়ে সংঘটিত সব অপরাধের নয়। কারণ, অনেক ভুক্তভোগী থানায় যান না বা অভিযোগ মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয় না। ফলে শুধু মামলার সংখ্যা দিয়ে অপরাধের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া কঠিন। সরকার গঠনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত মে মাসে পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে তিনি মব সহিংসতা, কিশোর গ্যাং ও মাদকের বিস্তার রোধে পুলিশকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু সরকারের প্রথম ছয় মাসের কাছাকাছি সময়ের অপরাধ পরিস্থিতি ও মাঠপর্যায়ের চিত্রে এখনো প্রত্যাশিত উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। তবে সরকারের মূল্যায়ন ভিন্ন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গত সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান সরকারের বিগত ছয় মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। তবে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী এটিকে আরও সুসংহত করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন।পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সদর দপ্তরে একাধিক বৈঠক হয়েছে। এসব বৈঠকে ছিনতাই, খুন, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সব মহানগর পুলিশের কমিশনার, রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক এবং জেলার পুলিশ সুপারদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বেড়েছে তিন শ্রেণির মামলা : পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি-জুলাইয়ে সারা দেশে খুনের ঘটনায় ১ হাজার ৭৮৯টি মামলা হয়েছে। আগের ছয় মাসে হয়েছিল ১ হাজার ৭৮০টি। সে হিসাবে খুনের মামলা বেড়েছে ৯টি। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় গত ছয় মাসে মামলা হয়েছে ১১ হাজার ১৬৫টি। আগের ছয় মাসে হয়েছিল ১০ হাজার ৯০টি। এই শ্রেণিতে মামলা বেড়েছে ১ হাজার ৭৫টি। পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ফেব্রুয়ারি-জুলাইয়ে মামলা হয়েছে ৩১৭টি। আগের ছয় মাসে হয়েছিল ২৭৫টি। অর্থাৎ বেড়েছে ৪২টি। প্রথম তিন শ্রেণিতে মামলা বেড়েছে মোট ১ হাজার ১২৬টি। অন্যদিকে ডাকাতি ও দস্যুতা, ছিনতাই, অপহরণ এবং চুরির মামলা আগের ছয় মাসের তুলনায় সম্মিলিতভাবে ৫৯৮টি কমেছে। এই চার শ্রেণিতে গত ছয় মাসে মামলা হয়েছে ৮ হাজার ৪৮৫টি, আগের ছয় মাসে হয়েছিল ৯ হাজার ৮৩টি। সব মিলিয়ে সাত শ্রেণিতে নিট বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫২৮টি।

মামলা কমলেও মাঠে উদ্বেগ : সরকারি হিসাবে ডাকাতি ও দস্যুতা, ছিনতাই, অপহরণ ও চুরির মামলা কমেছে। কিন্তু ভুক্তভোগীসহ সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রমতে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের সব ঘটনায় মামলা না হওয়ায় পরিসংখ্যানে মাঠের পুরো চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। ঝামেলা মনে করে বা হয়রানির আশঙ্কায় অনেক ভুক্তভোগী থানায় যান না। আবার কোনো কোনো থানা মামলা না নিয়ে সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করে অথবা তদন্তের কথা বলে 'লিখিত অভিযোগ' রেখে দেয়। এসব অভিযোগের অনেকগুলো পরে মামলায় রূপান্তরিত হয় না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো দেখানোর প্রবণতা থেকেও কোনো কোনো থানা মামলা নিতে নিরুৎসাহিত করে। তাঁরা মনে করেন, অপরাধের ঘটনা যথাযথভাবে নথিভুক্ত না হলে অপরাধী আরও উৎসাহিত হয় এবং ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ক্রাইম ও অপারেশনস) খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, কোনো ঘটনায় মামলা না নিলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

প্রকাশ্যে অপরাধ, মানুষের মধ্যে ভয় : পরিসংখ্যানের পাশাপাশি অপরাধের ধরনও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। ব্যস্ত সড়ক, বাজার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা, অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদাবাজি, অপহরণের পর হত্যা এবং সংঘবদ্ধভাবে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। গত ২৮ এপ্রিল রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় একসময়ের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাঈম আহমেদ ওরফে টিটনকে। তদন্তে পুরোনো অপরাধী গোষ্ঠীর বিরোধের তথ্য সামনে এলেও হত্যার নির্দেশদাতাকে এখনো শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনতে পারেনি পুলিশ। গত ১৯ মে পল্লবীতে এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এর আগে ৯ মে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় আরেক শিশুকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ঘটনাও ঘটেছে। চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ড, গোলাগুলি ও অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রথম আলোর সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, একের পর এক ঘটনার পরও অনেক পরিকল্পনাকারী ও অস্ত্রধারী গ্রেপ্তার হয়নি। এতে অপরাধীদের শাস্তি হওয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হচ্ছে।

অবৈধ অস্ত্রে ঝুঁকি, অভিযানেও বাধা : আইনশৃঙ্খলার জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে আছে অবৈধ অস্ত্র। ২০২৪ সালের আগস্টে থানা ও পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ও গুলির একটি অংশ এখনো উদ্ধার হয়নি। বিভিন্ন অপরাধের তদন্তে অপরাধীদের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকার তথ্যও সামনে এসেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জামিনে মুক্তি পাওয়া পুরোনো ও তালিকাভুক্ত অপরাধীদের কেউ কেউ আবার চাঁদাবাজি, দখল, আধিপত্য বিস্তার ও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়েছেন বলে পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের বাধা ও হামলার মুখেও পড়তে হচ্ছে। গত ৯ জুন সাভারে মাদক মামলার এক পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশের দুই সদস্য হামলার শিকার হন। হামলাকারীরা গ্রেপ্তার ব্যক্তিকেও ছিনিয়ে নেয়। এর এক সপ্তাহ পর ১৬ জুন রাজধানীর আদাবরে ছিনতাইকারীদের ধরতে গিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ দুই পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে আহত করা হয়। কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তার অভিযোগ, কোনো কোনো অভিযানের সময় রাজনৈতিক পক্ষগুলো লোকজন জড়ো করে মব তৈরি করছে। এমন পরিস্থিতিতে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে গিয়েও পুলিশ সদস্যরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। পরিস্থিতি জটিল হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও তাঁদের সংশয় রয়েছে।

ভয় থেকে সিদ্ধান্তহীনতা : পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তত ১০ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদক। তাঁদের ভাষ্য, মাঠপর্যায়ের সদস্যদের পুরো মনোবল ফিরে না পাওয়ার পেছনে কয়েকটি বিষয় কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে তৈরি হওয়া মানসিক আঘাত, দায়িত্ব পালনকালে হামলা ও বাধা, ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের সমর্থন নিয়ে সংশয়, রাজনৈতিক চাপ, ঘন ঘন বদলি-পদায়ন এবং চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ সদস্য ও স্থাপনায় হামলার ঘটনায় বাহিনীর মধ্যে তৈরি হওয়া ভয় পুরোপুরি কাটেনি। এখন আইনসিদ্ধ বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও অনেক সদস্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকেন। অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, 'অপরাধ অনেকটা ঢেউয়ের মতো বাড়ে-কমে।' গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশ মানসিক আঘাতের মধ্যে ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই অবস্থা থেকে বাহিনী ধাপে ধাপে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশ নিয়ে অপপ্রচার বাহিনীর স্বাভাবিক হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পেলে পুলিশ পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও অস্থিরতা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালানোর অভিযোগে পুলিশের ১ হাজার ৪৯০ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অভ্যুত্থান ঘিরে হওয়া মামলায় এখন পর্যন্ত ৬৮ পুলিশ সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং পলাতক রয়েছেন ৫৭ জন। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায়ও দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা কারাগারে আছেন। বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৯৭ পুলিশ সদস্যকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। সর্বশেষ ১৩ আগস্ট ৫৬ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা অথবা বিভিন্ন ইউনিটে সংযুক্ত করা হয়েছে আরও ১৪২ জনকে। পলায়নের অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন ৯৩ কর্মকর্তা। এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে হওয়া মামলায় বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত আরও ২৬ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এগুলো আলাদা আইনি ও প্রশাসনিক হিসাব, তালিকাগুলোতে একই ব্যক্তি একাধিকবার আছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তাই সংখ্যাগুলো যোগ করে ব্যবস্থা নেওয়া সদস্যের মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না। মামলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মুখে পড়া পুলিশ সদস্যদের একটি অংশের অভিযোগ, প্রকৃত সম্পৃক্ততা যাচাই না করেই অনেক কর্মকর্তাকে বিভিন মামলায় আসামি করা হয়েছে। তাঁদের ভাষ্য, কেউ ঘটনাস্থলে ছিলেন না, কারও নাম দায়িত্ব পালনের তালিকায় ছিল না, আবার কেউ ঘটনার সময় অন্য ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। এরপরও তাঁদের আসামি করা হয়েছে। পুলিশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেও কেউ কেউ মামলার আসামি হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। অন্যদিকে পুলিশের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের কেউ কেউ মনে করেন, অতীতে ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আন্দোলন দমনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিচার হওয়া জরুরি। তবে অভিযোগের যথাযথ তদন্ত এবং ব্যক্তির দায় নির্ধারণ করেই আইনি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, মামলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের একটি অংশ এখন বাহিনীর বাইরে। এতে কোনো কোনো ইউনিটে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তার সংকট তৈরি হয়েছে। উচ্চপর্যায়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অনেকের দক্ষতার ঘাটতি নিয়েও অনেক আলোচনা রয়েছে। বাহিনীর ভেতরের অস্থিরতার প্রভাবও পড়ছে মাঠপর্যায়ের সদস্যদের ওপর। নেতৃত্বে বা সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তিকে না বসালে বাহিনীর ঘুরে দাঁড়ানো এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন হবে।

ঘন ঘন বদলিতে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট : মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের বদলি বা পদায়নের পর তাঁদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার শুরু হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোনো ছবি ও অতীতের কর্মস্থলের তথ্য ব্যবহার করে রাজনৈতিক তকমা দেওয়া হয়। কর্মকর্তাদের ভাষ্য, যাচাইহীন প্রচারের কারণে নতুন কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনে অনেকে অস্বস্তি ও চাপের মধ্যে পড়েন। কোনো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার অপরাধ পরিস্থিতি, অপরাধী গোষ্ঠী এবং স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার আগেই বদলি হলে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। আবার দীর্ঘ সময় অপারেশন শাখায় দায়িত্ব পালন না করা কর্মকর্তাদের হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল দায়িত্ব দেওয়া হলে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হয়। কর্মকর্তাদের মতে, ঘন ঘন বদলি এবং যথাযথ অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করে পদায়ন-দুটিই পুলিশের স্বাভাবিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে বাধা তৈরি করছে।

জবাবদিহি ও মনোবল–দুটিই প্রয়োজন : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (সাবেক আইজিপি) মো. আবদুল কাইয়ুম বলেন, পুলিশের প্রথম কাজ অপরাধ প্রতিরোধ করা। সেখানে ব্যর্থ হলে দ্রুত ঘটনা উদ্ঘাটন করতে হবে। কোনো অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত না করার অর্থ অপরাধীকে উৎসাহিত করা এবং ভুক্তভোগীকে প্রতিকার থেকে বঞ্চিত করা। আবদুল কাইয়ুমের মতে, পদোন্নতি ও পদায়নে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে পুলিশের চেইন অব কমান্ড শক্ত করতে হবে। হত্যা, নির্যাতন, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে যাচাই ছাড়া কোনো সদস্যকে হয়রানি বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। সাবেক এই আইজিপি বলেন, পুলিশ সদস্যরা ঘুষ, ক্ষমতাসীনদের তোষণ, অসদাচরণ ও মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে বাহিনীর ভাবমূর্তি ও জনসমর্থন ফিরবে না। তাঁর মতে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য পুলিশের মনোবল ফেরানোর পাশাপাশি জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং মানুষের আস্থা অর্জন করাও জরুরি।

দেশে গড়ে প্রতি মাসে ৩০০ খুন

এর মধ্যে ছয়টি ট্রিপল মার্ডার ও চারটি ডাবল মার্ডার। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ সময়ে মাসে গড়ে প্রায় ৩০০টি করে হত্যা মামলা হয়েছে। এর মধ্যে মার্চ, মে ও জুনে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। সামগ্রিকভাবে চলতি বছর হত্যাকাণ্ডের প্রবণতাও আগের বছরের তুলনায় ঊর্ধ্বমুখী। গত বছরের প্রথম ছয় মাসে সারা দেশে ১ হাজার ৫৮৫টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সারা দেশে ২৫০টি হত্যা মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। মার্চে এক লাফে তা বেড়ে হয় ৩১৭টি। এপ্রিলে ২৮৮ ও মে মাসে ৩১০টি হত্যা মামলা নথিভুক্ত হয়। জুনে হত্যা মামলা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২৬টিতে। আর সর্বশেষ জুলাইয়ে আরো ২৯৮টি হত্যা মামলা নথিভুক্ত হয়। ফলে ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসে মামলা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৭৮৯টি। আর এ সময়ে সারা দেশে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ১ হাজার ৮০৫টি। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৩০০টিরও বেশি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, শুধু মামলার সংখ্যা নয়, হত্যাকাণ্ডের ধরন নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। রাজনৈতিক বিরোধ, আধিপত্য বিস্তার, দখলদারত্ব, চাঁদাবাজি, পূর্বশত্রুতা, পারিবারিক বিরোধ, জমিজমা নিয়ে সংঘাত, মাদক ব্যবসা ও অপরাধী চক্রের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে।

হত্যাকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে ঘটছে বলে মনে করেন মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন। তিনি বলেন, 'দেশে এখনো জাতীয় ঐক্যের সূচনা ঘটেনি। ফলে অপরাধীরা নানা ধরনের দুষ্কর্ম করার সাহস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে ঘটছে। পাশাপাশি মব সন্ত্রাসে আক্রান্ত হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, এমনকি নারীরাও রেহাই পাচ্ছেন না। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। মব সন্ত্রাসীরা শুধু সমাজ ও রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে না, অশালীন ভাষার ব্যবহার ও অসহিষ্ণু আচরণের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা জরুরি।' আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হিসাবে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসে ঢাকায় সর্বোচ্চ ৪৩৫টি হত্যা মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে হত্যা মামলা হয়েছে ৩৯০টি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীতেই ২৭টি মামলা হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে চাঁদাবাজি, জমি নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক কলহ, মাদক, আধিপত্য বিস্তার, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, পূর্বশত্রুতা, কিশোর গ্যাং ও রাজনৈতিক বিরোধের মতো কারণের কথা উঠে এসেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের পরিস্থিতি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হওয়ায় অপরাধ বিশ্লেষকদের দৃষ্টিও এখন এ দুই অঞ্চলের দিকে। অপরাধ বিশ্লেষকদের মতে, সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ছয় মাসে প্রায় ১ হাজার ৮০০টি হত্যা মামলা হওয়ার তথ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বড় সতর্কসংকেত। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের উচ্চসংখ্যক হত্যা, রাজনৈতিক সহিংসতা, মব সন্ত্রাস ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগসবকিছু মিলিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। হত্যাকাণ্ড কমাতে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান নয়, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মব সন্ত্রাস বন্ধ ও স্থানীয় পর্যায়ে অপরাধীদের রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় বন্ধ করাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এখন পূর্ব-সতর্কতামূলক পুলিশিংয়ের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম সোহাগ। তিনি বলেন, 'সারা দেশেই নানা ধরনের অপরাধ, বিশেষ করে মারামারি, মব তৈরি করে হামলা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলার চিত্র আমরা লক্ষ করছি। মূলত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনোবল ফিরে না আসার সুযোগ নিয়েই অপরাধীরা আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। একশ্রেণীর অপরাধী আছে যারা সবসময় অপরাধ করার জন্য বসে থাকে। পুলিশ, কোর্ট ও সংশোধনাগারগুলো যদি সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে তাহলেই এ ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।' তবে হত্যাসহ সব ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন। তিনি বলেন, 'খুনের ঘটনা বিভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও অপরাধমূলক বিরোধের কারণে কমবেশি হয়ে থাকে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কারণ উদ্ঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে। খুনসহ সব ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ে টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অপরাধ দমনে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।'

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
- ব্যানার
- সাইনবোর্ড
- ক্যালেন্ডার
- ম্যাগাজিন
- ফ্লায়ার
- মেনু
- পত্রিকা এড
- বিয়ের কার্ড
- পোষ্টার
- ক্রেস্ট
- পাসপোর্ট ফটো
- মগ
- ওয়েব সাইট ডিজাইন
- লেভেল/স্টিকার
- আইডি কার্ড
- টি-শার্ট
- রাবার স্ট্যাম্প
- ভিজিটিং কার্ড
- লেমিনেশন
- ফোল্ডার

We are in
Jackson Heights
NY 11372

আমাদের
অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

১৬৮ স্ট্রিট এবং ১০৬ এভিনিউ জ্যামাইকা (বিটুইন মেরিক বুলেভার্ড এন্ড ১০৬ এভিনিউ), ৩ বেডরুমের বাসা এবং অ্যাটিকের জন্য ২টি রুম পৃথকভাবে দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-657-5595 বি- ১১-১২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭১ স্টিটে হিলাসাইড এভিনিউয়ে সাবওয়ে স্টেশনের কাছে ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও ২ বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 718-820-2227 বি-১০-১২

অ্যাটিকে রুম ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউ ও ১৯৭ স্ট্রিটে এলাকার হলিসে অ্যাটিকে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন, বাথরুম অন্য রুমমেটের সাথে শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 929-820-0315 বি-১০-১২

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ১৯৭ স্ট্রিটে বড় দুই রুম, কিচেন, বাথরুম, ড্রয়িং রুমসহ ভাড়া হবে। শুধুমাত্র দুইজন ব্যাচেলর প্রয়োজন। যোগাযোগ: 347-523-0027 বি-১০-১২

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকায় সুন্দর পরিবেশে বাস স্টপ, গ্রোসারি, মসজিদের কাছাকাছি দূরত্বে ২ বেডরুমের বাসা এখন থেকে ভাড়া হবে। লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকানা: 186—25 Elmira Ave, Jamaica, NY 11412; Phone: 917-717-3877 বি-০৯-১১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে গ্লিব অ্যাভিনিউয়ে (জিপ কোড: ১০৪৬২) দোতলায় ৪ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। হাঁটা দূরত্বে মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোসারি। সাবওয়ে ৬ ট্রেন ও ২২ বাস স্টপ কাছেই। যোগাযোগ: **1-929-371-1961** বি-০৮-১১

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

১৬৬ স্ট্রিট ও ইউনিয়ন টার্নপাইকে নতুন সংস্কার করা ২ বেডরুম, লিভিং রুম, রান্নাঘর, ১ বাথরুমসহ একটি সেমি-বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য বা বাসা দেখার জন্যযোগাযোগ করুন:718 440 2514 বি-০৮-১১

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

উডহ্যাভেন ও আটলান্টিকের কর্ণারে রেনোভেটেড ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। খুব কাছেই মসজিদ ও সুপার মার্কেট। যোগাযোগ: আমিন। ফোন : **646-287-9314** বি-০৭-০৯

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-মান্নান গ্রোসারি এফ ট্রেন সংলগ্ন একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া হবে। কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রী কিংবা মহিলা অগ্রাধিকার। যোগাযোগ : **৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪**

সেলুনে লোক আবশ্যক

পারিবারিক-বান্ধব একটি সেলুনে কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন লোক আবশ্যক। ভাড়ায় চেয়ার পাওয়া যাবে। লোকেশন: হিলসাইড ও ২১৮ প্লেসের ওপর। যোগাযোগ: স্টিভেন, ফোন: **917-496-7904** বি-১০-১৩

MEDICAL AND HEALTH SERVICES MANAGER

“Safe Health Medical Care PLLC, located at 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 seeks a full-time Medical and Health Services Manager. Salary yearly $143,250 or $68.88 per hour. Bachelor’s in medicine or medical sciences, 24 months working experience as a medical/health services manager or medical doctor in a hospital/clinic/medical office. Foreign education and experience accepted. Must be fluent in English, Bengali, and Hindi. Duty includes (under supervision of the managing doctor): delegates responsibilities & supervise medical assistants, receptionists, and administrative assistants, maintain medical records, staff schedule, order medical/office supplies, communicates with patients, employees, doctors, medical billers, and insurance companies, making business plans to open a new facility in new area. Call: **718-708-3776.**

B-09-11

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলায় বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার মধ্যে) বি-০৪-০৬

রুমমেট চাই

সানিসাইডে মসজিদ ও ‘৭’ ট্রেনের কাছে প্রাইভেট বাসার দোতলায় একটি রুম দুইজন রুমমেটের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে এবং অন্য একটি রুমে একজনকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৭-০৭০৪ বি-১০-১২

রুমমেট আবশ্যক

সানিসাইডে মসজিদ ও ‘৭’ ট্রেনের কাছে সুন্দর পরিবেশে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুমে একজন এবং প্রাইভেট বাসায় একজন অধুমপায়ী রুমমেট প্রয়োজন। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৭-০৭০৪ বি-১০-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

জ্যামাইকায় একটি পরিবারে সপ্তাহে তিনদিন কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন মহিলা কর্মী প্রয়োজন। যোগাযোগ:-**৯১৭-৬৩৫-২৯৯৮** বি-১০-১২

হাউস মেইড আবশ্যক

ডিক্স হিলস, লং আইল্যান্ডে বাসার কাজ করার জন্য একজন লিভ-ইন হাউস মেইড আবশ্যক। বেতন আলেঅচনা সাপেক্ষ। রেফারেন্স আবশ্যক। কল করুন: **৯১৭-৬৫৭-০৩৭২** বি-০৯-১১

গৃহস্থালীর কাজে মহিলা আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে (ঠিকানা: Massapequa Nassau Long Island NY) বাসায় দৈনন্দিন কাজকর্ম ও গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করার জন্য একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মুসলিম মহিলা আবশ্যক। বয়স ৫০ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা: *বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষের দেখাশোনার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়; * সাধারণ রান্না করতে পারলে অতিরিক্ত ভালো (আবশ্যক নয়)। যে কাজগুলো করতে হবে: * দৈনন্দিন জীবনের কাজে সাহায্য (ADL); * ঘর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ: * বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে (অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর নির্ভর করবে); আগ্রহী প্রার্থী (অথবা তাঁদের পরিবার) মেসেজ অথবা কলে যোগাযোগ করুন: **646-642-7029** বি-০৯-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর “Broadnosh Bagel” এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : **718-600-0923** বি-০৬-১১

House for Rent

1. 3 bd 1 bath, living, 1st & 2nd Flr, 106-30 156th St
2. Astoria 3 bd Apartment.
3. 3 bd 1 bath, Close to E F Train station, 2nd flr,
4. 3 bd 2 bath, living dining, Richmood Hill, 121st St and Atlantic Ave
5. Queens Village 2 bd 1 bath, living, 209th th St & 89th Ave
6. Attic 2 bd 1 bath, Briarwood, 150th St Close to F Train
7. 2bd 1 bath, living, 179th St & Hillside Ave
8. Semi-basement 2 bd 1 bath, 180th St & 90 Ave
9. Semi-basement 1 bd 1 bath, living, 148th St 83rd Ave
10. 1 bd 1 bath, living, 58th St & Avery Blve, $2000
11. 4 bd 2 bath, living dining, between Eton & Jamaica Ave
12. 3 bd 1 bath, living, 2nd flr
13. 2 bd 1 bath, living dining, 170-06 85th Ave, Apt 2D, $3200
14. Studio, 85-15 151 St, $ 1800 including
15. 3 bd 1 bath, big living, 161-12 Normal Rd, close to Parsons Blvd & 86th Ave (after 4:00PM)
16. 3 bd 1 bath, living dining, 188th St & 89th Ave, $2950
17. 1 bd, 1 bath living, 218th St & 90 Ave
18. 3 bd 1 bath, living +dining, 146-13 105th Ave,
19. 3 bd 1 bath, dining, 1st flr, 108-12 171st St
20. 4 bd 2 bath, living, dining, Rent: $3250 +Utility, 156th St & 107th Ave
21. 3 bd, 1 bath, 87-34 143rd St
22. 3 bd 2 bath, 180th St & 90 Ave
23. 3 bd 2 bath, living, dining, 175th St & 89th Ave, $2900+ Utility +gas
24. 3 bd 1 bath, big living, 36th St and Hillside Ave
25. 2 bd 1 bath, living dining, 143rd St & 84th Drive
26. 3 bd 1 bath, big living, dining, $3200 includinng, 1550-10 84th Rd
27. 2 bd 1 bath living, Hillside Ave,
28. 2 bd 1 bath, 168th St & 89th Ave,
29. 3 bd 2 bath, living, dining, 2nd flr, $3200 +bills
30. 3 bd 1 bath 207th St & 89th Ave

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

MINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

MEDICAL CLINIC FOR RENT IN JAMAICA HILLS

1500 Sqft Medical office/clinic, 7 exam rooms, 2 toilets and 5 storage/closets, ready to move in Near Jamaica Muslim Center at 168th Place and Highland Avenue, Jamaica. For more Information Please call;

917-804-7381

B-08-11

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮,Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি।

যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বাসা ভাড়া

লিবার্টি এভিনিউ এন্ড ১৬৫ স্ট্রিট, ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম। ১৮৯ এভিনিউ কুইন্স এ সেমি-বেসমেন্টে ২ বেডরুম ১ বাথরুম। সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে।

যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন ৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০ বি-০৪-০৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**

বি-১৪-১৬

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।

ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

ড্রাইভার আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত ব্রডনস বেগেল কোম্পানিতে Ford Transit Midsize গাড়ি চালানোর জন্য একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। ফোন/টেক্সট: **718-600-0923**

বি- ১১-১২

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খাঁন। ফোন: **01911-350494**; Email: nazrul208165@gmail.com

বি-০৯-১১

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংঙ্গী/সংঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

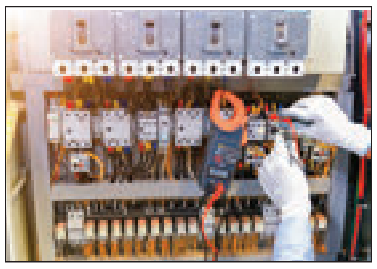

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোনঃ 929-636-6816

Health Career
Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

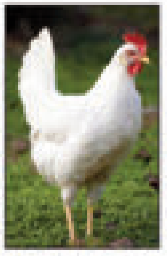

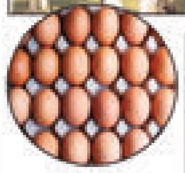

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar
CHINESE

Sagar Restaurant
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package **$13**
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package **$15**
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package **$6**
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package **$28**
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
☎ (718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Jamaica two family house 6 bedroom, 2 Full bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New St. Albans two family house. 5 badrooms, 4 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ। ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইলঃHelal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্‌ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

Build a Community

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে
(কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে
যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE Realty Inc.

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

MLS

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

STAR CARE PHARMAC
nyfamilydocs

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:
- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES
- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

1st AIDE
HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served
Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)
1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (Riverspring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.
A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Thursday
20 August 2026
বৃহস্পতিবার
২০ আগস্ট ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাংলায় কথা বলে চমকে দিলেন মামদানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে নাটক দেখার সুযোগের প্রচারণায় বাংলা, মান্দারিন (চীনা) ও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে আলোচনায় (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যু বাড়ছেই

ঢাকা : বিদেশে যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে থাকে পরিবারের স্বপ্ন। কেউ জমি বিক্রি করে, কেউ ঋণ নিয়ে, কেউবা সুদের টাকায় বিদেশে পাড়ি জমান। উদ্দেশ্য একটাই- পরিবারের আর্থিক সংকট (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

প্রবাসীদের এনআইডি সংশোধন হবে পাসপোর্ট-ওয়ারিশ সনদের ভিত্তিতে

ঢাকা : প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন পাসপোর্ট, ওয়ারিশ সনদের মতো প্রমাণাদির মাধ্যমে করে দেওয়ার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে শিক্ষা সনদ না (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

BACK TO
SCHOOL

স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২১ আগস্ট

বাংলাদেশ রিপোর্ট: জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে 'মা ফাউন্ডেশন'র ২১ আগস্ট

নিউইয়র্ক : সামার ছুটি শেষে নতুন শিক্ষাবর্ষে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

দুর্গাপূজার কারণে তারিখ পরিবর্তন

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৫ অক্টোবর

বাংলাদেশ রিপোর্ট : বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার কারণে। পূর্বঘোষিত ১৮ অক্টোবরের পরিবর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ অক্টোবর। এ তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান (বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)

খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ রিপোর্ট : বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী পালিত (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

মিনেসোটায় প্রাইমারিতে জিতলেন ইলহান ওমর

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনে (প্রাইমারি) জয়ী হয়েছেন ইলহান ওমর। এর (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

মূলধারার সাথে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাই মূল লক্ষ্য

ফোবানার টরন্টো সম্মেলন ৪-৬ সেপ্টেম্বর

MEET THE PRES
BANGLADESH

বক্তব্য রাখছেন শাহ নেওয়াজ। পাশে গিয়াস আহমেদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর আন্দোলনের চেতনাকে লালন করেই ফিফা ৪০তম ফোবানা কনভেনশন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কানাডার টরেন্টো শহরে। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ৬ সেপ্টেম্বর রোববার পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী টরেন্টোর ডন ভ্যালি হোটেল এন্ড সুটসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন কানাডা বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

CONVENTION
AMERICA

নিউইয়র্কে 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাত কনভেনশন'

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র নীতি-আদর্শ অনুসরণ করার বিকল্প নেই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): চলমান মুসলিম উম্মাহ আর বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে দলমত নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যান ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর নীতি-আদর্শ অনুসরণ করার বিকল্প নেই। মুহাম্মদ (সা:) সর্বকালের জন্য (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

সিটি ডিপার্টমেন্টে এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ

নিউইয়র্ক : আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস -এর একটি প্রতিনিধিদল (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

মুনা সেন্টার জ্যাকসন হাইটসের সীরাতুন্নবী (সা:) মাহফিল

ফেরদৌস আলম : গত সোমবার সন্ধ্যায় নিউয়র্কে মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের উদ্যোগে পবিত্র (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরবের নতুন নির্দেশনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বহুবার প্রবেশের (মাল্টিপল-এন্ট্রি) (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর খাবার বিতরণ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে হাজারো (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাসায় 'আইস' এলে দরজা খোলার আগে ৫টি অধিকার

তাবাস্‌সুম মোহাম্মদ : নিউইয়র্কে ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে বাংলাদেশিসহ (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

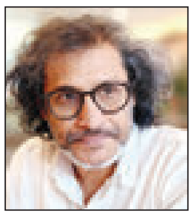

পর্ব -২২. মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন বাবুল ভাইয়েরা গড়ে তুলেছিলেন, তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

আমেরিকায় ফ্যামিলি স্পন্সরশিপে নতুন নিয়ম

বাংলাদেশ রিপোর্ট : আমেরিকায় ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনে বড় পরিবর্তন আসছে। নতুন নিয়ম এবং নতুন প্রস্তাবিত বিল - দুটো নিয়েই বিভ্রান্তি (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

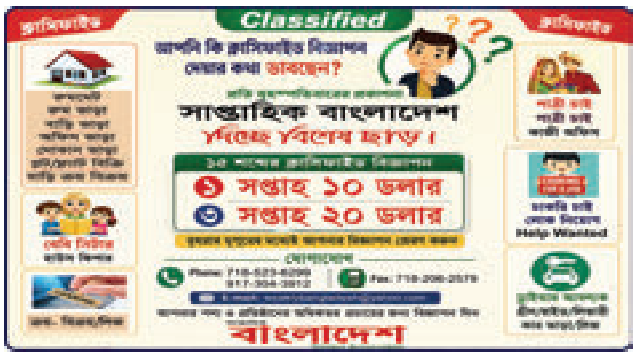
Classified
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
Help Wanted
বাংলাদেশ

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medication Reminders
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
PCA & HHA
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
516-900-7860

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com